চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 11 April, 2020 ■ আগরতলা, ১১ এপ্রিল, ২০২০ ইং ■ ২৮ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে দ্বিতীয় করোনা ভাইরাস আক্রান্ত টিএসআর জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল।। রাজ্যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত দ্বিতীয় রোগীর সন্ধান মিলেছে। তাতে আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলেও দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠা সম্ভব, তা প্রথম আক্রান্ত মহিলার শারীরিক অবস্থা প্রমাণ করেছে। তিনি চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠছেন। তবে, এই ভাইরাসকে কোনও ভাবেই অবহেলা করা উচিৎ হবে না। তার উদাহরণ রাজ্যে দ্বিতীয় আক্রান্তের ঘটনা। তার করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার কোনও লক্ষণ ছিল না। তাই করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েও চৌদ্দ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে, সতর্কতা অবলম্বন করে বাড়িতে থাকাই নিরাপদ, এটাই চরম সত্যি বলে মনে করা হচ্ছে।

রাজ্যে করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় রোগীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই খবর দিয়ে ত্রিপুরাবাসীকে আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, করোনা ভাইরাসের প্রকোপ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। সারা দেশেই আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। রাজ্যে ইতিপূর্বে এক মহিলা আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি বর্তমানে জিবি হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁর অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল।

শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাঁর ফেসবুক পেজে এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন, আরও একজন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। তাঁর বয়স ৩২ বছর। তিনি টিএসআর-এ কর্মরত। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওই টিএসআর জওয়ান ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত প্রথম রোগীর সাথে একই ট্রেনের একই বগিতে সফর করেছিলেন। এছাড়া তিনি তাঁর ট্যুইট হ্যান্ডেলেও এই খবর দিয়ে রাজ্যের জনসাধারণকে ভীত না হয়ে নিজের নিজের ঘরে অবস্থান করার আহ্বান জানিয়েছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সাধারণ প্রশাসন দপ্তরের সচিব টি কে চাকমা এবং স্টেট সার্ভাইলেন্স অফিসার ডা. দীপ কুমার দেববর্মা। ছবি নিজস্ব।

এদিকে, আজ রাতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসন দপ্তরের সচিব টি কে চাকমা এবং স্টেট সার্ভাইলেন্স অফিসার ডা. দীপ কুমার দেববর্মা এই সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্য জানান। তাঁরা জানান, রাজ্যে আরও একজন করোনা ভাইরাস সংক্রমণের রোগী পাওয়া গেছে। আক্রান্ত ব্যক্তি টি এস আর-এর ১৩ নং ব্যাটেলিয়নের জওয়ান। বর্তমানে দামছড়া ক্যাম্পে কর্মরত রয়েছেন। এনিয়ে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাস সংক্রমণের রোগীর সংখ্যা ২।

সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়েছে, নতুন আক্রান্ত রোগীর এমনিতে কোনও উপসর্গ নেই। তবে প্রথম যে রোগীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিলো তিনি সেই একই ট্রেনের একই কামরার যাত্রী ছিলেন। তারই ভিত্তিতে ঐ কামরার যাত্রীদের ট্রেকিং করার পর তাদের নমুনা পরীক্ষা করা হয় এবং তার ফলেই আজ নতুন এই রোগীকে সনাক্ত করা হয়েছে। স্টেট সার্ভাইলেন্স অফিসার ডা. দীপ কুমার দেববর্মা জানান, বর্তমানে ঐ আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ রয়েছেন। তাকে রাতের মধ্যেই আগরতলায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হবে। দামছড়ার যে ক্যাম্পে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২৪ ঘণ্টায় ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত ৩৭

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল (হি. স.) : গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৯৬ জন। মৃত্যু হয়েছে ৩৭ জনের। শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে একথা জানানো হয়েছে। একদিনে দেশে এতজনের আক্রান্ত হওয়া কিংবা মারা যাওয়ার ক্ষেত্রে এটি সর্বাধিক বলে মন্ত্রক জানিয়েছে।। ভারতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৬,৭৬১। অন্তত ২০৬ জনের মৃত্যু হয়েছে সংক্রমণের ফলে। মহারাষ্ট্রে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯৭। গত ২৪ ঘন্টায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইজিএমে করোনা চিকিৎসা কেন্দ্র বিজ্ঞপ্তি জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল।। আগরতলায় আইজিএম হাসপাতালের এনটিআই ভবনটি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। করোনা ভাইরাসে সংক্রমণের পরিমাণ কম ওই রোগীদের সেখানে চিকিৎসা করা হবে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশে রাজ্য সরকার এই উদ্যোগ নিয়েছে।

রাজ্যের জন্য রেলের ১৫টি বগিতে আইসোলেশন ওয়ার্ড রেলমন্ত্রীকে ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল।। করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় আগরতলায় ট্রেনের ১৫টি বগিতে আইসোলেশন ওয়ার্ড বানানো হয়েছে। সারা দেশে ভারতীয় রেল ট্রেনের বগি আইসোলেশন ওয়ার্ডে রূপান্তর করেছে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ভারতীয় রেলের এই মহান উদ্যোগের জন্য রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছেঊ সুরক্ষা সামগ্রী থেকে শুরু করে টেস্ট কিট, আইসোলেশন ওয়ার্ড, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের টিম সমস্ত কিছু প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, ভারতীয় রেল ত্রিপুরায় ১৫টি বগিতে আইসোলেশন ওয়ার্ড বানিয়েছে। প্রত্যেকটি বগিতে ৯টি বিছানা রয়েছে। এর জন্য তিনি রেলমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এ-বিষয়ে আগরতলা রেলস্টেশন ম্যানেজার বলেন, ত্রিপুরায় রেলের প্রচুর আবাসন খালি পড়ে রয়েছে। আপাতত একটি রেলের বগি ব্যবহার করে একটি আইসোলেশন ওয়ার্ড করা হয়েছে। প্রয়োজনে রেলের খালি পড়ে থাকা সমস্ত আবাসন করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় ব্যবহার করা যাবে।

পুনরায় যাত্রী পরিষেবা চালু নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি ঃ ভারতীয় রেল

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল (হি.স.) : ট্রেন পরিষেবা পুনরায় চালু ও ট্রেন যাত্রীদের যাতায়াতের নিয়মকানুন সম্পর্কিত কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি ভারতীয় রেল বা এই সংক্রান্ত কোনও ঘোষণাও করা হয় নি। গত দু দিন ধরে, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে ট্রেন যাত্রীদের যাতায়াতের ব্যাপারে সম্ভাব্য নিয়মকানুন সম্পর্কিত বেশকিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে তারিখ দিয়ে কত সংখ্যক ট্রেন চালানো হবে তাও উল্লেখ করা হয়েছে। যার প্রতিবাদ করে এক প্রেস বিবৃতিতে এমনটাই জানিয়েছে ভারতীয় রেল।

শুক্রবার ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে, যদি এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাহলে অবশ্যই সংবাদ মাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। তাই আগে থেকে এ ধরনের অসম্পূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই এবং অস্বাভাবিক সময়ে মানুষের মনের মধ্যে অযথা জল্পনা সৃষ্টিও এড়িয়ে যাওয়া উচিত। এই কারনে জল্পনা তৈরি করতে পারে এ ধরনের অসমর্থিত এবং যাচাইহীন কোন প্রতিবেদন প্রকাশ না করার জন্য সংবাদ মাধ্যমকে রেলের পক্ষ থেকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

লকডাউনের পরবর্তী সময়ে রেল যাত্রা বিষয়ে রেল, তার যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে এবং অনান্য অংশীদারদেরস্বার্থের কথা ভেবে সম্ভাব্য সেরা সিদ্ধান্তই গ্রহণ করবে। যখন যেরকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, তা সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

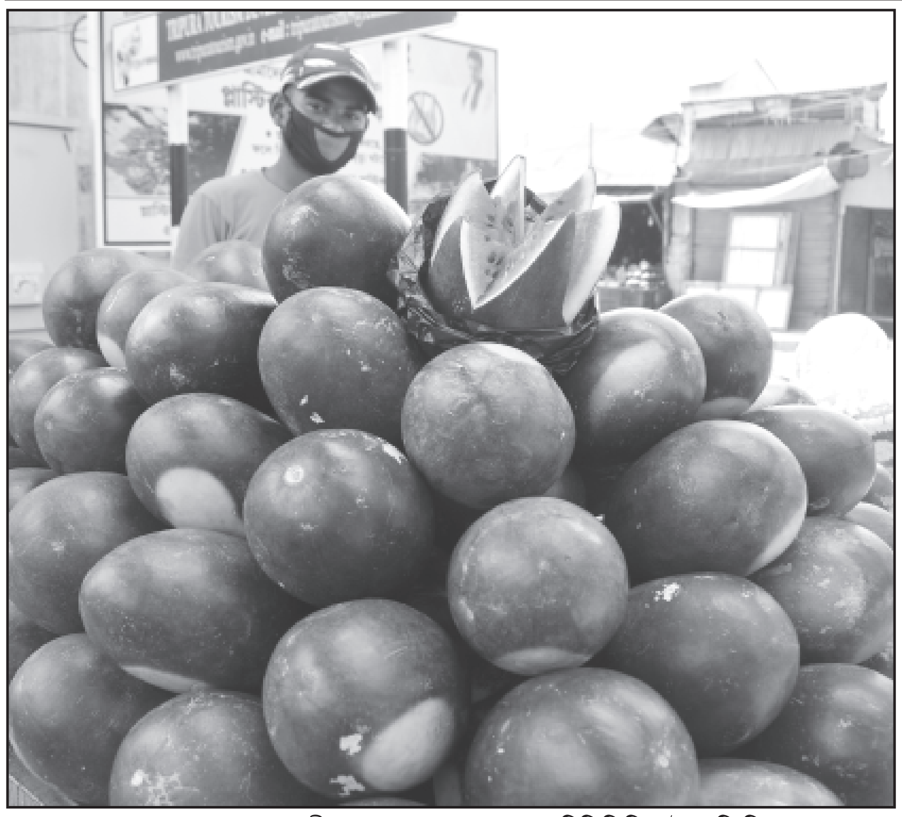
বাজারে তরমুজের আমদানী বাড়লেও ক্রেতার অভাবে বিকিকিনি নেই। ছবি নিজস্ব।

প্রাক্তন মন্ত্রী রতি মোহন জমাতিয়ার জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল।। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী রতি মোহন জমাতিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টা বাইশ মিনিট নাগাদ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। দীর্ঘ রোগভোগের পর তিনি এদিন কুপিলংস্থিত নিজ বাসভবনে প্রয়াত হন। তাঁর মৃত্যুতে বিভিন্ন মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

তিনি বাগমা বিধানভা কেন্দ্র থেকে দীর্ঘদিন বিধায়ক ছিলেন। রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষও ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি রাজ্যের মন্ত্রী পদেও দায়িত্ব পালন করেন। রাজ্য রাজনীতিতে তিনি ভদ্রলোক বলেই পরিচিত ছিলেন। সদা হাস্যমুখ ছিলেন। বরাবরই তিনি সহজ সরল জীবন যাবন করেছেন তিনি। পরোপকারী মনোভাব ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিসেস (কনডাক্টেড) রুলসের ২৩ ধারা কার্যকর করল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল।। রাজ্য সরকারের কিছু সংখ্যক কর্মচারি অনুমোদন ছাড়া সরকারী কাজের বিষয়ে মুদ্রণ ও বৈদ্যতিন সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন বা যোগাযোগ রাখেন। এই ঘটনা সরকারের নজরে এসেছে। ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিসেস (কনডাক্ট) রুলস, ১৯৮৮-এর ৮ ধারা অনুযায়ী এই ধরণের কার্যকলাপ সম্পর্ণরূপে নিষিদ্ধ। তাছাড়া এই আইনের ৯ ধারা অনুযায়ী কোন সরকারী কর্মচারি কোন ধরণের মন্তব্য করতে পারেন না যাতে করে সরকারের গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত বা কার্যকলাপের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিসেস (কনডাক্ট) রুলস, ১৯৮৮ এর ২৩ ধারা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হয়েছে যে কেবলমাত্র সরকারী দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব, ডি জি পি, পি সি সি এফ এবং জেলাশাসক ও সমাহর্তাগণই সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে পারবেন। এই নির্দেশ অমান্য করার বিষয়টি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনগণের সার্বিক কল্যাণ ও সুরক্ষায় কিছু পরিষেবা অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল।। ত্রিপুরা এসেনশিয়াল সার্ভিসেস মেইনটিনেন্স অ্যাক্ট, ২০১৯-এর ৩ ধারা অনুযায়ী জনগণের সার্বিক কল্যাণ ও সুরক্ষা, জনগণের চাহিদা পূরণ, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা রক্ষা, জনগণের জন্য পরিষেবা প্রদানে সরকারী ও বেসরকারী স্তরে নিম্নলিখিত পরিষেবাগুলিকে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। পরিষেবাগুলির মধ্যে রয়েছে দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা এবং প্রতিরক্ষা, সড়ক, বিমান ও জলপথে যাত্রী ও পণ্যের জন্য যেকোন পরিবহণ পরিষেবা, পেট্রোলিয়াম বা পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, গ্যাস, দুধ, জল এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত যেকোন পরিষেবা, জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধান সহ হাসপাতাল এবং ডিসপেনসারি এবং পোস্টমর্টেমের সঙ্গে যুক্ত যেকোনো পরিষেবা, রাজ্যসরকারের সঙ্গে যুক্ত যেকোন সরকারি পরিষেবা, রাজ্য বিধানসভার সচিবালয়ের কর্মচারি এবং হাইকোর্টের অফিসার এবং কর্মচারিগণ, আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, মিউনিসিপাল কাউন্সিল এবং অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সহ শবদাহ এবং মৃত প্রাণীর সৎকারের বন্দোবস্তের সঙ্গে যুক্ত যেকোন পরিষেবা, ব্যাঙ্ক ও অর্থনৈতিক পরিষেবা, বৈদ্যুতিন যোগাযোগ, মোবাইল, টেলিফোন এবং ইন্টারনেট পরিষেবা, পোস্টাল ও ক্যারিয়ার পরিষেবা, পানীয়জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্টন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং খাদ্যশষ্য, ডাল, তেল, মশলা এবং শাকসব্জী সহ খাদ্য সামগ্রী পরিবহণ, ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ ও পরিবহণ, অগ্নি নির্বাপন এবং আপৎকালীন পরিষেবা, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট পরিষেবা, সংশোধানাগার। স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের জন্য ফ্রি ডিজিটাল ক্লাসের প্রস্তুতি রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল।। ডিজিটাল ক্লাস শুরু করতে চলেছে ত্রিপুরা সরকারঊ মূলত, লকডাউন চলাকালীন শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় কোনও রকম ব্যাঘাত না ঘটে, সেই লক্ষ্যেই আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণ করেছে রাজ্য শিক্ষা দফতর।

শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক ভিডিও বার্তায় বলেন, রাজ্যের এমন অনেক ছাত্রছাত্রী রয়েছে যাদের প্রাইভেট টিউটর নেই। ফলে ক্লাস না হওয়ার দরুন এনসিইআরটি সিলেবাস

লকডাউন

অনেকেরই বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। এই সমস্যা দূর করতে সবদিক বিবেচনা করে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে কোচিং দেবেন শিক্ষার্থীদের। সময়সূচি পরে জানানো হবে, জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ঘরে বসেই ছাত্রছাত্রীরা যাতে শ্রেণিকক্ষের অনুভূতি পেতে পারে, এ-জন্যই এই সিদ্ধান্ত। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, ত্রিপুরার সমস্ত অভিভাবক এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

প্রসঙ্গত, লকডাউনের ফলে ছাত্রছাত্রীদের পঠন পাঠনে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। স্কুল যেমন বন্ধ রয়েছে। তেমনি গৃহশিক্ষকরাও লকডাউনের কারণে ছাত্রছাত্রীদের কোচিং দিতে পারছেন না।

উজ্জ্বলা যোজনায় তিনটি সিলিণ্ডার বিনামূল্যে গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাচ্ছে আইওসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল।। করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় চালু হওয়া প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনায় সমস্ত উজ্জলা গ্রাহকদের এপ্রিল, ২০২০ থেকে জন, ২০২০ এর মধ্যে প্রতি মাসে একটি করে মোট তিনটি রান্নার গ্যাস সিলিণ্ডার বিনামূল্যে দেওয়া হবে। এই যোজনা অনুযায়ী প্রথম সিলিণ্ডারের অগ্রিম মূল্য সকল উজ্জলা গ্রাহকদের ব্যাঙ্ক একাউন্টে ডিবিটির মাধ্যমে প্রদান করার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। একটি গ্যাস সিলিণ্ডারের মূল্য বাবদ অগ্রিম অর্থ প্রাপ্তির সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক তাঁর সিলিণ্ডার প্রাপ্তির জন্য এস এম এস বা এজেন্সিতে রক্ষিত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরের মাধ্যমে বুকিং করে তার জন্য নির্ধারিত গ্যাস সিলিণ্ডারটি সংগ্রহ করবেন।

যদি কোন উজ্জলা গ্রাহকের (মহিলা) ব্যাঙ্ক একাউন্ট এবং মোবাইল নম্বর সংশ্লিষ্ট এজেন্সির সঙ্গে আপডেট করা না থাকে তাহলে তাদের অতিস্বত্বর সংশ্লিষ্ট মোবাইল নম্বর এবং ব্যাঙ্ক একাউন্ট নম্বর নিজ নিজ এজেন্সিতে গিয়ে আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় তারা এই নতুন স্কিমের সুবিধা থেকে বঞ্তি থাকবেন। একটি গ্যাস সিলিণ্ডার সংগ্রহের ন্যূনতম ১৫দিন পরে একজন গ্রাহক ইচ্ছা করলে তার দ্বিতীয় সিলিণ্ডারটি নিতে পারবেন। এই সম্পর্কে বিশদে জানার জন্য রাজ্যের সকল উজ্জলা গ্রাহকদের তাদের নিজ নিজ গ্যাস এজেন্সির সাথে ফোনের মাধ্যমে অথবা ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বটতলায় একটি এজেন্সিতে গ্রাহকদের ভীড়। শুক্রবার তোলা নিজস্ব ছবি।

এদিকে, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় বিনামূল্যে গ্যাস সিলিন্ডার দিতে আগেই গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাচ্ছে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন (আইওসি)। শনিবারের মধ্যে ৩.৭ কোটি রান্নার গ্যাস গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে পাঠান হচ্ছে ২৭৮০ কোটি টাকা। তার ফলে সরকারের ঘোষণা মত ওই গ্রাহকেরা তাদের রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার বিনামূল্যে পেয়ে যাবে। এছাড়া যাতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে রান্নার গ্যাসের সরবরাহ গ্রাহকদের কাছে থাকে তার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এপ্রিল-মে মাসে ৫০ শতাংশ বেশি এলপিজি আমদানি করা হবে।

করোনা ভাইরাস অতি মহামারীর কারণে গ্রাহকদের মধ্যে এই গ্যাসের অতিরিক্ত চাহিদা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সরকার ঘোষণা করেছে এপ্রিল মে ও জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় বিনামূল্যে তিনটি গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়া হবে। এই প্রকল্পের যখন কোন সিলিন্ডার ডেলিভারি করা হবে তখন কিন্তু ওই গ্রাহককে সিলিন্ডারের পুরো বাজার দর ডেলিভারি বয়কে দিয়ে দিতে হবে।এইজন্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা মোকাবিলায় অযাচিত ঘোরাফেরা বন্ধে কারফিউ ভরসা ?

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ এপ্রিল।। করোনা সংকট মোকাবিলায় লকডাউন চলছে সারা দেশেই। কিন্তু, সরকারী আদেশের একরকম তোয়াক্কা না করেই মানুষের অযাচিত ঘোরাফেরা ওই সংকট মোকাবিলায় সবচেয়ে বড় বাধা বলেই মনে হচ্ছে। আর তাতে, কারফিউ একমাত্র সমাধান বলেও আজ প্রমাণিত হয়েছে। উদয়পুর মহকুমায় চব্বিশ ঘন্টার কারফিউ বলবৎ করা হয়েছিল। আশ্চর্য্যজনক ভাবে আজ সমগ্র মহকুমা শুনশান ছিল। প্রশাসনের কঠোর অবস্থান সত্বেও সন্ধ্যায় কিছু মহকুমাবাসী বাইরে বেরোনোর দুঃসাহাস দেখিয়েছিলেন। সন্ধ্যায়

জেলা শাসকের অভিযানে চারজনকে পুলিশ আটক করেছে। শুধু তাই নয়, উদয়পুরে করোনা সংক্রমিত কোর এলাকা বলে ঘোষিত জায়গায় প্রতি তিনদিন অন্তর নাগরিকদের বাজারে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে বাজারে যাওয়ার সময় রেশন কার্ড সাথে নিয়ে যেতে হবে। ওই রেশন কার্ডে প্রশাসনের তরফে সিল দেওয়া হবে এবং তিনদিন ওই ব্যক্তি বাজারে যেতে পারবেন না। আজ উদয়পুর মহকুমা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ১৮১ ▫ ১১ এপ্রিল ২০২০ ইং ▫ ২৮ চৈত্র ▫ শনিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

রাজনীতি নয়, চাই ঐক্যবদ্ধ লড়াই

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) ডিরেক্টর জেনারেল ট্রেডস অ্যাডহানম সেব্রেইয়েসুস ভাইরাস নিয়া রাজনীতি বন্ধ করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। করোনা ভাইরাস অতিমারির মোকাবিলায় রাষ্ট্রসংঘের আওতাধীন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ভূমিকা নিয়া মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমালোচনায় কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন হু প্রধান। ট্রাম্প বলিয়াছিলেন যে হু-কে দেওয়া মার্কিন অর্থ সাহায্য বন্ধ করিয়া দিবে ওয়াশিংটন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়া ট্রাম্প বলিয়াছিলেন করোনা যে মহামারী হইতে চলিয়াছে এব্যাপারে তাহাদের সতর্ক করে নাই হু। এমন কি ভুল বার্তাই নাকি দেওয়া হইয়াছিল। হু চিনের হইয়াই কাজ করিতেছে এমন অভিযোগও করেন ডোনাল্ড। হু ডিরেক্টর জেনারেল ট্রেডস স্পষ্ট বলিয়াছিলেন এখন দোষারোপের সময় নয়। দেশকে বাঁচাইতে হইলে এক হইয়া লড়াই করিতে হইবে। ট্রেডস জেনেভায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন 'চিনকে কাঠগড়ায় না তুলিয়া বরং বেজিংয়ের সঙ্গে হাতে হাত মিলাইয়া কাজ করুক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। করোনা ভাইরাসের মতো ভয়ংকর শত্রুকে থামাইতে হইলে একজোট হওয়া সবচাইতে আগে দরকার। দোষারোপ পাল্টা দোষারোপে লাভ কিছুই হইবে না। এখন রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রনেতাদের প্রাথমিক দায়িত্ব হইল তাহাদের নাগরিকদের বাঁচানো। বিশ্ব যখন ভয়ংকর বিপদের মুখে পড়িয়াছে তখন সমস্ত ভেদাভেদ, মতাদর্শগত বিভেদ ভুলিয়া যৌথ ভাবে মোকাবিলা করার নজীর তো ইতিহাসে আছে। হু কর্তা তাহাও স্মরণ করাইয়া দিয়া আরেকটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। ১৯৬৭ সালে স্মলপক্স এর মোকাবিলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের যৌথ পদক্ষেপের ঐতিহাসিক ঘটনাকে আজ স্মরণ করা ও তাহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করাই বড় কথা। সেই সময় এক দশকের এক অভিযান চালায় বিশ্ব রাজনীতির এই দুই চিরশত্রু। যে যৌথ অভিযানের কারণে বিশ্ব হইতে চিরকালের জন্য নির্মূল হইয়া যায় স্মলপক্স। যাহার বার্ষিক বলি হইতেন ২০ লক্ষ মানুষ। করোনার সংক্রমণ ও মৃত্যুর নিরিখে চিন, ইতালি, স্পেনকে ছাড়াইয়া গিয়াছে আমেরিকা। আক্রান্তের সংখ্যা চার লক্ষের বেশী। মৃতের সংখ্যা ছাড়াইয়াছে ১৪ হাজার। এত মৃত্যুর কারণ হিসাবে ট্রাম্প প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তাকেই দায়ী করিয়াছে আন্তর্জাতিক মহল। ট্রাম্প সরকারের নিষ্ক্রিয়তা পরিস্থিতিকে ভয়ংকর করিয়া তুলিয়াছে। এই কথা অস্বীকারের সুযোগ নাই। একটি রিপোর্টে প্রকাশ পাইয়াছে ট্রাম্প সরকার যখন হইতে আন্তর্জাতিক উড়ানে নিষেধাজ্ঞা চাপাইয়াছে তাহারও অনেক আগেই চিন হইতে চার লক্ষেরও বেশী মানুষ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল আমেরিকায়। উহান হইতে সরাসরি উড়ানে আমেরিকায় প্রবেশ করিয়াছিল হাজার দুয়েক। এই জন্যই সংক্রমণ মহামারীর পর্য্যায়ে চলিয়া গিয়াছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট এইজন্য হু -কেই দায়ী করেন। হু সময় মতো সতর্ক করে নাই। বরং চিনের হইয়াই কাজ করিতেছে। ট্রাম্প দায়ী করিয়াছেন হু এর পরামর্শ না মানিয়া তিনি চিনের জন্য আমেরিকার সীমান্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। হু-কে অর্থ সাহায্য বন্ধ করিয়া দিবার হুমকি সংগত না অসংগত তাহা নিয়া বিতর্ক থাকিতে পারে। হু এর ওয়েবসাইটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে শীর্ষ দাতা হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, যাহা কিনা সংস্থার বাজেটের প্রায় ১৫ শতাংশ অর্থ বহন করে। বিতর্ক প্রশ্ন যাহাই থাকুক এই মুহুর্তে রাজনীতি বন্ধ করিয়া সম্মিলিত ভাবে করোনার মোকাবিলায় নামিতে হইবে। কোনও রকম ভেদাভেদ ভুলিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে।

দুর্গাপুরে করোনা আক্রান্ত সন্দেহ মৃত বৃদ্ধ, সংস্পর্শে থাকা ২৭ জন হাসপাতালকর্মীকে পাঠানো হল কোয়ারেন্টাইনে

দুর্গাপুর, ১০ এপ্রিল (হি. স.) : সন্দেহজনক করোনা আক্রান্তের মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল পশ্চিম বর্ধমানের শিল্পাঞ্চলে। মৃত ওই বৃদ্ধ আসানসোলের বাসিন্দা। পেশায় তিনি হাতুড়ে চিকিৎসক। ঘটনার জেরে দুর্গাপুরের এক বেসরকারী হাসপাতালের ২ চিকিৎসকসহ ২৭ জনকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠাল পশ্চিম বর্ধমান জেলা স্বাস্থ্য দফতর।

জানা গেছে, চারদিন আগে জ্বর নিয়ে দুর্গাপুরের এক বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি হন সত্তরোর্ধ আসানসোলের বাসিন্দা ওই বৃদ্ধ। তাঁর হার্টের সমস্যা জনিত রোগ ধরে চিকিৎসা শুরু করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তবে তাদের চিকিৎসায় বৃদ্ধ সাড়া না দেওয়ায় পরে তারা ওই বৃদ্ধকে কাঁকসায় করোনা আক্রান্তদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ওই বৃদ্ধকে করোনা আক্রান্তদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে বৃহস্পতিবার রাতেই তার মৃত্যু হয়। তবে বৃদ্ধ ঠিক কী কারণে মারা যান তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। এদিকে ঘটনার খবর চাউর হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে শিল্পাঞ্চলজুড়ে। ঘটনার পর প্রশাসনিক তৎপরতাও শুরু হয়। এদিন চিকিৎসাধীন দুর্গাপুরের বেসরকারী ওই হাসপাতালের ২ জন চিকিৎসকসহ ২৭ জনকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠায় পশ্চিম বর্ধমান জেলা স্বাস্থ্য দফতর।

লকডাউনে পুলিশদের পাশে মিমি

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (হি স): করোনা আবহে স্তব্ধ শহর।গৃহবন্দী তিলোত্তমাবাসি। কিন্তু শহরকে সঠিকভাবে চালিত করতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ক্রমাগত নিজের কাছে কাজে অবগত রয়েছেন পুলিশরা এবার সেই পুলিশদের পাশে দাঁড়ালেন তারকা সাংসদ মিমি চক্রবর্তী। যাদবপুরের সাংসদ মিমি তাঁর সংসদীয় এলাকায় পুলিশদের খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। তারকা সাংসদ নেতৃত্বে যাদবপুর লোকসভার কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের হাতে জল, বিস্কুট ও কেকের প্যাকেট তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন মিমি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি পোস্ট করে মিমি লিখেছেন ,"করোনা ভাইরাসের জন্য লকডাউন গোটা দেশ। মারণ এই ভাইরাসের মোকাবিলায় লকডাউনকে সফল করতে রাস্তায় নেমে দিনরাত নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন পুলিশ প্রশাসন। আর সেই পুলিশ প্রশাসনের সাহায্যের জন্য আমরা সর্বদা রয়েছি।

একেই গরম। তার উপর প্রাণপাত করে সর্বদা কর্তব্যরত। তাই সমগ্র যাদবপুর লোকসভার কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের জল, বিস্কুট ও কেকের প্যাকেট তুলে দিল আমার লোকেরাআশা করি আপনারা এভাবেই সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন আর সুরক্ষা করতে থাকুন সকলের নিরাপত্তা"।

ফুলবাজার, মিষ্টির দোকান খোলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ বাবুলের

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (হি স): করোনা সংক্রমণে কলকাতায় চলছে লকডাউন।কিন্তু লকডাউনেও মিলছে জরুরী পরিষেবা।আর জরুরি পরিষেবায় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে খুলছে ফুল বাজার মিষ্টির দোকান।কিন্তু ফুল বাজার মিষ্টির দোকান খোলা নিয়ে শুক্রবার টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন আসানসোল বিজেপি সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়।

টুইট করে বাবুল সুপ্রিয় লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গ তোমার জন্য। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ফুল ও পান বাজার, সুইট শপস ইত্যাদির উদ্বোধন করে বাতাসে অসতর্কতার বোধে ছুড়ে দিয়েছে, তখন কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রেরিত ১০০০ টেস্টকিটগুলি অব্যবহৃত অবস্থায় পরে রয়েছে"। পাশাপাশি হাওড়ার ফুলের বাজারের একটি ভিডিও পোস্ট করে বাবুল সুপ্রিয় লিখেছেন, " এটি হাওড়া ফুলের বাজার - আজকে। মমতা সরকার এটি পরিচালনার অনুমতি দিয়েছেন বলে ওদের দোষ দিতে পারি না। একটি রাজ্যের জন্য দুঃখজনক ও বিপজ্জনক পরিস্থিতি "।

বদলে যাওয়া বিশ্বে স্তব্ধ জীবনের জয়গান

প্রদীপ চক্রবর্তী

প্রত্যাশা ছিল নতুন দশক ফেলে আসা দিন বদলে দেবে। মানুষ গাইবে জীবনের জয়গান,যে জয়গান হবে মানুষ মানুষের জন্য। কিন্তু না, হলো না,সব কিছু বদলে গেল,স্বপ্ন থমকে গেল।স্বপ্ন হয়ে দাঁড়াল দুঃস্বপ্নে। মুহূর্তে মুহূর্তে ঝটকায় ঝড়ে পড়ছে প্রান। এতো প্রত্যাশিত ছিল না। যদিও প্রত্যাশা সবসময় পূরন হয় না।এও এক গনিত। বেঁচে থাকার সংগ্রামের নিরন্তর গনিত, গবেষণা।

বিশ্বের প্রত্যাশা ছিল নুতন দশক আসবে পরিবর্তিত রুপে। নুতন ভাবে নতুন রংপে আসবে জাতীয়তাবাদ, সামাজিক মাধ্যম দ্রুত বিস্তার হবে,সমাজ জীবনে নিয়ে আসবে ঝলমলে দিনের সাত রঙা রামধনু।অবসান হবে শরনার্থী স্রোত, সমস্যা র। যবনিকা পাত হতে পারে সিরিয়ার যুদ্ধ।ব্রেক্সিট হয়ে উঠতে পারে পরিবর্তিত রুপ। কিন্তু না, হল না। সবকিছু তছনছ হয়ে গেল বা মিনিটে মিনিটে হচ্ছে তছনছ,একের পর এক প্রান সংহার করে চলেছে ভয়ংকর করোনা। এতো এক নুতন মহামারী।গত এক শতকে বিশ্ববাসী দেখেছে সাত মহামারী আর নুতন দশকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বিস্তার মহামারী। এই মহামারী অব্যাহত।কবে থামবে তার কোন নিশ্চয়তাই নেই, আছে শুধু মুহূর্তে মুহূর্তে দুঃসংবাদ।প্রান ছিনিয়ে নিয়ে চলেছে করোনা।টলমল বিশ্বের মানব সভ্যতা। এর অস্তিত্ব নিয়ে টান ধরেছে,তবু আমরা এখনো লড়াই সংগ্রাম করে আছি, কতক্ষণ থাকব,তার নিশ্চয়তা নেই। আকাশজুড়ে ঘন কালো মেঘ,বজ্রবিদ্যুর দাবড়ানি।কবে শান্ত হবে বিশ্বপ্রান,তাই এখন বড় প্রশ্ন।

দিনটি ছিল ৩১ শে ডিসেম্বর। সন ২০১৯। ঘড়ির কাঁটা তখন দুপুর ১ টা ৩৮ মিনিট। চীনের সরকারি ওয়েব সাইট জানাল নিউমোনিয়া র প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। তবে সেটি অজ্ঞাত। এই নিউমোনিয়ায় মানুষ সংক্রামিত হচ্ছে এবং খুব দ্রুত সংক্রমণ ঘটছে। এর বিশেষ কিছু বিশ্ববাসী জানতে পারেনি বা জানানোও হয়নি তেমন ভাবে। সেই থেকেই শুরু। এখনতো বিশ্বজুড়ে সবির হয়ে পড়া জীবন, বিশ্ব বাসীর ঘড়বন্দী। জীবনের চলার ছন্দ হারিয়ে যাচ্ছে, বলতে বলতে থেমে যাচ্ছে জীবন। সর্বত্র শুধু শূন্যতা, রাস্তাঘাট জনশুন্য, সবকিছু খাঁ খাঁ। নুতন বছর পালনের আলোর রোশনাই সব থেমে গেছে।

২০২০ র প্রথম দিন ১লা জানুয়ারি বেজিং থেকে জানানো হয় এঁরা কিছু সন্দেহ জনক ভাইরাসের নমুনা উহানের সামুদ্রিক খাবারের বাজার থেকে সংগ্রহ করেছে। আরো জানানো হয় যে প্রতিদিন অশুভ সব লক্ষন নিয়ে রোগী আসছেন এবং এরা ভর্তি হচ্ছেন। সরকারী মাধ্যমে সতর্কবার্তা দিয়ে জানানো হয়, বলা হয় যে সবাই যেন সতর্ক থাকেন। এই সতর্কবার্তার পর তাইওয়ান বিষয়টি খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখে। এরা উহান থেকে যেসব উড়ান আসে তার যাত্রীদের পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করে, নজরদারি শুরু করে হংকং ও সিঙ্গাপুর সীমান্তে। বিমানবন্দরেও সতর্কতা নেয়া শুরু হয়।

চীনের বিশিষ্ট চিকিৎসক লি ওয়েনলিয়াং সহকর্মীদের কাছে পাঠানো বার্তায় জানান তিনি সার্সের মত একটি ভাইরাস সনাক্ত করতে পেরেছেন। এই কথা বলে তিনি বিপদে পড়ে যান, তার কাছ থেকে একটি হলফনামা লিখিয়ে নেন।

দশ দিন বাদেই চীনা বিজ্ঞানীরা বলেন নুতন ভাইরাস মারাত্মক। এই ভাইরাস সার্স ও মার্স ভাইরাসের সংমিশ্রণ। ইতিমধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। চীনের বিজ্ঞানীরা কিন্তু ইতিমধ্যেই জেনেটিক সিকোয়েন্সও বের করে গবেষনা শুরু করে। কিন্তু দ্রুত বিস্তার করতে শুরু করে এই ভাইরাস। দেখা যায় সাতদিনের সংক্রমণ দ্বিগুণ হয়ে চলেছে। করোনায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন চিকিৎসক লি ওয়েনলিয়াং।

কিন্তু অবাক কান্ড প্রায় দশদিন ধরে চিন কোন তথ্য জানায়নি। বরং তাঁরা নীরব ছিল। যখন জানাজানি শুরু হয় ততদিনে এটি মারাত্মক আকার ধারণ করে। লন্ডনে ডাকা হয় সম্মেলন। বলা হতে থাকে বৃটেনে সংক্রমণের ঝুঁকি প্রায় নেই।

বেজিং বলতে শুরু করে ভাইরাস মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায়না। বা তাদের কাছে এমন প্রমানও নেই। সিনহুয়া জানায় এই করোনা ভাইরাস মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায়না। কোন চিকিৎসক এতে আক্রান্তও হননি।

বেজিং তাই বলতে থাকুক উহান প্রদেশে মারনব্যাধির বিস্তার লাভ করতে থাকে। হাসপাতালে রোগীদের ভীড় উপচে পড়তে থাকে। দেখা যায় যাদের সিফুড মার্কেটর সাথে সম্পর্ক নেই তাঁরাও এই ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে ভর্তি হয়েছেন।

২০ শে জানুয়ারি চীনের সরকারি টেলিভিশন সম্প্রচারে বলেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বিস্তার মানুষের সংস্পর্শেও হয়। কয়েক জন রোগী তাঁরা পেয়েছেন। এই সম্প্রচারের পর বিশ্ব অবাক হয়ে দেখল ভাইরাস সংক্রমণ দ্রুত বিস্তার লাভ করছে,জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, বেজিং, সাংহাইয়ে করোনা ছড়িয়ে পড়েছে। ততক্ষণে উহানের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। হাসপাতালে র সামনে দীর্ঘ লাইন। সবাই সংক্রামিত।

ডোনাল্ড ট্রাম্প করোনা নিয়ে প্রথম জানতে পারেন যেদিন এক মার্কিন যুবক জ্বর নিয়ে উহান থেকে ফেরেন সেদিন। উহান থেকে ফিরেই সে ওয়াশিংটন হাসপাতালে ভর্তি হন।

ইতিমধ্যেই এটি ভয়ংকর ভাবে বিস্তার লাভ করতে থাকে।উহানেই ২৫ জনের মৃত্যু হয়। সনাক্ত হয় প্রায় একহাজার। ইউরোপ জুড়ে যখন ছড়িয়ে পড়তে থাকে তখন চিনের প্রেসিডেন্ট পরিসিতির ভয়াবহতার কথা স্বীকার করতে বাধ্য হন।করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন চিকিৎসক লিয়াং উডং। তিনি প্রথম চিকিৎসক যিনি করোনায় প্রান হারান। ওই সময় কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প করোনা নিয়ন্ত্রণে থাকার কথা বলেন। ৩১ শে জানুয়ারি অর্থাৎ ভাইরাস সংক্রমণের ৩১ দিন। ততদিনে চীনে ২৫৮ জনের মৃত্যু হয়। সংক্রামিত হয়ে পড়ে প্রায় ১২ হাজার। তাও আবার চীনেই। ভয়াবহতা আঁচ করে ওয়াশিংটন চীনাদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

চীনে কিন্তু আক্রান্ত র সংখ্যা যেমন বাড়তেই থাকে তেমনি মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হয় ৪৩০ জন। ম্যানিলায় শুরু হয় মৃত্যু।

যখন দ্রুত বিস্তার বাড়ছে তখন হু বলে এই বিস্তার ধীরগতির। কিন্তু লি ওয়েনলিয়াং, তিনি প্রথম ভাইরাসের কথা বলেছিলেন তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে সর্বত্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবু ডোনাল্ড ট্রাম্প বলতেই থাকেন সব ঠিক হয়ে যাবে। গরমে আর সমস্যা থাকবেই না। অদ্ভুত সব ব্যাপার।

১৯ শে ফেব্রুয়ারি আরো অনেক লোক আক্রান্ত হয়ে পড়েন। দক্ষিণ কোরিয়া, ইরানের পর গোটা বিশ্বে সংক্রামিতের সংখ্যা ৮০ হাজারের বেশি পৌঁছে যায়। চীনের পর ইতালী লকডাউন করে। ৬ ই মার্চ জানানো হয় ইতালিতে প্রতিদিন গড়ে ১২০০ আক্রান্ত হচ্ছেন।

১১ ই মার্চ ট্রাম্প ঘোষনা করতে বাধ্য হন যে যুক্তরাষ্ট্র সংক্রমন রোধে আগ্রাসী ব্যবসা নিচ্ছে। ততদিনে বিশ্বজুড়ে আক্রান্ত প্রায় ২ লাখের বেশি। ইতালিতে একদিনে ১৬৮ জনের মৃত্যু হয়। ভয়াবহতা দেখে হু করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বিস্তার কে মহামারী হিসাবে ঘোষনা করে। যুক্তরাজ্যে লকডাউন করাহয়। সীমান্ত বন্ধ করে দেয় ইউরোপ। ইতালিতে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা ৫০৯র কাছাকাছি দাঁড়ায়। ১৭ ই মার্চ পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে আক্রান্ত ১ লাখ ৬৫ হাজার। ২৩ শেষ মার্চ আক্রান্ত র সংখ্যা দাঁড়ায় ৩ লাখ ৮০ হাজারের মতো। স্পেনে একদিনে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০০। মাত্র সাতদিনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি করোনা রোগী সনাক্ত হয়।

আমাদের দেশে ও বাড়তেই থাকে আক্রান্ত। তিন সপ্তাহের লকডাউন ঘোষনা করা হয়েছে। ১৫ ই পর্যন্ত থাকবে। তবে এর মেয়াদ বাড়তে পারে বলে আভাস।

জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী এখন পর্যন্ত বিশ্বে আক্রান্তদের সংখ্যা ১৫ লাখের উপর। আজ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে প্রায় এক লাখের কাছাকাছি। ইতালিতে মৃত্যু হয়েছে ১৭,২২৭ জনের। তবে আশার কথা আক্রান্ত হওয়ার পর সুস্থ হয়েছেন ৩ লক্ষ তিন হাজারের বেশি মানুষ।

বিশ্ব এখন বলা চলে প্রায় লকডাউনে। ব্যস্ত জীবন প্রায় স্তব্ধ। জীবন অনিশ্চিত। কখন করোনা কাকে থাবা বিস্তার করবে তাও অনিশ্চিত। বিশ্ব বাসী কবে আবার সমন্বিত কণ্ঠে জীবনের জয়গান গাইবে ? **(তথ্য কৃতজ্ঞতা : নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট ও হপকিনস ইউনিভার্সিটি)**

ও প্রেমিক ছিল না, ক্রিমিনাল ছিল

সোহিনী সেন

অ্যাসিড বিক্রি খোলা বাজারে বন্ধ করতে তৎপর হচ্ছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলি। কিন্তু এতে মানসিকতার কতটা পরিবর্তন হবে?

যে মারে তার মানসিকতা বদলের যেমন প্রয়োজন, যে বিক্রি করতে তারাটাও বদলের সমান প্রয়োজন। প্রথমটা অতটাও আমাদের হাতে নেই, যতটা না দ্বিতীয়টা। খোলা বাজারে অ্যাসিড বিক্রি ব্যানের অর্ডার দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ছ'বছর হল, বন্ধ আর হয়েছে কই? এই হুট করে একটা -দুটো দোকান বন্ধ হয়ে গেল, একজন-দু'জন শাস্তি পেল, এভাবে মনে হয় পুরোটা সলভ্‌ড হবে না। আমরা আজও সবঅই অ্যাসিড কিনি, কোনও ডকুমেন্ট দিই না।

সম্প্রতি কলকাতায় একটা অ্যাসিড অ্যাটাকের ঘটনা ঘটেছিল। তো আমরা যখন ছুটে যাই সেখানে, তখন পুলিশও একই কথা বলল। আপনারা কনজিউমানর ফোরাম যান। বা স্ট্রিক্ট অর্ডার নিয়ে আসুন যাতে আমরাও কাজ করতে পারি। আমরাও গিয়ে বলতে পারি। তাই আমরা কোর্ট থেকে কোন অর্ডার বের করানোর চেষ্টা করছি। লিস্ট করে থানা ওয়াইজ অর্ডার সার্কুলেট করার পরিকল্পনা রয়েছে। বিনা লাইসেন্সে অ্যাসিড বিক্রি করা বা কোন যায় না। এ বিষয়ে অনেকেই ওয়াকিবহাল নয় তাই-ই অ্যাসিড সহজলভ্য এত। নিতান্তই কেনার হলে প্রপার লাইসেন্স আর ডকুমেন্ট দিয়ে কেনা হোক—এগুলো সম্বন্ধে সচেতনতা তৈরির উদ্যোগ নিচ্ছি আমরা, আমাদের ছোট্ট সংগঠন চিৎকার। কারণ যে লিগ্যালি কিনবে প্রপার প্রসিডিওর মেনে সে জানবে কোনও ভুল পদক্ষেপ করলে তার ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তাই প্রবণতাটাও কমে আসবে। এখনও দোকানে দোকানে সার্ভে করার কাজ শুরু হয়নি আমাদের। ২০১৩ সালে পাশ হওয়া ৩২৬(এ) ধারায় অ্যাসিড আক্রমণকারীর ন্যূনতম ১০ বছরের জামিন-অযোগ্য কারদণ্ডের কথা বলা হয়েছে। এমনকী, সর্বোচ্চ যাবজ্জীবনও হতে পারে। বিষয়টা কতটা ফলপ্রসূ? কারণ সাজার মেয়াগ ফুরলেই তো হুমকি পাচ্ছেন সার্ভাইভার। এরকম একটা আইন পাশ হয়েছিল বটে। কিন্তু কিস্যু হয় না। আমাদের এখন যা পরিস্থিতি, তাতে ১০ বছর জেল কাটানো তো দূরের কথা, তার সাজা-ই হচ্ছে না। আমার কেসটাই ধরুন। ঘটনাটা ২০১৫-র মূল অভিযুক্ত দীর্ঘ দু'বছর ধরাই পড়েনি। ধরা পড়ে জেল কাস্টডির পর প্রথম যেদিন বারুইপুর আদালতে পেশ করার কথা ছিল, সেদিন গিয়ে জানতে পারি যে আগের দিন অলরেডি ওকে জামিনে বের করিয়ে নেওয়া হয়েছে। আমাদের জানানোরও হয়নি। একমাস মাত্র পুলিশ কাস্টডি-তে ছিল। তারপর কোর্টে প্রোডিউস করার সময় এই ঘটনা, বুঝুন প্রথম যেদিন কোর্টে তোলা হবে সেদিন গিয়ে অপোজ করলে জামিনটা তবু আটকানোর সম্ভাবনা থাকত। আমাদের যেদিন ডেট দেওয়া হয়, সেদিন আমরা দাঁড়িয়ে আছি কোর্টে। বেলা ১১টায় পৌঁছে যাই। যদিও পরে আমাকে বাড়ির লোকেরা ঘরে পাঠিয়ে দেয়। সাড়ে ১২টা পর্যন্ত এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে সবাই, কোথায় কী হবে বোঝা যাচ্ছে না। তারপর আমাদের জানানো হল যে, আগের দিনই ওর জামিন হয়ে গিয়েছে। এটা আমাদের প্রথম ধাক্কা। অভিযুক্ত এতে বড় একটা ক্রাইম করেছে, আর ধরতেও লেগে গিয়েছে দু'বছর। এদিকে আমরাই কি না বোকাটা বনলাম। এই উত্তরটা আমাকে আজও কেউ দিতে পারল না যে আমাদের কেন ভুল ডেট দেওয়া হল। ২০১৫ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত বাকি যারা করেছে তারা ধরা পড়েছিল, মানে ওই চার-পাঁচজনের মতো, তারা জামিনও পেয়ে গিয়েছে।

মাঝে অবশ্য ও ফোন করত। ফেসবুক, মেসেঞ্জারে হুমকি দিত। মেসেঞ্জারে থ্রেট মানে কাজের জন্য একটুও লজ্জিত নয়।

আর লজ্জা। সেই সময় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাকে উত্যক্ত করতে ও। বলত যা হয়ে গিয়েছে ছেড়ে দাও। ফিরে এসো। আমি তোমার সঙ্গে সংসার করার জন্য এটা করেছি। আমার কাছে কোনও রাস্তা ছিল না। কতজন ছেলে তোমার মুখের অ্যাটাক করব? তার চেয়ে তোমার মুখটাই নষ্ট করে দিই। তাই রাগ থেকে ওরকম করেছিলাম।

আশ্চর্য এটা আবার একজন ফলাও করে বলছেও এদিকে এতটা অ্যাক্টিভলি সোশ্যাল মিডিয়ায় রয়েছে, অথচ অ্যাকাউন্ট ট্র্যাক করে তাকে ধরাও যাচ্ছে না?

আমি এসব লালবাজার পুলিশ ক্রাইম ব্রাঞ্চ, জয়নগর পুলিশ, বারুইপুর এসডিপিও -তে জানাই, ওকে ট্র্যাক করে পুলিশ দু'বার সুরাটেও যায়। তারা শেষ অবধি তাদের চেষ্টা থামায়নি। কিন্তু ও কোনওভাবে খবর পেয়ে সেখান থেকেও পালিয়ে যায়। বাইক ছোটায়। হাসাহাসি করতে করতে যায়। আমি গেলে বেশি করে যাতায়াত করে যাতে আমি দেখতে পাই। বউ নিয়ে, বন্ধুবান্ধব নিয়ে। আমাকে নিয়ে মজা ওড়ায়। এবার এসব নিয়ে আমি সেকও করতে পারব না। কেনও এভিডেন্স নেই যেহেতু।

কিন্তু ৩২৬ (এ) তো নন-বেইলেব্‌ল আর (বি)....

দেখুন আমার ৩২৬ (এ) আর (বি) দুটোই রয়েছে। (এ) মামলার ট্রায়াল যতদিন না হবে, ততদিন এভাবেই থাকতে হবে। কারণ, প্রত্যেক অপরাধীর স্বীকৃতি রয়েছেন জামিন আপিল করার। এটা তো কোর্টের নিয়ম।

আপনার ঘটনাটা প্রকাশ্যে আসে কীভাবে?

মনীষা পৈলান ঠিক ওই সময়ে 'খবর' হয়নি সেভাবে। চার-ফাঁচদিন কি দশ-বারো দিন এসে স্টপ হয়ে গিয়েছে। তাও আবার কেমন খবর? না, কেউ লিখেছে বিয়ে করে সংসার করতে চায়নি, কেউ লিখেছে বিয়ে করে সংসার করতে করতে অন্যজনের সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে গিয়েছে, কেউ বলেছে মেয়েটির চলনবলন ভাল না। পলে বহু ছেলের সঙ্গে সম্পর্কও ছিল হয়তো। মিডিয়া কী করবে আর? তারা যেমন শুনেছে তেমন ছেপে দিয়েছে। সেই খবরগুলোয় ইনফরমেশন ঠিক ছিল না। আসলে এরকম ঘটনা ঘটলে কোনও মিডিয়া চট করে আক্রান্তের কাছে পৌঁছতে পারে না। বা পৌঁছতে দেওয়া হয় না। এবার মিডিয়ার তো কভার করার দরকার হয়। সে কী করে? গ্রামের কাছে বা আশপাশের বন্ধুদের কাছ থেকে নিয়ে যে-স্টোরিটা পায়, সেটাই ছেপে দেয়। আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। তবে আমি আশাবাদী যে এর সঠিক বিচার হবে একদিন। এবং এই সত্যিটাও প্রকাশ্যে আসবে যে—ছেলেটি আসলে প্রেমিক ছিল না, ক্রিমিনাল ছিল।

তারপর? আমার ঘটনাটা ২০১৫ সালেবর। ২০১৬-এর ৮ মার্চ আমার রুমমেটরা প্ল্যাকার্ড নিয়ে একটা ভিডিও করার পরামর্শ দেয়। আমারা রুমে বসেই মোবাইল ফোনে ভিডিওটা করি। কী কী হয়েছিল আমার সঙ্গে সেটা

তারপর তো ২০১৭-র অক্টোবর নানাদ হঠাৎ করে ধরা পড়ে গেল। আমার মনে হয়েছিল এটা সাজানো ঘটনা, ধরা পড়েনি হয়তো, ধরা দিয়েছে।

অর্থাৎ একটা অ্যাসিড অ্যাটাকার এখন বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

হ্যাঁ একদম। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করছে। ও কারখানা করেছে একটা বিয়েও। এবার তো গ্রামের মানুষ বুঝুক যে ওর আদতে একটা মেয়েমানুষ-এর প্রয়োজন ছিল, মনীষা-র প্রয়োজন ছিল নাঙ। ওর এখটা খিদে ছিল, জেদ ছিল। সেটাকে মিটিয়ে নিয়েছে।

আমার একই পাড়ায় থাকি। ও এখনও আমকে মেন্টালি টর্চার করে আমার বাড়ির সামনে দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করে। জোরে নন-বেইলেব্‌ল কেস, সবাই জানে। তারপরে বারুইপুর আদালতের ঘটনাটা তো বললামই। এরপরও এফ আই আর করা হয়েছে। ওর বিরুদ্ধে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে। আমি জানতেও পারিনি। এবং আবারও জামিনে ছাড়ে দেওয়া হয়েছে ওকে। সেটাও আমি জানতে পারিনি।

যতদিন না কোর্ট আবার ওকে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট দেবে, ততদিন এরকমই লাইফ লিড করবে। মানে ও যে অভিযুক্ত তার মানে কী? সেটা তো প্রুফ-ই হয়নি। ওকে অভিযুক্ত প্রমাণ করতে আমাদের আবারও মামলা দায়ের করার ব্যাপার থেকে যাচ্ছে। আর মামলা দায়ের আমরা তখনই করতে পারব যখন ও আবার আমাকে হুমকি দেবে এবং আমি প্রমাণ -সহ তা তুলে ধরতে পারব। নইলে এই আলাদা আলাদা প্ল্যাকার্ডের লেখায় তুলে ধরি। এবং আমি যে মুখ থেকেঢাকা সরিয়ে। ফেসবুকে আপলোড করে দিই রাতে। তারপর যে যার মতো ঘুমিয়ে পড়ি।

পরদিন দেখি, ভাইরাল হয়েছে ভিডিওটা। মিলিয়নস শেয়ার হয়েছে। অর্থাৎ, বহু মানুষ বিষয়টাকে পজিটিভলি নিয়েছে। ফলে আমার আত্মবিশ্বাস একধাক্কায় অনেকটাই বেড় যায়। শুধু কলকাতা নয়, মুম্বাই, দিল্লি, দেরাদুন সব জায়গায় মিডিয়া ও টিভি চ্যানেল আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে কাজ করে কাজকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে। তখন মনে হল, এর'ম হয়? আমিও তাহলে কিছু পারি? আমাকে তো তাহলে আরও অনেক কাজ করতে হবে। **(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)**

শুক্রবার আগরতলায় দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

করোনা আক্রান্ত রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের শঙ্কা, বিজিবির টহল জোরদার

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ১০।। মিয়ানমার সীমান্ত পেরিয়ে আবারো দলে দলে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আসবে বলে আশঙ্কা করছেন কক্সবাজারের বাসিন্দারা। রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উখিয়া ও টেকনাফ সীমান্তের কয়েকটি পয়েন্টে স্থানীয়রা রাত জেগে পাহারা দিতে শুরু করেছেন।

শুক্রবার টেকনাফের হোয়াইক্যং ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি হারুনর রশিদ সিকদার এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, নাফ নদীতে মাছ শিকারে যাওয়া জেলেদের মাধ্যমে এলাকাবাসী জানতে পারে, ১০ থেকে ১২ জন রোহিঙ্গা একটি নৌকায় নাফ নদী পার হয়ে বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশ করেছে। জেলেরা রোহিঙ্গাদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারে, তারা চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশে আসছে। আরও অনেকে অনুপ্রবেশের অপেক্ষায় আছে।

মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড পুলিশ (বিজিপি) তাদের বাধা দিচ্ছে না।এই তথ্য জানার পরে স্থানীয়রা মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে গ্রামবাসীদের জড়ো করেন। পালংখালী ইউনিয়নের আনজুমান পাড়া, রহমতের বিল, ধামনখালী ও বালুখালী এবং টেকনাফের উলুবনিয়া ও খারাইংগাঘোনা সীমান্তে রাতভর পাহারা দেন গ্রামের শত শত মানুষ, বলেন হারুনর রশিদ সিকদার। পালংখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এম. গফুর উদ্দিন চৌধুরী একই তথ্য জানান। তিনি বলেন,আনজুমান পাড়া সীমান্তের ওপারে মিয়ানমারে কয়েক শ রোহিঙ্গাকে অবস্থান করতে দেখে বাংলাদেশের জেলেরা। তাদের মাধ্যমে জানা যায়, করোনা আক্রান্ত রোহিঙ্গারা অনুপ্রবেশের অপেক্ষায় আছে। তারা চিকিৎসার জন্য উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আসতে চাচ্ছে। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে শত শত মানুষ জড়ো হয়ে সীমান্তে অবস্থান নেন।

পালংখালী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সুলতান আহমদ বলেন,আমরা জানতে পেরেছি, মিয়ামনার থেকে করোনায় আক্রান্ত শতাধিক রোহিঙ্গা পরিবার উখিয়া ও টেকনাফ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের অপেক্ষায় আছে।

হোয়াইক্যং ফাঁড়ির ইনচার্জ পুলিশের উপপরিদর্শক মশিউর রহমান বলেন, পুলিশ এ বিষয়ে খুবই সতর্ক রয়েছে।

কক্সবাজারে বিজিবি ৩৪ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল আলী হায়দার আজাদ আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, উখিয়া সীমান্ত দিয়ে রোহিঙ্গাদের একটি দল বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছে এমন তথ্য শুনেছি। আঞ্জুমানপাড়া সীমান্তে বিজিবি সতর্ক অবস্থানে রয়েছে এবং টহল জোরদার করা হয়েছে। নতুন করে কাউকে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

করোনার ভ্যাকসিন বের না হওয়া পর্যন্ত সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দের

হাটশিঙিমারি (অসম), ১০ এপ্রিল (হি.স.) : যতদিন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন বের হচ্ছে, ততদিন নিজেদের সুস্থ রাখার খাতিরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। নিজে এবং অন্যকে সুস্থ রাখতে এজন্য সকলকে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে আবেদন জানান তিনি। সতর্ক করে বলেন, কেউ যাতে সরকারের বেঁধে দেওয়া নিয়ম ভঙ্গ না করেন, নইলে কড়া আইনি পদক্ষেপের সম্মুখিন হতে হবে।

মহামারি করোনা ভাইরাসের প্রকোপের জেরে গোটা রাজ্যে লকডাউন চলছে। এমতাবস্থায় শুক্রবার নিম্ন অসমের দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলায় করোনা মোকাবিলায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা ইত্যাদির খোঁজখবর খতিয়ে দেখতে হাটশিঙিমারি এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। তিনি জেলা সদর হাটশিঙিমারিতে জেলাশাসকের কার্যালয়ের সভাকক্ষে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দফতরের পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে পর্যালোচনা সভা করেছেন।

আজ বেলা প্রায় একটা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টারে মানকাচরের অসম-মেঘালয় সীমান্তে রামভোলাপাড়ায় অস্থায়ী হেলিপ্যাডে অবতরণ করেন। সেখান থেকে তিনি সোজা চলে যান জেলাশাসকের অফিসে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুরী। জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য সম্পৃক্ত কর্মীদের সঙ্গে প্রায় আধ ঘণ্টা আলোচনা করেন। করোনা ভাইরাস এবং লকডাউনের জেরে সৃষ্ট সর্বশেষ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তিনি।

এর পর সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, লকডাউনের সময় সব নিয়ম মেনে চলা বাধ্যতামূলক। লকডাউন সংক্রান্ত সরকারের নির্দেশ ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মহামারি করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যাঁরা দিনরাত এক করে চলেছেন সেই সব ডাক্তার, নার্স, পুলিশ, স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারীদের আন্তরিকতার সঙ্গে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একইভাবে লকডাউনের সময় যে সব প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার সাধারণ মানুষকে সুবিধা দিয়ে আসছে, সেই সব সুবিধা নিতে সংশ্লিষ্টদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার আহ্বান জানান তিনি। বিভিন্ন জায়গায় ব্যাংকে সরকারি টাকা তুলতে গিয়ে অনেকে লকডাউন লঙ্ঘন করছেন বলে উদ্বেগ প্রকাশ করে ভবিষ্যতে এভাবে সামাজিক দূরত্ব অমান্য না করার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল।

এদিকে মানকাচর-সহ বিভিন্ন জেলায় সমবায় সমিতির হকাররা সুবিধাভোগীদের ৫ কেজি চালের জায়গায় মাত্র ৪ কেজি চাল বিলি করছে অভিযোগ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যারা এ ধরনের কুকর্মের সঙ্গে জড়িত তাদের কাউকে ছাড়া হবে না। জেলাশাসকের সঙ্গে কথা বলে এদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার জনসাধারণকে চিকিৎসার জন্য অথবা অন্য যে কোনও কারণে পার্শবর্তী রাজ্য মেঘালয়ে যেতে হয়। তার কারণ এখান থেকে গুয়াহাটি বা দেশের অন্যান্য জায়গায় যাওয়ার অন্য কোনও বিকল্প পথ নেই। তাই লকডাউনের সময় জেলার রোগীরাও জরুরিকালীন অবস্থায় চিকিৎসার জন্য গুয়াহাটি যেতে পারছেন না। কেননা, সপ্তাহ দুয়েক আগেই মেঘালয় সরকার বহিঃ রাজ্যর লোকজনকে সে রাজ্যে ঢুকতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিগোচর করলে তিনি বলেন, জেলা প্রশাসন, ডাক্তার এবং অন্য অফিসাররা বিষয়টি তাঁকে অবগত করেছেন। বিষয়টি নিয়ে মেঘালয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের পথ বের করার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এখানে মধ্যাহ্ন ভোজন করে মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল বেলা দুটো ১৫ মিনিট নাগাদ ফের হেলিকপ্টারে গোয়ালপাড়ার উদ্দেশে রওয়ানা হন।

কোভিড-১৯ মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদারের আহ্বান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ১০।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোভিড-১৯ মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদারের আহ্বান জানিয়েছেন। মারাত্মক করোনাভাইরাস সংক্রমণরোধে বাংলাদেশে চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য বেইজিংকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক চিঠিটিতে তিনি এই আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম এতথ্য জানিয়ে বলেন, চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী এই মারাত্মক রোগ মোকাবেলার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানোর এবং এই অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশ্ব নেতৃত্বকে পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে প্রেসিডেন্ট শি'র প্রতি আহ্বান জানান।প্রধানমন্ত্রী এই মহামারি মোকাবেলায় বাংলাদেশকে সহযোগিতা করায় এবং চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ করায় চীন সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি চীন সরকার, জনগণ এবং সেদেশের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের প্রতি বাংলাদেশে বিপুল পরিমান টেস্টিং কিট, মাস্ক, পিপিই এবং ইনফ্রারেড থার্মোমিটার প্রদান করায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জ্যাক মা ফাউন্ডেশন এবং আলিবাবা ডটকমকে করোনা মোকাবিলায় চিকিৎসা সামগ্রী দেওয়ায় ধন্যবাদ জানান।এই বৈশ্বিক সংকটে চীন সরকার এবং জনগণ বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলেও শেখ হাসিনা দৃঢ় আস্থা ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, চীনের এই সহযোগিতা রোগ সনাক্তকরণ এবং আমাদের চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিতদের সুরক্ষা প্রদানসহ অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যাবে।করোনাভাইরাস মোকাবেলায় চীনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এবং সাফল্যের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমগ্র বিশ্বের কাছে চীন একটি নজির সৃষ্টি করেছে এবং বাংলাদেশও চীনের অভিজ্ঞতা থেকে শিখছে।

করোনায় চিকিৎসক, নার্সদের জন্য মুম্বইতে নিজের হোটেলের দরজা খুলে দিলেন সোনু সুদ

মুম্বই, ১০ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা যুদ্ধে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া চিকিৎসক, নার্সদের সেবায় এগিয়ে এলেন "দাবাং " অভিনেতা সোনু সুদ। এই সঙ্কটের সময় করোনায় কর্মব্যস্ত আক্রান্তদের চিকিতসা করতে যে চিকিৎসক, নার্সরা দিনরাত এক করে দিচ্ছেন, তাঁদের জন্য মুম্বইতে নিজের হোটেলের দরজা খুলে দিলেন সোনু সুদ।

মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গা থেকে চিকিৎসক, নার্সরা মুম্বইতে হাজির হয়ে রোগীদের চিকিৎসা করছেন, সেবা করছেন তাঁদের কেউ কেউ সময়ের অভাবে বাড়ি ফিরে ন্যূনতম অবসরও নিতে পরছেন না। ওইসব চিকিৎসক এবং নার্সরা যাতে বিশ্রাম করতে পারেন, সেই কারণে তাঁদের জন্য নিজের হোটেলের দরজা খুলে দিয়েছেন "দাবাং " অভিনেতা।

ইতিমধ্যেই বিভিন্ন হাসপাতালকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। সেখানকার চিকিৎসক এবং নার্সরা যাতে তাঁর হোটেলে হাজির হয়ে বিশ্রাম নিতে পারেন, সেই ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করে দিয়েছেন বলে জানান বলিউডের এই অভিনেতা।

কোলকাতায় আটকে পড়া ৩৮ বাংলাদেশী দেশে ফিরেছেন

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ১০।। কোলকাতায় আটকে পড়া ৩৮ জন বাংলাদেশী নাগরিক শুক্রবার দেশে ফিরেছেন।এ নিয়ে গত আট দিনে ৩ শ ৯৮ জন আটকে পড়া বাংলাদেশী পাসপোর্ট ধারী যাত্রী ভারতের পেট্রাপোল ও বাংলাদেশের বেনাপোল ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে দেশে ফিরেছে। কোলকাতা উপ-হাইকমিশনের কন্স্যুলার মো. বশির উদ্দিন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, এদের বেশীরভাগকেই স্থানীয় কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। ভারত সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে তারা নিজ দায়িত্বে ফিরেছেন। কোলকাতা উপ-হাইকমিশন এ ব্যাপারে সব ধরণের সহায়তা দিয়েছে।

ফিরে যাওয়া বাংলাদেশী নাগরিকদের নিরাপদে থাকার জন্য বেনাপোল পৌর কমিউনিটি সেন্টারে বিশেষ ব্যাবস্থায় একটি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার খোলা হয়েছে। ভারত থেকে যারা ফিরছেন তাদের সবাইকে এই সেন্টারে রাখার ব্যাবস্থা করা হয়েছে। সেই ভিত্তিতে গত সাত দিনের ফেরা বেশিরভাগকেই স্থানীয় কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে।তবে শুক্রবার ফেরা ৩৮ জনকে বেনাপোলের কোয়ারেন্টাইনে স্থান সংকুলান না হওয়ায় যশোরের ঝিকরগাছার গাজির দরগাহ মাদ্রাসার কোয়ারেন্টাইনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশে জল ভেবে স্যানিটাইজার খেয়ে অসুস্থ এক জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক

অনন্তপুরম, ১০ এপ্রিল (হি.স.) : অন্ধ্রপ্রদেশে জল ভেবে স্যানিটাইজার খেয়ে অসুস্থ এক জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক। শুক্রবার সকালে অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুরম জেলার জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক অসাবধানতাবশত হ্যান্ড স্যানিটাইজার খেয়ে ফেলেন। তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ।

দেশজুড়ে কোরানা মোকাবিলায় লকডাউনের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই চাপে প্রশাসনিক কর্তারা। ইতিমধ্যেই কোরানা থাবা বসিয়েছে প্রায় সব রাজ্যেই। অন্ধ্রপ্রদেশে কোরোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৩৪৮ জন। এর মধ্যে অনন্তপুরম জেলায় আক্রান্ত ১৩ জন । কোরোনার সংক্রমণে রাজ্যের ৪টি মৃত্যুর মধ্যে দু"টিই অনন্তপুরম জেলার। এই পরিস্থিতিতে প্রচণ্ড চাপে নাওয়া-খাওয়ার সময় পাচ্ছেন না স্বাস্থ্য আধিকারিক থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রশাসনিক কর্তারা। এই অবস্থায় আজ সকালে জল খেতে গিয়ে অসাবধানতাবশত হ্যান্ড স্যানিটাইজার খেয়ে ফেললেন জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক। বিষয়টি নজরে আসতেই তড়িঘড়ি পরিবারের সদস্যরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

অসমে বাড়তে পারে লকডাউনের সময়সীমা, ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রীর

গোয়ালপাড়া (অসম), ১০ এপ্রিল (হি.স.) : অসমে বাড়তে পারে লকডাউনের সময়সীমা। এক ইঙ্গিত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। শুক্রবার বিকেলে গোয়ালপাড়া জেলায় করোনা মোকাবিলায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা ইত্যাদির খোঁজখবর খতিয়ে দেখতে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলা প্রশাসনের সঙ্গে পর্যালোচনা সভার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। তখন লকডাউনের সময়সীমা বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে কি না সাংবাদিকের এক প্রশ্নের উত্তরে এ রকম এক ইঙ্গিত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল।

জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'করোনা ভাইরাসের কোনও প্রতিষেধক বা ওষুধ বের হয়নি। তাই আমাদের সকলকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলতেই হবে। আগামীতে আমাদের কীভাবে এগোতে হবে তা আপনারা এ থেকে অনুমান করতে পারবেন।' সর্বাবস্থায় সকলকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, আজ বিকেল প্রায় তিনটা নাগাদ খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল জেলার সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা এসেছিলেন। তাঁরা প্রথমে শহরের তিনটি কোয়ারেন্টাইন ক্যাম্প পরিদর্শন করে সকলের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছেন। এর পর জেলাশাসকের সভাকক্ষে প্রশাসনের সঙ্গে পর্যালোচনা সভায় বসেন। সভায় ছিলেন পশ্চিম ও পূর্ব গোয়ালাপাড়ার দুই বিধায়ক দীপককুমার রাভা এবং আব্দুর রশিদ মণ্ডল।

দুই অর্থনীতিবিদের মন্তব্যে রন্তিদেবের ফেসবুক পোস্ট, প্রবল সমর্থন

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (হি. স.) : দেশের পরিস্থিতি নিয়ে দুই বাঙালি নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদের বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি নেতা রন্তিদেব সেনগুপ্ত। ফেসবুকে পোস্ট করার ৯ ঘন্টায় এটির লাইক, মন্তব্য ও শেয়ারের সংখ্যা হয়েছে যথাক্রমে ২৮৫, ৮০ ও ৯২।

রন্তিবাবু লিখেছেন, "একজন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ বলছেন , জনমত যাচাই না করে লকডাউনের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। আরেকজন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ বলছেন যথেচ্ছ টাকা ছাপিয়ে সরকার এই সংকটের মোকাবিলা করুক। অর্থাৎ , একজন চাইছেন , যতই বিপদের সম্ভাবনা থাকুক না কেন , এদেশ থেকে লকডাউন উঠে যাক। অন্যজন চাইছেন দেদার টাকা ছাপিয়ে ভবিষ্যতে চরম মুদ্রাস্ফীতি এবং অর্থনৈতিক সংকটের দিকে এগিয়ে যাক দেশ। এরা যে দেশে করেকম্মে খাচ্ছেন সেখানে গিয়ে এই মহামূল্যবান পরামর্শ দিন না। দেখুন না , সেখানকার সরকার কী বলে।"

প্রতিক্রিয়ায় সুব্রত দাস লিখেছেন, "গুরু শিষ্যের কথায় মিল থাকাটা খুব অযৌক্তিক কিছু নয়। যদিও, শিষ্য সম্পর্কে ততোটা জানি না, তবে শুনছি গুরুর শ্বশুর বাড়ির একটা বদান্যতার পরাকাষ্ঠা চীনা উদ্যোগের সাথে করোনা পরবর্তী পৃথিবীতে দেখা যাবে। মনোরঞ্জন জোদ্দার লিখেছেন, "অন্য দেশের বেতন নিয়ে আমাদের ফ্রি পরামর্শ দিচ্ছে কেন ?"

স্বদেশী বাদল লিখেছেন, "এদের আসল ট্যালেন্ট বেড়িয়ে পড়েছে। ইউরোপে গিয়ে এরা ভারতের দারিদ্র্যের তত্ত্ব প্রচার করে এই তথাকথিত নোবেল বাগিয়েছে। তার আগে রাজনৈতিক আনুকূল্যে ইচ্ছেমতো ডিগ্রি অর্জন করেছে। কিন্তু এখন হা করার সাথে সাথে এই ভণ্ডদের আসল "পোতিভা" প্রকাশ পেয়েছে। ভবিষ্যতে আরো প্রকাশ পাবে।"

অসীম কুমার দত্ত লিখেছেন, "দুটোই ভারতের শত্রুতা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। মদত দিচ্ছে কয়েকটা বিরোধী দল।" পারিজাত গুহমজুমদার লিখেছেন, "সেখানকার সরকার জুতিয়ে ছাল ছাড়িয়ে নেবে।" ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "এরাই তো লোকের মন জুগিয়ে কথা বলেন। পপ্যুলিস্ট কি আর সাধে কয় দাদা!!! পড়েই মাথা গরম হয়ে গেছে। এরা ইকনমিক ক্রাইসিসে দেশের পাশে থাকেন না। বড় বড় বাতেলা খালি।"

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "দাদা, সেখানে মাথা বাঁধা রেখে এদেশে এসে এই জামাই খাতিরটাও বন্ধ করুক কেন্দ্রীয় সরকার। এঁরা আমাদের বিপদে উল্লসিত হন আর আমরা এদের নিয়ে উদ্বাহু নৃত্য করি। আমাদের ঘরশত্রু বিভীষণগুলোকে সবদিক দিয়ে কোণঠাসা না করলে আর বাঁচব না!"

বিপ্লব সিনহা লিখেছেন, "কিছু মনে করবেন না। একটা কথা বলতে ইচ্ছা করছে, এদের নোবেল দরকার ছিল পেয়ে গেছে, তা সে যে করেই হোক অর্থ দিয়ে বা লবি করে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এদের জ্ঞান ভারতে প্রয়োগ করার নয়। এদের ছাগল চড়ানো দরকার। জ্ঞান বলে তো কিচ্ছু নেই শুধু রাজনীতির দালালী করতে এসেছে। বাইরের দেশে গিয়ে জ্ঞানটা দিক।"

লকডাউনে গ্রেফতার ৯৫০০ বাজেয়াপ্ত ৭০০ গাড়ি

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী, চিকিৎসক সমাজ থেকে সুশীল সমাজ গোড়া থেকে সবাই লকডাউন মানার আবেদন বারংবার করছিলেন। তাতেও তুচ্ছ অজুহাতে বাইরে বার হওয়া বন্ধ না হওয়ায় এবার কলকাতার বুকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে পুলিশের তরফ থেকে।

এর সাম্প্রতিকতম নমুনা লালবাজার থেকে প্রকাশিত কলকাতা পুলিশের দেওয়া তথ্য। সেখানেই দেখা যাচ্ছে লকডাউনের দুই সপ্তাহের মাথায় শুধু কলকাতাতেই গ্রেফতার হয়েছে ৯৬০০ জন ও ৭০০র বেশি গাড়ি বাজেয়াপ্ত হয়েছে।লালবাজারের তরফে জানানো হয়েছে, সরকারি নির্দেশ অমান্য করে পথে বেরোনোয় বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত ১৬৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ট্র্যাফিক বিভাগও কার্যত মাঠে নেমে পড়েছে। বাজেয়াপ্ত হয়েছে ১৮টি গাড়ি।

লকডাউনের বাজারে সবাই যে সব কিছু মানছে না সেটা পুলিশও জানে। তাই গত ১৫ দিনে নাগাড়ে শহরের বুকে তল্লাশি আর সারপ্রাইজ পেট্রোলিং চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা।

ছয়ের পাতায়

কোরোনা মোকাবিলায় এবার বিএমসি-কে আর্থিক সাহায্য অক্ষয় কুমারের

মুম্বই, ১০ এপ্রিল (হি.স.) : কোরোনা মোকাবিলায় এবার বৃহনমুম্বই মিউনিসিপাল কর্পোরেশন (বিএমসি) কে আর্থিক সাহায্য করলেন অভিনেতা অক্ষয় কুমার। স্বাস্থ্যকর্মী ও কর্পোরেশনের কর্মীদের জন্য পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট বানাতে এই অর্থ দিয়েছেন তিনি। দেশে বেড়েই চলেছে কোরোনা আক্রান্তের সংখ্যা। রাজ্যের হিসেবে এই তালিকায় সবার উপরে আছে মহারাষ্ট্র। তাই পি এম কেয়ার্স ফান্ডের পর এবার বৃহনমুম্বই মিউনিসিপাল কর্পোরেশনকে ৩ কোটি টাকা অনুদান দিলেন অভিনেতা অক্ষয় কুমার। স্বাস্থ্যকর্মী ও কর্পোরেশনের কর্মীদের জন্য পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট বানাতে এই অর্থ দিয়েছেন তিনি।

ট্রেড অ্যানালিস্ট তরন আদর্শ টুইট করে একথা জানান। আপডেট হ্যাশট্যাগ দিয়ে লেখেন, পিএম কেয়ার্সে ২৫ কোটি টাকা দেওয়ার পর এবার পিপিই ও র‍্যাপিড টেস্টিং কিট বানানোর জন্য বিএমসি-কে ৩কোটি টাকা দিলেন অক্ষয় কুমার।

রাজ্যভিত্তিক করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা

আন্দামান ও নিকোবর -১১, অন্ধ্রপ্রদেশ -৩৬৩, অরুণাচল প্রদেশ -০১, অসম-২৯, বিহার -৬০, ছত্তিসগড় -১০, দিল্লি-৮৯৮, গোয়া -০৭, গুজরাট-২৪১, হরিয়ানা -১৬৯, হিমাচল প্রদেশ -২৮, ঝাড়খণ্ড -১৩, কর্ণাটক -১৮১, কেরল - ৩৫৭, মধ্যপ্রদেশ-২৫৯, মহারাষ্ট্র -১৩৬৪, মণিপুর -০২, মিজোরাম -০১, ওড়িশা -৪৪, পুডুচেরি -০৫, পাঞ্জাব -১৩২, রাজস্থান -৪৬৩, তামিলনাড়ু - ৮৩৪, তেলেঙ্গানা -৪৭৩ , ত্রিপুরা -০১, চণ্ডীগড় -১৮,, জম্মু ও কাশ্মীর -১৮৪, লাদাখ -১৫, উত্তর প্রদেশ -৪৩১, উত্তরাখণ্ড -৩৫, পশ্চিমবঙ্গ -১১৬

করোনা আবহে জঞ্জাল সাফাইয়ের জন্য ৫০০টি পরিবেশবান্ধব গাড়ি কিনছে পুরসভা

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (হি. স.): শহর কলকাতার জঞ্জাল সাফাই করতে এবার পরিবেশবান্ধব গাড়ি কিনতে চলেছে কলকাতা। এই গাড়ি গুলিতে জঞ্জাল সাফাই করার সময় পরিবেশদূষণের সম্ভাবনা একেবারেই থাকবে না বলেই জানা গেছে কলকাতা পুরসভার তরফে। এইরকম ৫০০টি গাড়ি কিনতে চলেছে পুরকর্তৃপক্ষ। শহরের সর্বত্র ঘুরে জঞ্জাল পরিষ্কার করবে এই অত্যাধুনিক গাড়ি।

এদিন এবিষয়ে কলকাতা পুরসভার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও জঞ্জাল সাফাই বিভাগের মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার জানান, 'করোনা নিয়ে যথেষ্ট সতর্ক কলকাতা পুরসভা। একাধিক সাবধানতামূলক পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে। তাই এবার জঞ্জাল সাফাইয়ের ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব গাড়ি কেনা হচ্ছে। এই গাড়ি গুলি প্রত্যেক ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি ঘুরে জঞ্জাল তুলে নিয়ে আসবে।' শহরকে দূষণমুক্ত রাখার পাশাপাশি আরও পরিচ্ছন্ন রাখতেই এই উদ্যোগ বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য, বর্তমানে পুরসভার হাতে ৪৫০টি এই ধরনের ছোট গাড়ি রয়েছে। কিন্তু, বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনা রোধে সাফাইয়ের ওপর আরও জোর দেওয়ার কথা মাথায় রেখেই ৫০০টি আরও ব্যাটারিচালিত পরিবেশবান্ধব গাড়ি অর্ডার দেওয়া হয় কলকাতা পুরসভার তরফে। তারমধ্যে ইতিমধ্যেই ২০০ টি গাড়ি হাতে পেয়েছে কলকাতা পুরসভা। বাকি ৩০০ টি গাড়ি কিছুদিনের মধ্যেই চলে আসবে বলে জানা গিয়েছে। মেয়র পারিষদ জানান, এই গাড়িগুলো কেনায় আনুমানিক ১০ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে পুরসভার।

তবে এটাই প্রথম নয়। এর আগেও শহরে ঘিঞ্জি এলাকায় জঞ্জাল পরিষ্কার করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেয় কলকাতা পুরসভা। বিশেষত বস্তি এলাকা গুলিতে ময়লা পরিষ্কার করার জন্য ব্যাটারিচালিত চার চাকার পরিবেশবান্ধব গাড়ি কিনেছিল কলকাতা পৌরসভা। তবে সেই গাড়ির সংখ্যা ছিল হাতেগোনা। এবার করোনা রোধে সাফাই ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে তৎপর হল কলকাতা পুরসভা।

রাজ্যে দশটি হটস্পট চিহ্নিত করেছে নবান্ন

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (হি. স.): আইসিএমআর দেশের ৩৬ টি রাজ্যকে কর্নার হটস্পট বলে চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি জেলা রয়েছে। এবার রাজ্য সরকার রাজ্যে এই পর্যন্ত দশটি জেলাকে হট স্পট চিহ্নিত করে সিল করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুক্রবার নবান্নে এই কথা জানিয়েছেন মুখ্যসচিব রাজীব সিনহা। চিহ্নিত জায়গা গুলিকে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার মাধ্যমে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হবে।

এদিন বিভিন্ন পুরসভা, পুর নিগম ও জেলা প্রশাসনের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক করেন মুখ্যসচিব। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে গ্রামাঞ্চলের যে সমস্ত ব্লক, গ্রাম পঞ্চায়েত ও শহরাঞ্চলের যে সকল রাস্তা এবং এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলিকে সম্পূর্ণ সিল করে দেওয়া হবে। লকডাউন এর পাশাপাশি ওই এলাকাগুলি থাকবে সম্পূর্ণ বন্ধ। এর ফলে ওই এলাকার মানুষরা সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে বাইরে যেতেও যেমন পারবেন না ঠিক তেমনই বাইরে থেকে কোনও ব্যক্তি ওই এলাকায় ঢুকতেও পারবেন না।

অন্যদিকে, সাবধানতা অবলম্বন করে এবং আতঙ্ক যাতে না ছড়ায় সেই কারণে চিহ্নিত করা হটস্পট গুলির নাম প্রকাশ্যে আনতে চাননি মুখ্যসচিব। পাশাপাশি ওই এলাকাগুলিতে নজরদারি আরও কড়া করার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

ভিটামিন সি দিবস

করোনাভাইরাস আক্ষরিক অর্থেই সারা দুনিয়ার মানুষকে ঘরবন্দী করে ফেলেছে। কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়নি বলেই আক্রান্ত মানুষকে করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হচ্ছে নিজ দেহের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতার ওপর। সংগত কারণেই এখন জোরেশোরে আলোচনা হচ্ছে এমন সব খাবারগুলো নিয়ে, যা দেহের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সক্ষম। যে খাবারের তালিকায় একেবারে প্রাথমিক আলোচনাতেই রয়েছে ভিটামিন সি—সমৃদ্ধ খাবার।

মানবদেহে ভিটামিন সি-এর ভূমিকা নিয়ে সুন্দর একটি কথা বলেছেন অস্ট্রেলিয়ার নিউক্যাসল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ক্লেয়ার কলিনস। তিনি বলেন, 'ভিটামিন সি হলো অনেকটা ফুটবল ম্যাচের পর মাঠ পরিষ্কার করার মতো।' ভিটামিন সি ঠিক এই মুহূর্তে অধিকতর প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠলেও কাকতালীয়ভাবে আরেকটি ব্যাপার কিন্তু এর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। আজকের দিনটি অর্থাৎ ৪ এপ্রিল 'ভিটামিন সি দিবস'। ব্রিটিশ চিকিৎসক থমাস বার্লো স্কার্ভি রোগের বিস্তারিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার পর রোগটির প্রতিষেধক হিসেবে ভিটামিন সি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সে—ও ১৯ শতকের কথা। যুগের পর যুগ ধরে ব্রিটিশ নৌসেনারা স্কার্ভি রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করত। ফলে রোগটি বেশ আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন স্কার্ভি নিরাময়ে ভিটামিন সি—এর কার্যকারিতা প্রমাণে থমাস বার্লোর এই আবিষ্কার চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। সেই থেকে দিনটি ভিটামিন সি দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে বলে মনে করা হয়।

ভাইরাস ভয় পাইয়ে দেয়

এই যে চীনের এক শহরে ছড়িয়ে পড়া ভাইরাসটি দ্রুত বিস্তৃত হলো পুরো দুনিয়ায়, তা কেন হলো? অদেখা এক ভাইরাসের ভয়ে এই যে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল সারা দুনিয়া, অসংখ্য মানুষ গৃহবন্দী, মনে প্রশ্ন উঁকি দেয়, ভাইরাস কি তবে যুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ? এসব প্রশ্নের উত্তর থাকছে এ আয়োজনে।

যুগে যুগে অনেক মহামারির সাক্ষী হয়েছে দুনিয়ার মানুষ। ভুগেছেও নিরন্তর। অতীতে এমন অনেক মহামারির কথা জানা যায়, যেগুলো কোনো একটি দেশ বা অঞ্চলের মানুষকে আক্রান্ত করলেও বিশ্বের অন্যান্য অংশে প্রভাব ছড়িয়ে পড়ত ধীরে ধীরে। কিন্তু বিশ্বায়নের যুগে মানুষের যাতায়াত অবারিত বলেই মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ছে ভাইরাসের প্রকোপ। যেমনটি হয়েছে করোনাভাইরাসের বেলাতেও। চীনের উহান থেকে যা পৌঁছে গেছে ইতালি, স্পেন, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের প্রায় ২০০ দেশে।

যুদ্ধ মানেই হানাহানি, প্রাণহানি। তবে যুদ্ধের চেয়েও বেশি মানুষের প্রাণ যায় ভাইরাসঘটিত রোগে। চিকিৎসাব্যবস্থার আধুনিকায়নের ফলে মহামারিতে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যাওয়ার ঘটনা কমে এলেও প্রতিবছর যে সংখ্যক মানুষ মারা যায়, তা যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যার চেয়েও বেশি। যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জাতে প্রতিবছর শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই মারা যায় প্রায় এক লাখ মানুষ। এইডসের কারণে এখন পর্যন্ত মারা গেছে চার কোটি মানুষ।

জাস্টিনিয়ান প্লেগে কয়েক শতাব্দীজুড়ে মারা গেছে শত কোটি মানুষ। স্প্যানিশ ফ্লুতে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে মারা গেছেঅসংখ্য মানুষ। সেই হিসেবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চার বছরে প্রাণ দিতে হয়েছিল চার কোটি মানুষের।

প্রতিষেধক হলো মূলত কোনো রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধব্যবস্থা গড়ে তোলা। প্রতিষেধকের মাধ্যমে শরীরে মূলত কোনো রোগের জীবাণুর মতো অংশ প্রবেশ করিয়ে শরীরের রোগ প্রতিরোধব্যবস্থার সঙ্গে সেটিকে পরিচিত করিয়ে দেওয়া হয়, যেন ওই জীবাণুর বিরুদ্ধে দেহে রোগ প্রতিরোধের সক্ষমতা গড়ে ওঠে। কিন্তু এ প্রতিষেধকের অনেক পার্শপ্রতিক্রিয়াও আছে। অনেক গবেষণায় দেখানো হয়েছে প্রতিষেধকের কারণে অনেক ভাইরাস আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। খামারগুলোতে এ প্রতিষেধক যেসব প্রাণী বা পশুর দেহে প্রবেশ করানো হচ্ছে, সেই প্রাণী বা পশুর রোগাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও বাড়ছে একই সঙ্গে।

স্তন্যপায়ী জীবের চেয়েও নাকি মাইক্রোব বা জীবাণু শক্তিশালী। কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে যে পরিমাণ এবং যত বিচিত্র প্রজাতির জীবাণু টিকে আছে, সে সম্পর্কে মানুষের ধারণা খুবই কম। বাতাসে, মাটিতে এমনকি সমুদ্রের তলদেশেও বছরের পর বছর ধরে টিকে আছে এই মাইক্রোবগুলো। সহস্রাধিক প্রজাতির এমনও মাইক্রোব আছে পৃথিবীতে, যেগুলো এখনো মানুষের সংস্পর্শেই আসেনি। এগুলোর মধ্যে কোনটি যে ক্ষতিকর, কোনটি থেকে যে আরও ভয়াবহ রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে, সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের স্বচ্ছ ধারণাই নেই।

অসংখ্য মানুষের প্রাণ কাড়ে যে রোগ, সাধারণত সেগুলোর কথাই খুব করে মনে রাখে মানুষ। স্প্যানিশ ফ্লু বা প্লেগের কথা যেমন এখনো ঘুরেফিরে আমাদের আলোচনায় আসে। কিন্তু এমনও অনেক রোগ আছে যেগুলোর প্রভাব ও ক্ষতি মহামারির স্বীকৃতি পাওয়া রোগের চেয়েও ক্ষতিকর ছিল।

যেমন ইংল্যান্ডে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ছড়িয়ে পড়া সুইটিং সিকনেস। তখন রোগাক্রান্ত মানুষের মৃত্যুর সংখ্যাটা ছিল রীতিমতো গা শিউরে ওঠার মতো। কিন্তু যেহেতু রোগটি খুব বেশি অঞ্চলে ছড়ায়নি, তাই এটি সম্পর্কে ধারণাও খুব কম। এমনই অনেক রোগ আশপাশেই আছে, তা হয়তো মানুষ জানেও না।

লাঠিতে খাবার কিংবা খাবারে লাঠি

ছোটবেলায় আঙুলের ভেতর চিপস ঢুকিয়ে খেয়েছেন নিশ্চয়ই! পাইপের মতো গোলাকার চিপস দুই হাতের সব কটা আঙুলে ঢুকিয়ে নেওয়া হতো। একেকটা আঙুল যেন একেকটা লাঠি। চিপস জড়ানো আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করলে দৃষ্টিনন্দন ফুলের মতো দেখাত। এরপর একটা একটা করে কুড়মুড়িয়ে কামড়ে কামড়ে খাওয়া হতো। লাঠিতে খাবার ঢুকিয়ে খাওয়ার এটিই কি প্রাথমিক নিরীক্ষা? ৯০—এর দশকে বেড়ে ওঠা প্রজন্মের কাছে তো অবশ্যই। অবশ্য আরও অনেক খাবারের ক্ষেত্রেই এ রকমটা দেখা যায়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন খাবার যেমন যুক্ত হয়েছে মানুষের খাদ্যতালিকায়, তেমনি খাবার গ্রহণের পদ্ধতিতেও এসেছে নানামুখী পরিবর্তন। এই নিরন্তর পরিবর্তনে লাঠি খাবার বেশ একটা জনপ্রিয় অবস্থান ধরে রেখেছে। একটু খেয়াল করলেই দেখবেন, কোনো কোনো অঞ্চলে বিভিন্ন পিঠা বানানো হয় লাঠিতে ঢুকিয়ে। লাঠির খাবারের ক্ষেত্রে তো শাশলিক চিকেন রীতিমতো শহুরে মানুষের প্রিয় খাবারের তালিকায়। আবার লাঠি-লজেন্স কিংবা আইসক্রিম! এ কিন্তু শহর বা গ্রাম নয়, সর্বত্রই জনপ্রিয়। সেই যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি, 'লাঠি-লজেন্স দেখিয়ে দেখিয়ে চুষেছে লস্কর বাড়ির ছেলেরা'! যে খাবারগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো, শুধু এগুলোই নয়। এর বাইরেও ভাবুন, লাঠিতে ঢুকিয়ে কী কী খাবার খাওয়া যেতে পারে। ব্যাপারটি কিন্তু বেশ মজার এবং এভাবে খাবার খেতেও বেশ সহজ। এমনকি সৃজনশীলতারও বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এমন সব খাবার আপনি লাঠিতে ঢুকিয়ে খাওয়ার প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করতে পারেন, যা হয়তো আগে কেউ ভাবেইনি।

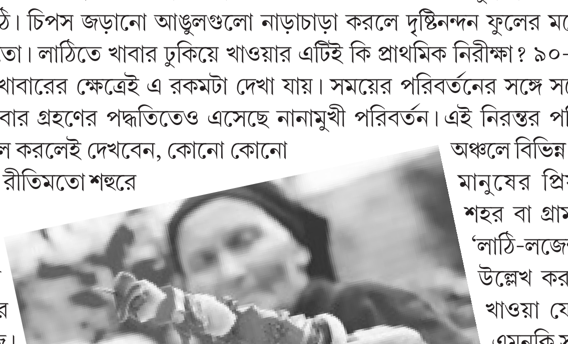

২৮ মার্চ, অর্থাৎ আজকের দিনটি এই ধারণাটিরই আনুষ্ঠানিক উদ্‌যাপন দিবস। ইংরেজিতে যে দিবসটির পোশাকি নাম 'সামথিং অন আ স্টিক ডে'। ঠিক কবে, কীভাবে এই দিবসের উদ্‌যাপন শুরু হয়েছিল, গবেষকেরা তা নিশ্চিত করে জানাতে পারেননি। কিন্তু তাতে কী এসে যায়। দিনটিকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করতেই পারেন।

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে ভয়াবহ করোনাভাইরাস। এটি মোকাবিলার অংশ হিসেবে ব্যবহার্য জিনিসপত্র যথাসম্ভব স্পর্শ না করা এবং ঘরবন্দী জীবনযাপনে জোর নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে। ফলে ঘরে বসে পর্যাপ্ত অবসরকে সৃজনশীল কাজে ব্যবহার করতে পারেন। সকালের নাশতা, দুপুর কিংবা রাতের খাবারের কোন খাদ্যদ্রব্যটি হাতের স্পর্শ বাঁচিয়ে লাঠিতে ঢুকিয়ে খাওয়া যায়ব্যাপারটি নিয়ে ভাবা যেতে পারে। বানিয়ে ফেলা যেতে পারে নতুন কোনো খাবারের পদ। তাতে যেমন আনন্দময় কিছু সময় কাটবে, হাতের স্পর্শ বাঁচিয়ে খাবারও খাওয়া হবে। বাসায় যদি শিশু থাকে, তবে তো এ কাজে তাদের আনন্দ হবে বহুগুণ। নতুন বানানো এই খাবারের নতুন নামও কিন্তু দিতে পারেন। তাহলে পরিবারের সবার সঙ্গে কাটুক খাবারে লাঠি কিংবা লাঠিতে খাবারের একটি আনন্দময় দিন।

মানুষ বড় কষ্টে আছে

সেদিন বিকেলে জরুরি কাজে বাসার বাইরে যেতে হয়েছিল। রাজধানীর আশকোনার বাসা থেকে বেরোতেই দুজন পথশিশু এসে সামনে দাঁড়াল। করুণ স্বরে বলল, 'মামা, সারা দিন কিছু খাই নাই। ৩০টা ট্যাকা দিবেন? দুজনে ভাত খাইতাম।' টাকা দিলাম। পাশেই কেউ একজন খাবার বিক্রি করছিলেন। দুজনে সেখান থেকে এক বাটিতে ঘন ডাল আর ভাত এনে আমাকে দেখাল। দৃশ্যটা দেখে মর্মাহত হলাম। জরুরি কাজ শেষে বাসায় ফিরেও মন খারাপ থেকেই গেল।বাসায় আমার স্ত্রী সাদিয়াকে ঘটনাটি বললাম। সে বলল, হোটেল-রেস্তোরাঁ বন্ধ বলেই খাবারের ব্যবস্থা করতে পারছে না ওরা। আগ বাড়িয়ে সে-ই প্রস্তাব দিল রান্না করে কিছু মানুষকে খাওয়ানোর। পরদিন সাধ্যমতো ৩৫ প্যাকেট খাবার প্রস্তুত করলাম। করোনায় আক্রান্তের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও বেরিয়ে পড়লাম। চেষ্টা করলাম নিরাপত্তা পোশাক পরে নিজেকে যতটা সুরক্ষিত রাখা যায়।

সেগুলো নিয়ে গিয়ে পথশিশুদের মধ্যে বিতরণ করলাম।

কয়েকজনকে বললাম রাতে কী খাবে? বলল, 'যদি কেউ দিয়ে যায় খাব, আর না হয় না খেয়েই ঘুমাব।'

খাবার বিতরণের সেই ছবি আমার ফেসবুক ওয়ালে পোস্ট করি, অনুপ্রাণিত হয়ে সহযোগিতা করার জন্য আগ্রহী হলেন পরিচিত অনেকেই। সেই সহযোগিতায় চাল, ডাল, তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনে আলাদা ব্যাগে ভরলাম। সেই প্যাকেট নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম অসহায় মানুষগুলোর জন্য। এমন অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, যাঁদের কষ্ট মনকে নাড়া দিল। যেমন রিকশাচালক হামিদ ভাই। ৪৫ বছর বয়সী হামিদ বললেন, ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে ঢাকায় এসেছেন। বাড়িতে পরিবারকে খরচ পাঠাতে হয়, ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে, তাদেরও বাড়তি খরচ আছে। কিন্তু এখন দিন শেষে রিকশার মালিককে ভাড়া বাবদ টাকা জমা দিতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে। কথাগুলো বলতে বলতে কেঁদেই ফেললেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে কী করবেন, কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। আগে যেখানে ৬০০-৭০০ টাকা আয় করতেন, এখন প্রতিদিন পাচ্ছেন মাত্র ১০০-১৫০ টাকা।

ঢাকা বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনের পাশে 'বিড়ালের মা' নামে একজন থাকেন।

বিড়াল—কুকুর নিয়েই বসবাস করেন বলে তাঁর এমন নাম। চেয়েচিন্তে নিজে যা পান, সেখান থেকে বিড়াল—কুকুরের খাবারের ব্যবস্থা করেন, সেটাও আর ঠিকমতো পারছেন না, হিমশিম খেতে হচ্ছে তাঁকে। মানুষের এমন চিত্র দেখে নিজেকে আর ঘরে রাখি কীভাবে, তাই প্রতিদিন বেরিয়ে পড়ি খাবার বিতরণ করতে।

এই দুঃসময়ে বেঁচে থাকার গল্প

টিভির সামনে বসে থাকতে থাকতেই মেজাজটা খারাপ হয়ে গেছে তাঁর। করোনা নিয়ে এত এত তথ্য, নির্দেশনা, আপডেট আর নিতে পারছেন না। পাশের ঘর থেকে তাঁর মা সেতারা বেগম হাঁক দেন, 'দ্যাখ তো বাবা রবি, বাচ্চা দুটো ঝগড়া করছে কী নিয়ে?' রিভু আর রিতু তাঁর দুই ছেলেমেয়ে। মায়ের মোবাইল নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে ভাইবোনের মধ্যে। কীই---বা করবে আর বাচ্চারা! রিভু সেভেনে আর রিতু মাত্র ফাইভে। স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে ১০ দিনের বেশি। বাইরে যেতে পারছে না। কিছু নিয়ে তো থাকতে হবে। বসে বসে টিভি আর কতক্ষণ দেখবে।

বসার ঘরের পাশের ঘরটায় ছোট ভাই তমালের সঙ্গে রিভুও থাকে। সে ঘর থেকেই গিটারের শব্দ ভেসে আসছে। তমালের কণ্ঠটাও বেশ। ওর ফাইনাল ইয়ার চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার পর থেকেই আর বের হচ্ছেন না ঘর থেকে। পড়ছেন, না হয় অনলাইন ক্লাস করছেন। বেশির ভাগ সময় কাটছে অবশ্য ফেসবুকে। অনেক দিন পর ওকে গাইতে শুনছেন রবি। গানের কথাগুলো বেশ চেনা চেনা লাগছে। তখনই গিটার হাতে রবির পাশে এসে বসলেন তমাল। 'ভাইয়া, তোমার সেই কবিতাটায় সুর বসিয়ে ফেললাম আজ। একটা দৈনিকের সাময়িকীতে ছাপা হয়েছিল বছর কয়েক আগে। কত দিন তোমার নতুন লেখা পাচ্ছি না। ঘরবন্দী থাকাকালে আরও কিছু লেখো না আমাদের জন্য।'

সরকারি কলেজে সাহিত্য পড়ান রবিউল ইসলাম রবি। এখন সহকারী অধ্যাপক। ক্লাসের প্রস্তুতি, পরীক্ষা, খাতা দেখানানা ব্যস্ততায় আগের মতো আর নিয়মিত লেখা হয় না তাঁর। তমালের কথাটা নিয়ে ভাবছেন তিনি। কিছু একটা শুরু করে দেবেন নাকি! গোটা কয়েক গান, নাকি কবিতা? একটা গল্পের প্লটও ঘুরছে মাথায়। দেখা যাক...

এই গৃহবন্দী সময়ে সারা দিন এ ঘরে---সে ঘরে থাকলেও খাওয়ার সময় সবাই একসঙ্গে খাবার টেবিলে বসে যান। রাতে খাওয়ার সময় রবি তাঁর ভাবনার কথাটা বলা শুরু করেন। 'আমরা কি একটা উৎসব করতে পারি না এই দমবদ্ধ সময়ে। পারিবারিক সাহিত্য উৎসব।'

'ঝেড়ে কাশ ভাইয়া', সহাস্যে বলে উঠলেন তিতলী। রবির ছোট বোন। পিএইচডি করছেন কানাডায়। মাস তিনেক আগে বেড়াতে এসে এখন আটকা পড়েছেন দেশে। রবি পুরো প্ল্যানটা বলতে থাকেন, 'বাসার সবাইকেই কিছু না কিছু লিখতে হবে। ছড়া, কবিতা, গান, গল্প কিংবা প্রবন্ধ। যার যা মন চায়। যেকোনো বিষয় হতে পারে। সময় সাত দিন। মানে সামনের শনিবার বিকেল থেকে শুরু হবে উৎসব। যার যার লেখা সে সে পাঠ করবে। তারপর সেই লেখা নিয়ে চলবে আলোচনা।'

'বাহদারুণ! চমৎকার প্ল্যান ভাইয়া।' তিতলী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে থাকেন, 'উৎসবের দিনে কিন্তু বিশেষ খাবারদাবারের আয়োজন করতে হবে। নাহলে আর উৎসব কেন!' রিভু—রিতুর মা বিনু যোগ করেন, 'তবে সেদিন একটা কাজ করা যায় না, সবাই অন্তত একটা করে আইটেম রান্না করবে ঘরে যা আছে তা—ই দিয়ে। সকাল সকাল শুরু করলে দুপুরের মধ্যেই হয়ে যাবে আশা করি।' তমাল বোকার মতো বলে ওঠেন, 'আমি তো ডিম ভাজা ছাড়া আর কিছু পারি না ভাবি।'

'ইউটিউব আছে না কাকু! ভিডিও দেখে সব শিখে ফেলা যায় এখন।' রিতুর পাকনামিতে সবাই হো হো করে হেসে ওঠেন। রিভু দাদিকে বলে, 'তোমাকেও কিন্তু একটা গল্প লিখতে হবে দাদু। তুমি কত সুন্দর সুন্দর গল্প শোনাও আমাদের। তেমনই একটা চাই কিন্তু।'

পরদিন সকালে নাশতার টেবিলে তিতলী আরেকটা নতুন প্রস্তাব দিয়ে বসলেন। 'আজ আমরা ঘর গোছাব। সাজাব। অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত জিনিস ফেলে দিলেই কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে।' দুই পিচ্চি সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে বলে উঠল, 'আমরাও আছি ফুফি তোমার সঙ্গে।' বিনু বললেন, 'কিছু পুরোনো কাপড় আর কাগজ রেখে দিয়ো আমার জন্য। কিছু পুতুল বানানো যায় কি না দেখি।' পুতুলের কথা শুনেই রিতুর চোখ চকচক করে উঠল। রিভু তখন বলে, 'কাগজগুলো নিশ্চয়ই অরিগ্যামি করার জন্য। আমি কিন্তু নৌকা আর প্লেন বানাতে পারি কাগজ দিয়ে।' ছেলের কথায় সায় দেন মা। 'এবার আরও অনেক নতুন কিছু বানানো শিখব কাগজ ভাঁজ করে।' রিতু দুষ্টুমির সুরে আবার পাকামি করে, 'ইউটিউব আছে না!' হাসির ফোয়ারা ছোটে টেবিলজুড়ে। 'কী আপু! ঘর গুছিয়ে খুব টায়ার্ড?' তমালের কথায় তিতলী সায় দেন। 'হুম! টায়ার্ড হলেও মনটা বড় ফুরফুরারে ভাই। দ্যাখ বাড়িটা কী ঝকঝক করছে। আর পিচ্চি দুটোকে দ্যাখ একদম ঝলমলে চেহারা। ক্লান্তির ছাপমাত্র নেই একফোঁটা। তমাল, রাতের খাওয়া শেষ হলে গান শোনাবি আজ। প্লিজ! লক্ষ্মী ভাই আমার।' খাওয়া শেষে সবাই লিভিং রুমে আরাম করে বসে আড্ডা দিতে শুরু করেন। তমাল একফাঁকে নিজের ঘর থেকে ব্লুটুথ স্পিকারটা নিয়ে আসেন। 'কিরে! গিটার না এনে স্পিকার নিয়ে এলি যে?' অনুযোগের সুর তিতলীর কণ্ঠে। 'আজ আমি গান করব না। সবাই সবার পছন্দের গান শুনব। যেকোনো গান। দেশি—বিদেশি সব। নতুন—পুরোনো সব। মা, তোমাকে দিয়েই শুরু করি। বলো, তোমার পছন্দের গান কী? কোন গান শুনবে?' ছেলের কথায় মা বলেন, 'আমার সময়ের গান কি আর তুই এখন শোনাতে পারবি?' সঙ্গে সঙ্গেই রিতুর পাকামি, 'ইউটিউব আছে না দাদু।'

বিনু আর তিতলী বাচ্চাদের সঙ্গে মিলে অনেক পুতুল বানিয়ে ফেলেছেন। ছোট-বড়, লম্বা-বেঁটে, শুকনা-মোটা নানান পদের পুতুল। অনেক অনেক কাগজের খেলনা ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে—ছিটিয়ে। ফুল, পাখি, তারা, কুকুর, ব্যাঙ। সব কাগজ ভাঁজ করে করে। আনন্দে আত্মহারা রিভু---রিতু। ওরা নাকি ওগুলো দিয়েই বাড়ি সাজাবে উৎসবের দিনে। ওদের উচ্ছ্বাসে রবি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন।

এত কিছু ঘটে যাচ্ছে, এত হইচই! কিন্তু সেতারা বেগমকে এদিকটায় তেমন দেখা যাচ্ছে না। রবি মায়ের ঘরে যান খোঁজ নিতে। নাতিদের পুরোনো খালি খাতায় তিনি লিখে চলেছেন। গভীর মনোযোগ খাতার দিকে। রবির দিকে একটি বার ফিরেও তাকালেন না। হয়তো টেরই পাননি তিনি। নিজের ঘরে ফিরে এসে টাইপ করতে বসে গেলেন রবি। শিরোনাম দিয়েই শুরু করলেন লেখা। কন্সপিরেসি থিওরি অব করোনা। কোথায় গেল কোথায় গেল বলে বাড়িঘর মাথায় তুলে ফেলেছে রিতু। টয়লেট টিস্যুর ভেতরের কাগজের টিউব জমানোর বাতিক তার। তা-ই খুঁজছে সে। ঘর গোছানোর পর থেকে নাকি সেগুলো আর পাওয়া যাচ্ছে না। তিতলীই বের করে আনল ফেলে দেওয়া জিনিসের বস্তা খুঁজে। ওমা! বিকেলের মধ্যেই দু-দুটো পুতুল বানিয়ে ফেলল রিতু। সঙ্গে একটা কলমদানিও। সন্ধ্যার আগে আগে রিভু এসে বাবাকে বলল তার লেখা শেষ। বাবাকে শোনাতে চায়। রবি ছেলেকে চুপি চুপি বললেন, 'উৎসবের আগে শোনানো যাবে না বাবা। এখন শোনালে তো উৎসবের দিনে নতুন জিনিসের মজা পাওয়া যাবে না। ঈদের নতুন জামার মতো। তবে এতটুকু বলতে পারো যে তুমি কী লিখছছড়া না গল্প।'

এটা-সেটা করে সাঁই সাঁই করে দিন কেটে যাচ্ছে। ওদিকে করোনায় আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও। সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দ্রুত ঘটে চলেছে একের পর এক ঘটনা। সবাইকে নিয়ে ভালো থাকতে হবে। পরিজন নিয়ে ঘরে থাকাই সবার জন্য ভালো এ মুহূর্তে। রবি আর ভাবতে পারছেন না। তার চেয়ে বরং লেখায় মনোযোগ দেওয়া যাক।

দুদিন পরেই উৎসব। সবার লেখাই প্রায় শেষ। কারও কারও শেষের দিকে। বাচ্চারা দাদির কাছে অনেক আবদার করেও জানতে পারেনি তিনি কী লিখেছেন। একদম তালা মেরে রেখেছেন মুখে। বিকেলে এমনই একটি ছবি এঁকেছে রিভু। দাদুর মুখে তালা। তা—ই দেখে রিতু বেশ কিছু কাগজ, পেনসিল, রং—পেনসিল নিয়ে হাজির। সবার হাতে কাগজ-পেনসিল ধরিয়ে দিল। সঙ্গে চলছে নির্দেশনা। 'বাবা তুমি আঁকবে মায়ের মুখ আর মা তোমাকে আঁকবে।' এমনি করে সবাই সবাইকে আঁকবে বলে সে তার ভাইকে আঁকা শুরু করে দিল। এই দেখে মা বললেন, 'আরেহ আমরা কি আর তোদের মতো আর্টিস্ট নাকি! আমরা কি আর আঁকতে পারি!' ভাবির অসহায়ত্ব দেখে তমাল বলেন, 'পারবে পারবে, শুরু করেই দেখো না একটিবার।' রবি মনে মনে হাসেন আর ভাবেন, যা ছিরি হবে না একেকজনের চেহারার। সত্যিই তা—ই, কারও মুখ ব্যাঙের মতো, কারোরটা উটের মতো, কিন্তু সময়টা কাটল দারুণ। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেছে সবার।

সাতটা দিন ফস করে চলে গেল। আজ শনিবার। আজই পারিবারিক সাহিত্য উৎসব। সবার লেখা শেষ। সকাল থেকে রান্না শুরু হয়েছে। গত রাতেই বাচ্চারা বসার ঘর সাজিয়েছে তাদের বানানো জিনিসপত্র দিয়ে। দেয়ালে দেয়ালে ফুল—পাখি দুলছে। যেন আনন্দে নাচছে। উৎসবে মাতোয়ারা।

রিতু লিখেছে রূপকথাপ্রজাপতি আর রাক্ষসের গল্প। রিভু ছন্দে ছন্দে লিখেছে নদী আর মাছের ছড়া। তমালের নতুন গান। একেবারে গেয়েই শুনিয়েছেন। তিতলীর সায়েন্স ফিকশন। বিনুর কবিতা। প্রতিটা পাঠ শেষে আলোচনা—সমালোচনা। রবির প্রবন্ধ নিয়ে তো তুলকালাম তর্ক। সবার শেষে সেতারা বেগমের গল্পজীবনগাথা। পড়ছেন তিনি। পড়তে পড়তে হাসছেন কখনো আবার চোখ ছলছল করে উঠছে। আসলে পড়ছেন না, গল্প বলছেন। জীবনের গল্প। হাসি—কান্নার গল্প। হারানোর গল্প। পাওয়ার গল্প। আসলে বেঁচে থাকারই গল্প।

করোনায় প্রাণীদের জন্য ভালোবাসা

২০ মার্চ। আর দশটা দিনের মতোই সন্ধ্যা নামছে। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক, হল ছাড়তে শুরু করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া ভয়াবহ করোনাভাইরাস মোকাবিলার অংশ হিসেবে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। শহীদুল্লাহ্ হলের আবাসিক শিক্ষার্থী ইসতিয়াক আহমেদও তল্পিতল্পা গুটিয়ে বের হচ্ছিলেন কক্ষ থেকে। এমন সময় একটি বিড়াল এসে দাঁড়ায় দরজার সামনে। বিড়ালটি নিয়ম করে আসে প্রতিদিনই। কোনো দিন একা, কোনো দিন সঙ্গীসহ। ওরা এলে ইসতিয়াক কিংবা রুমের অন্য বন্ধুরা এটা-ওটা খেতে দেন।

সেদিনও একা এসেছিল। কক্ষ তালাবদ্ধ করার সময় পায়ে-পায়ে ঘুরতে থাকে। বিড়ালটির দিকে তাকিয়ে ইসতিয়াকের কেমন একটা লাগে। ওর অসহায়ত্ব নাড়া দেয় তাঁকে। হাজার হাজার শিক্ষার্থীর এই ক্যাম্পাস জনশূন্য হয়ে যাচ্ছে। সবাই চলে যাচ্ছে নিরাপদ গন্তব্যে। কিন্তু ক্যাম্পাসে থাকা এই প্রাণীরা! করোনায় সতর্কতা অবলম্বনের ব্যাপার নেই ওদের। নেই নিরাপদ গন্তব্যে পৌঁছানোর তাড়াও। এই ক্যাম্পাস, আবাসিক হল, টিএসসি, খেলার মাঠ, ফুলার রোড, মল চত্বরএসবই তো এই অবলা বিড়াল-কুকুরগুলোর আবাসস্থল। ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থী বন্ধুরাই ওদের নিরাপদ খাদ্য জোগানের একমাত্র উৎস। তাহলে শিক্ষার্থীবিহীন ক্যাম্পাসে কীভাবে হবে ওদের খাদ্যের জোগান? ভাবনাটি মাথায় নিয়েই হল ছাড়েন ইসতিয়াক।

সেদিন রাতে বন্ধুর বাসায় ওঠেন। আক্ষরিক অর্থেই নির্ঘুম কাটতে থাকে রাতের প্রহরগুলো। অনেক ভেবেচিন্তে রাত আড়াইটার দিকে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার' গ্রুপে একটি পোস্ট দেন। মুহূর্তের মধ্যে মন্তব্যের ঘরগুলো ভরে উঠতে থাকে শিক্ষার্থীদের উৎসাহমূলক এবং আবেগঘন মন্তব্যে। ঢাকায় থেকে যাওয়া অনেক শিক্ষার্থীই তাঁর ডাকে সাড়া দেয়। যাঁদের পক্ষে সশরীরে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়, আন্তরিক শুভকামনা জানান তাঁরা। এই অভূতপূর্ব সাড়া এবং পশুর প্রতি অগণন মানুষের এই নির্মল ভালোবাসা দেখে ইসতিয়াকও আশাবাদী হয়ে ওঠেন। অনুভব করেন মানবিক দায়বদ্ধতা। কুকুর-বিড়ালগুলোর খাবারের জোগানের জন্য গ্রামের বাড়ি না গিয়ে, শহরেই থাকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেটাকে যথার্থই মনে হয়।

মাহাবুব হাসান, সাবরিনা, ঐশী, মো. বায়েজিদ, ফারজানা, রফিক আহমেদসহ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কয়েকজন ইসতিয়াকের পাশে এসে দাঁড়ান। ২১ মার্চ সকালেই নিজেদের টাকায় কেনা খাবার নিয়ে যথারীতি উপস্থিত হয় ক্যাম্পাসে। বিড়ালের জন্য বিস্কুট, টোস্ট; কুকুরের জন্য চানখাঁরপুলের হোটেল থেকে খিচুড়ি, তেহারি কিনে আনেন। হোটেলগুলো ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করেন মাছের কাঁটা, উচ্ছিষ্ট হাড়গোড়। নিজস্ব মোটরসাইকেল থাকায় বেশ সুবিধা হয়েছে। খাবার নিয়ে মুহূর্তেই টিএসসি থেকে ফুলার রোড, শহীদুল্লাহ্ হল থেকে কবি জসীমউদ্‌দীন হলের মাঠ। মাস্ক পরে, স্যানিটাইজার সঙ্গে নিয়ে যথাযথ আত্মসুরক্ষা নিশ্চিত করেই কাজটি করে যাচ্ছেন তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা।

ইসতিয়াক বলেন, 'একটি মা কুকুরকে দেখলাম, একেবারে রুগ্‌ণ। অভুক্ত পেট চিমসে মেরে আছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বুকের হাড়গুলো। তিনটা বাচ্চা নিয়ে অসহায়ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। আমরা চানখাঁরপুল থেকে খিচুড়ি কিনে এনে খেতে দিলাম। তিন সন্তানসহ মা কুকুরটি খেলো। মনে হলো, আরও খেতে চায়। আবার গিয়ে কিনে আনলাম। হোটেলের উচ্ছিষ্ট হাড়গোড়গুলোও নিয়ে এলাম পলিথিনে করে। সব খেয়ে নিল চেটেপুটে। ওদের খাওয়া দেখতে দেখতে আমার চোখে পানি এসে যাওয়ার মতো অবস্থা।' তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করছে ইসতিয়াক আহমেদ। বন্ধুমহলে পরিচিত হৃদয় নামেই। শুধু নামের অংশ হিসেবেই নন, হৃদয় নামটিকে যেন হৃদয় দিয়েই বহন করছে হৃদয়বান ছেলেটি।

শুক্রবার এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার তরফে আগরতলা প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। ছবি- নিজস্ব।

করোনা সংক্রমণ এড়াতে এবার বন্ধ ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তের মিলনমেলা

ইসলামপুর, ১০ এপ্রিল (হি. স.) : করোনাভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে এবার বাতিল করা হচ্ছে ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তের পয়লা বৈশাখের মিলনমেলা।

দক্ষিণ দিজনাপুরের ইসলামপুর মহকুমার গোয়ালপোখর থানা এলাকার ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তের নারগাঁও, কোকরাদহ, ডাঙ্গিপাড়া, শ্রীপুর ও করণদিঘি ব্লকের কাদেরগঞ্জ সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন নববর্ষের এই বিশেষ দিনটির জন্য। কারণ ওই দিন সীমান্তে এপার-ওপার দুই বাংলার মিলনমেলা বসে। এই একটি মাত্র দিনই মাত্র পাঁচ ঘন্টার জন্য দুই দেশের সীমান্তে থাকা বিএসএফ এবং বিজিবি সম্মিলিতভাবে সীমান্ত এলাকার আইন শিথিল করে দু'দেশের মানুষকে কাঁটা তারের বেড়ার কাছে যেতে অনুমতি দেন।

স্বজনেরা প্রতি বছর এই দিনটিতে নিজেদের নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করে। দুই দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত হাজার হাজার নারী-পুরুষ ও আবালবৃদ্ধ দুই দেশে বসবাসরত তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করে মনের ভাষা আদান-প্রদানের জন্য সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ভিড় করতে থাকে উভয় সীমান্তে। কিন্তু এবার করোনার সংক্রমণ এড়াতে বাতিল করা হচ্ছে এই মিলনমেলা।

সিঙ্গুরে গোবরের চেম্বার পরিষ্কার করতে গিয়ে মৃত দুই আহত পাঁচ

হুগলি, ১০ এপ্রিল (হি.স.): গরুর বর্জ্য ফেলার চেম্বার পরিষ্কার করতে নেমে এক ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পরে সেই ব্যক্তিকে উদ্ধারে নেমে অসুস্থ হয়ে পড়ে আরও পাঁচজন। তড়িঘড়ি তাদের হুগলির সিঙ্গুর গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে ডাক্তাররা ২ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাকি ৩ জনকে সিঙ্গুর থেকে রেফার করা হয়েছে শ্রীরামপুরে মহকুমা হাসপাতলে।। ঘটনা সিঙ্গুরের খাসেরভেড়ি গ্রামে।।

স্থানীয় বাসিন্দদের বক্তব্য, সিঙ্গুরের খাসেরভেড়ি গ্রামে দীপেন ঘোষের বাড়িতে গোয়াল পরিষ্কার করে গরুর বর্জ্য জমা করা হয় চেম্বারে। পনেরো কুড়ি দিন পরপর সেই চেম্বার পরিষ্কার করা হয়।আজ দুপুরে পাম্প চালিয়ে গোচনা,বর্জ্য পরিষ্কারের কাজ করা হচ্ছিল। সেই সময় একজন চেম্বারে নেমে পরিষ্কার করার সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।। তাকে উদ্ধার করতে আরেকজন জন নামে সেও জ্ঞান হারায়। তারপর তাদের উদ্ধার করতে একের পর এক পাচঁজন নামে।। চেঁচামেচি হতেই লোক জমা হয়। তাদের উদ্ধার করে সিঙ্গুর হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে দীপেন ঘোষ(৩৭) ও জয়ন্ত বাগকে(৪৭) কে মৃত বলে ঘোষনা করে চিকিৎসকরা। অপর তিনজন সুখেন ঘোষ,বিজয় মালিক ও পাপ্পু ঘোষকে (১১) শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে রেফার করা হয়।উল্লেখ্য মৃত জয়ন্ত বাগের বাড়ি পূর্ব বর্ধমানে।সে দীপেন ঘোষের বাড়িতে কিষানের কাজ করত।

লকডাউন সফল করতে কড়া হাতে দমন আরামবাগ পুলিশ

হুগলী, ১০ এপ্রিল (হি. স.) : লকডাউন সফল করতে তাই আবারও পথে নামল হুগলির আরামবাগ পুলিশ। শুক্রবার বেলা বাড়ার সাথে সাথে লোকজনের ভিড়ও ক্রমশ বাড়তে থাকে। আর সেই জমায়েত ও ভিড় কমাতে এবং এলাকা থেকে হঠিয়ে দিতে আরামবাগ এস ডি পি ও এবং আরামবাগ থানার আইসি ব্যাপক পুলিশ ও র‍্যাফ বাহিনী নিয়ে গোটা শহর জুড়ে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে দেয়। ধর পাকড়ের জেরে একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পাশাপাশি বহু মোটর বাইকও আটক করেছে পুলিশ।

এদিন দোকান ও বাজার থেকে বহু মানুষ কে হঠিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও গোটা শহর জুড়ে এদিন এস ডি পি ও এবং আইসি র‍্যাফ বাহিনী নিয়ে রুট মার্চ করেন।লক ডাউন চলা কালিনও এদিন আরামবাগে লোক সমাগমের ভিড় চোখে পড়ার মত ছিল। তাই ফের পথে নামলেন পুলিশ। আরামবাগের গৌরহাটি মোড়, আরামবাগ বাস সট্যান্ড, হাসপাতাল মোড়,বয়েজ স্কুল মাঠ বাজার,সহ বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ টহল দেয়।পাশাপাশি এদিন শহরে ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমে কড়া নজর দারি করে পুলিশ।ক্যামেরায় যেখানেই দেখা যাচ্ছে জমায়েত সেখানেই পুলিশ গিয়ে ধরপাকড় শুরু করে দিচ্ছে।গ্রেফতারও করা হয়। মোটর বাইকও আটক করা হয়।

তমলুকে করোনা আক্রান্ত আরও একজন, জেলায় সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৫

তমলুক, ১০ এপ্রিল (হি.স.) : ফের করোনা আক্রান্তের হদিশ মিলল পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। এবার জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এক বৃদ্ধ। গতরাতে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের আসা রিপোর্টে ওই বৃদ্ধের করোনা পজিটিভের উল্লেখ রয়েছে। কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তমলুকের শহিদ মাতঙ্গিনী এলাকার বাসিন্দা ওই বৃদ্ধের চিকিৎসা চলছে।

এই বিষয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক নিতাই চন্দ্র মণ্ডল জানিয়েছেন, 'গতকাল রাতে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের পাঠানো রিপোর্টে নতুন করে ৬৪ বছরের এক বৃদ্ধের কোরোনা পজিটিভের উল্লেখ রয়েছে। তিনি তমলুকের করোনা আক্রান্ত পান ব্যবসায়ীর পরিবারের সদস্য। মনে করা হচ্ছে ওই ব্যবসায়ীর সংস্পর্শে এসেই তিনিও সংক্রমিত হয়েছেন। বর্তমানে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি।'

উল্লেখ্য, গত ৩১ মার্চ তমলুকের বাসিন্দা পেশায় কলকাতার পান ব্যবসায়ী বছর আশির এক বৃদ্ধের প্রথম কোরোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর সামনে আসে। পরে তাঁর পরিবারেরই আরও চার সদস্য করোনায় আক্রান্ত হন। জ্বর ও শ্বাসকষ্টের কারণে দিন তিনেক আগে ওই ব্যবসায়ীর বছর চৌষট্টির বৃদ্ধ ভাইকে ভর্তি করা হয় কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে।

ছয়ের পাতায়

রেশন মালিকদের অভিযোগ বিজেপি-র জাতীয় সভাপতিকে জানালের রাহুল সিনহা

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের রেশন ডিলারদের অভিযোগের কথা বিজেপি-র জাতীয় সভাপতিকে লিখিতভাবে জানালে দলের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রাহুল সিনহা। বৃহস্পতিবার রাহুলবাবু বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং টোমারের সঙ্গে।

অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস ফডারেশন ফেয়ার প্রাইস ডিলার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে লিখিত অভিযোগ করেছেন। খাদ্যমন্ত্রী ছাড়াও সংশ্লিষ্ট ১৩ জনকে চিঠির প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন।

তাতে তিনি বিশ্বম্ভরবাবু বলেছেন, শাসক দলের কাউন্সিলর, পঞ্চায়েত সদস্য ও কর্মীরা রেশন দোকানের মালিকদের ওপর বাড়তি চাল-গম চেয়ে মানসিক চাপ তৈরি করছেন। এরকম হতে থাকলে রেশনে গ্রাহকদের যা বরাদ্দ তাতে টান পড়বে। এ ব্যাপারে শাসক দলের নেতাকর্মীদের অন্যায় দাবির হাত থেকে রেশন ডিলারদের রক্ষা করতে চিঠিতে মন্ত্রীকে উদ্যোগী হওয়ার আবেদন করা হয়েছে।

করোনা সচেতনতায় পথে কুদঘাটের স্থানীয় বাসিন্দারা

কলকাতা, ১০ (হি স): করোনার মারন কামড়ে গৃহবন্দী শহরবাসী। করোনা সংক্রমণ থেকে শহরকে বাঁচাতে বারবারই সচেতনতায় প্রচার করা হচ্ছে। আর এবার করোনা মোকাবিলায় সচেতনতার প্রচারে পথে নামল কুদঘাটের স্থানীয় বাসিন্দারা। শুক্রবার কুদঘাট ব্রিজের উপর ছবি এঁকে করোনা সচেতনতায় প্রচার জানাচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দারা।

ক্রমাগত দেশজুড়ে বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।রাজ্যে এই মুহূর্তে করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসারত ৮৯ জন। তাই শহরবাসীকে সচেতন করতে রং তুলি দিয়ে কুদঘাট ব্রীজের উপরে ছবি আঁকল স্থানীয় বাসিন্দারা।ছবি আঁকার পাশাপাশি এলাকাবাসীকে সচেতন করতে রাস্তায় লেখা হয়েছে, "ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, বাড়িতে থাকুন"। পাশাপাশি এও লেখা হয়েছে "পুলিশ প্রশাসনের পাশে থাকতে এবং তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে"।

লকডাউনে বীরভূমে বন্ধ প্যাথলজি, সমস্যায় রোগীরা

বীরভূম, ১০ এপ্রিল (হি. স.) : সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী জরুরি পরিষেবার মাধ্যমে মানুষ পরিষেবা পাবেন সব সময়। কিন্তু লকডাউনের জেরে বীরভূম জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বন্ধ বেসরকারি প্যাথলজি ল্যাব। ফলে দারুণভাবে সংকটের মধ্যে পড়েছেন রোগীরা। সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকদের তরফে সমস্যার কথা প্রশাসনের কাছে তুলে ধরতেই কার্যত নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। কিন্তু কিভাবে এই প্যাথলজিগুলি সচল রাখা যায় সে বিষয়ে জেলা প্রশাসনের তরফে কোন পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানা যায়নি। কিন্তু দিনের পর দিন বেসরকারি এই প্যাথলজি ল্যাব গুলি বন্ধ থাকার কারণে চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে জেলার মুমূর্ষু রোগীদের। সমস্যায় পড়েছেন অন্তঃসত্ত্বা মহিলারা।

বিভিন্ন প্যাথলজিক্যাল ল্যাবের মালিকদের দাবি, লকডাউনের জেরে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকায় বাইরে থেকে আগত চিকিৎসক বা প্যাথলজিক্যাল টেকনিশিয়ানরা আসতে পারছেন না ল্যাবে। তাই বাধ্য হয়ে ল্যাবগুলি বন্ধ করে রাখা ছাড়া উপায় নেই। বীরভূমের জেলা সদর সিউড়ি সহ রামপুরহাট বোলপুর এবং আশেপাশের ছোটখাটো শহরগুলোতেও একই চিত্র। অন্যদিকে এই সমস্ত রোগীরা এই মুহূর্তে সরকারি হাসপাতালগুলোতে গিয়ে অন্য চিকিৎসার জন্য পরিষেবা পেতে কিছুটা সমস্যায় পড়েছেন বলে অভিযোগ। অনেকে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের আশঙ্কা বোধ করে তারা হাসপাতাল মুখ হতে ভয় পাচ্ছেন। তাই তাদের কাছে এই মুহূর্তে একমাত্র ভরসা বেসরকারি প্যাথলজিক্যাল ল্যাব। কিন্তু সেখানে কর্মীদের অভাবে ল্যাবগুলি বন্ধ থাকায় দারুণভাবে সমস্যার মধ্যে পড়েছেন রোগীরা। তবে এর মধ্যেই কিছু ব্যতিক্রমী চিত্র দেখা গেল বীরভূমের সিউড়ি রামপুরহাট এর কিছু লাগবে। তাদের দাবি ল্যাবরটরি খোলা রাখলেও পর্যাপ্ত পরিমাণ রিজেন্ট সাপ্লাই না থাকার জন্য রোগীদের বহু টেস্ট করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া কুরিয়ার সার্ভিস বন্ধ থাকার কারণে কলকাতা কেন্দ্রিক বিভিন্ন রকম লোকের টেস্ট গুলিও করা যাচ্ছে না। তাই যথেষ্ট পরিমাণ রিজেন্ট মজুদ না থাকার কারণে জেলার প্রায় ৯০ ভাগ প্যাথলজি বন্ধ রয়েছে জেলা জুড়ে। অন্যদিকে প্যাথলজির মালিকদের অভিযোগ পর্যাপ্ত পরিমাণ রেজেন্ট পাওয়া যাচ্ছে না বিভিন্ন প্রকার টেস্ট করার জন্য। এর উপরে যাদের কাছে সাময়িক পর্যাপ্ত রিজেন্ট মজুদ রয়েছে তারা ব্যাপক হারে কালোবাজারি শুরু করেছে। গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট করার জন্য যেমন থাইরয়েড, সুগার, হিমোগ্লোবিন প্রকৃতি টেস্টের জন্য যে রিজেন্ট গুলি প্রয়োজন হয় সেগুলি প্রায় দ্বিগুণ দামে কিনতে হচ্ছে বিক্রেতাদের কাছে। কলকাতার সঙ্গে জেলার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় দারুন ভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে এই রিজেন্ট কালোবাজারি। তাই দ্বিগুণ দাম দিয়ে নিজের কিনে টেস্ট করে ল্যাবরটরি গুলি সামর্থ্য না থাকায় সিংহভাগ ল্যাবরটরি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মালিকরা।

ল্যাবরটরি মালিকদের সরকারের কাছে আবেদন রিজেন্ট নিয়ে এই দুঃসময়ে দ্রুত কালোবাজারি বন্ধ করার ব্যবস্থা করা দরকার। পাশাপাশি কলকাতা থেকে জেলায় জেলায় রিজেন্ট পাঠানোর দ্রুত ব্যবস্থা করুক রাজ্য সরকার। বীরভূম জেলা বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট অনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক প্রেম নাথ সরখেল জানিয়েছেন, 'আমি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর সঙ্গে কথা বলেছি। উনার নির্দেশ মোতাবেক সমস্ত ল্যাবরটরি জেলাজুড়ে খোলা রাখার জন্য আবেদন করেছি ল্যাবরটরি মালিকদের কাছে। আমি শুনেছি জেলাজুড়ে বেশকিছু ল্যাবরেটরী বন্ধ রাখা আছে। আমি তাদের কাছে খবর নিয়ে জানতে পেরেছি যেসব মালিকরা

ছয়ের পাতায়

ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি আলিপুরদুয়ারে আহত বেশ কয়েকজন

সোনাপুর, ১০ এপ্রিল (হি. স.) : ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আলিপুরদুয়ারে। জমির ফসল, ঘরবাড়ি, গাছপালার ক্ষতি এমনকি মানুষের আহত হওয়ারও খবর সামনে এসেছে। ঝড়ে ক্ষতির মুখে পড়ে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত তপসিখাতা, চকোয়াখেতি, মথুরা ইত্যাদি গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক গ্রাম।

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত তপসিখাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঘরঘরিয়াহাট ও তার পার্শবর্তী এলাকা। ঘরঘরিয়াহাটের একাধিক বাড়িঘর ঝড়ের দাপটে লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়েছে। ঝড়ে ঘরের চালা ভেঙে আহত হয়েছেন এলাকার বেশকয়েকজন বাসিন্দা। তার মধ্যে বিমল মোদক নামের (৫২) এক ব্যক্তি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে এখনও চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও লক্ষ্মী মোদক(৩৪) নামে এক গৃহবধূ দুই পায়ে, উজ্জ্বলা মোদক (৪৮) নামে অপর আর এক মহিলা মাথায় চোট পেয়েছেন। ওই এলাকার শ্যামল সরকার নামে এক ব্যবসায়ী বলেন, 'দোকানের সমস্ত জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে। প্রায় কয়েক লক্ষ টাকার সামগ্রী নষ্ট হয়ে গিয়েছে।' এলাকাবাসী দেবব্রত মোদক, বিজয় মোদকরা বলেন, 'আমাদের শোবার ঘর পুরোপুরি ভেঙে গিয়েছে।'

অন্যদিকে, ঘরঘরিয়াহাট বাজার সংলগ্ন জেলা পরিষদের রাস্তায় বিশালাকৃতির একটি আমগাছ উপড়ে পড়ায় সেখানে যানচলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে রয়েছে। তার অনতিদূরে বিদ্যুতের একটি ট্রান্সফর্মার যন্ত্রাংশ সমেত রাস্তার ওপর ভেঙে পড়েছে। পুরো এলাকা গতকাল রাত থেকেই বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে। যদিও এদিন সকালে বিদ্যুত দপ্তরের কর্মীরা সেখানে পৌঁছে যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছেন।

স্থানীয়রা জানান, ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়িগুলির প্রত্যেকটিতেই প্রায় পঞ্চাশ থেকে এক লক্ষ টাকার সামগ্রীর ক্ষতি হয়েছে। এই বিষয়ে চকোয়াখেতি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান লতিকা রায় বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যাওয়া হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দেখা হচ্ছে। দ্রুত সেগুলি ঊর্দতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে।' ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যেই শিলাবৃষ্টি সংঘটিত হওয়ায় সোনাপুর, বাবুরহাট, মথুরা প্রভৃতি এলাকার একাধিক ভুট্টা এবং পাটখেত ক্ষতির মুখে পড়েছে। মাথায় হাত চাষিদের।

লকডাউন : বরাক-সহ অন্য রাজ্যের ১৪ জন অসহায় যুবককে তামিলনাড়ু সরকারের সাহায্য

করিমগঞ্জ (অসম), ১০ এপ্রিল (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও জেলা প্রসাশনের তৎপরতায় বরাক উপত্যকা সহ অন্য রাজ্যের ১৪ জন অসহায় যুবক তামিলনাড়ু সরকারের সাহায্য পেলেন। লক ডাউনের ফলে বহিঃরাজ্যে আটকে পড়া ১৪ জন যুবকের মধ্যে রাতাবাড়ি, মালুয়া, রায়পুর, শিলচর সহ পার্শবর্তী ত্রিপুরা রাজ্যেরও যুবক ছিলেন। তামিলনাড়ুতে একই ঘরে তাঁরা সকলে মিলে ভাড়া থাকতেন। লক ডাউনের ফলে কর্মস্থল তামিলনাড়ুতে আটকে পড়ে যান যুবকরা। কাজকর্ম হীন হয়ে তাঁরা ঘরবন্দি হয়ে পড়েন। হাতে যে সামান্য সম্বল ছিল তা-ও ফুরিয়ে যায়। এতে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হন তাঁরা।

এমতাবস্থায় করিমগঞ্জ জেলার আটকে পড়া যুবকরা করিমগঞ্জ জেলা পরিষদ সভাপতি আশিস নাথের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের দুর্দশার কথা তুলে ধরেন। আশিস খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারে জেলাশাসক আনবামুথান এমপির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জেলাশাসক বিষয়টি অবগত হয়ে তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ ভারতের ওই রাজ্যের সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকের কাছে একটি জরুরি বার্তা প্রেরণ করেন। করিমগঞ্জ জেলাশাসকের বার্তা পেয়ে বহিঃরাজ্যের জেলা প্রশাসন অ্যাকশনে নামে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এই সকল

ছয়ের পাতায়

ওড়িশার পর এবার ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত লকডাউন বাড়াল পঞ্জাব

চণ্ডিগড়, ১০ এপ্রিল (হি. স.) : ওড়িশার পর এবার দেশের দ্বিতীয় রাজ্য হিসেবে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত লকডাউন বাড়াল পঞ্জাব। শুক্রবার বিকেলে এই সিদ্ধান্তের কথা জানাল পঞ্জাব সরকার।

শুক্রবার পর্যন্ত ভারতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১২,০০০ ছাড়িয়েছে। পঞ্জাবে আক্রান্ত ১৩২ জন। দেশে চলছে ২১ দিনের লকডাউন। এই পরিস্থিতিতে দিল্লি ও মুম্বই, যেকানে সংক্রমণের হটস্পট বেড়েই চলেছে, তাদের তরফে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়েছে লকডাউনের সময়সীমা বাড়ানোর জন্যই। লকডাউনের ফলে দেশে বহু মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন।

ভিন রাজ্যে কাজের জন্য গিয়েছিলেন যে শ্রমিকরা, তাঁরাও পড়েছেন অসুবিধায়। কিন্তু অতিমারির পরিস্থিতিতে প্রাণ বাঁচানো আরও বেশি জরুরি বলে মেনে নিচ্ছে সব রাজ্যই। দেশে জনঘনত্ব অনেক বেশি হওয়ার ফলে এখানে সংক্রমণ ছড়ানোর সম্ভাবনা অনেক বেশি বলে মনে করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাও কঠিন। কোটি কোটি মানুষকে বস্তি এলাকায় বাস করতে হয়। সেখানে এগুলি মেনে চলা কঠিন বলে সংক্রমণ আরও ছড়ানোর আশঙ্কা করছেন অনেকেই।

প্রসঙ্গত, করোনার গ্রাসে গোটা বিশ্ব। ক্রমশ আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে পরিস্থিতি। মারণ ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে একাধিক দেশ। ইটালি ছাড়িয়ে মারণ জীবাণুর ভরকেন্দ্র এখন আমেরিকা। মার্কিন মুলুকে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ১৬ হাজার ছাড়িয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় মার্কিন মুলুকে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ১৭৮৩ জনের। গোটা পৃথিবীতে মৃতের সংখ্যা ৯৫ হাজার ছাড়িয়েছে। আক্রান্ত প্রায় ১৬ লক্ষ মানুষ। ভারতেও দাপট দেখাচ্ছে মারণ ভাইরাস। দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯৯। মোট আক্রান্ত ৬৪১২। সেরে উঠেছেন ৫০৪ জন। এদিকে পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্ত ৮০ জন। মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের ।

কোভিড-১৯ : মহারাষ্ট্রে নতুন করে আক্রান্ত ১৬ জন, সংক্রমিত বেড়ে ১,৩৮০

মুম্বই, ১০ এপ্রিল (হি.স.): মহারাষ্ট্রে ফের বাড়ল কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। মহারাষ্ট্রে বিগত ১২ ঘন্টার মধ্যেই এক লাফে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১৬ জন। নতুন করে ১৬ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ মারণ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১,৩৮০-তে গিয়ে পৌঁছেছে।

মহারাষ্ট্র স্বাস্থ্য দফতর ও বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সূত্রের খবর, মুম্বইয়ের দাদর এলাকায় দু''জন নার্স-সহ ৩ জনের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। দাদর এলাকায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৬। এছাড়াও ধারাভি এলাকায় ৫ জনের শরীরে মারণ এই ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। ধারাভি এলাকায় এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ২২।

পশ্চিমবঙ্গে করোনায় মৃত্যুর পরিসংখ্যানে রাজ্য সরকার ও কর্পোরেশনের রিপোর্টে ভিন্ন চিত্র

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (হি.স.): কোভিড -১ ৯ মহামারী এবং কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের তথ্য থেকে মৃতের সংখ্যা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবিতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। শুক্রবার কলকাতা কর্পোরেশনের একটি তথ্য সামনে আসে, যেখানে করোনা মহামারীজনিত কারণে মারা গিয়েছে এবং কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের আওতাধীন বিভিন্ন শ্মশানে যাদের দাহ করা হয়েছিল এমন লোকদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

কর্পোরেশনের তালিকা অনুসারে, কোভিড -১৯ মহামারীর কারণে মারা গিয়েছে কলকাতায় এমন ১০ জনের শেষকৃত্য করা হয়েছে। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করছেন যে রাজ্যে কোভিড -১৯ এ এখন পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা মাত্র ৫ জন। রাজ্য সরকারের দুটি বিভাগের পরস্পরবিরোধী দাবি থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোভিড -১৯-এ মারা যাওয়া ব্যক্তিদের আসল সংখ্যা গোপন করার অভিযোগ উঠেছে।

কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন নথিতে প্রকাশিত হয়েছে যে এনআরএস মেডিকেল কলেজ, আরজিকার মেডিকেল কলেজ, এমআর বঙ্গুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, আমরী হাসপাতাল, পিয়ারলেস হাসপাতাল এবং জেনিথ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে কলকাতায় করোনার সংক্রমণের কারণে ১০ জনকে মারা গেছে। যাদের নিমতলা শ্মশান, ধপা ও বাগমারী শ্মশানে শেষকৃত্য করা হয়েছে। ২৩ মার্চ থেকে ৬এপ্রিলের মধ্যে তাদের শেষকৃত্য করা হয়েছে। এই লোকেরা দমদম, উল্টাডাঙ্গা, শিবপুর, নিউ গড়িয়া, বেলঘরিয়া, মহেশতলা, বৈদ্যবাটি, ঠাকুরপুকুর এবং কাশীপুরের বাসিন্দা ছিলেন।

কলকাতা কর্পোরেশনের চিফ হেলথ অফিসার ডাঃ সৌমিত্র ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেবেন না বলে জানিয়েছেন। কর্পোরেশনের ডেপুটি-মেয়র অতীন ঘোষের কাছে প্রতিক্রিয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, তিনিও বিশদভাবে কিছু জানাননি। ডেপুটি-মেয়র বলেছিলেন যে মুখ্যমন্ত্রী যা বলছেন তা সঠিক। এবং তিনি কর্পোরেশনের তালিকায় সাড়া দিতে অস্বীকার করেছেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৯ সদস্যের একটি ডেটা বিশ্লেষণ দল গঠন করেছে যা রাজ্যে করোনায় মারা গিয়েছিল তাদের তথ্য বিশ্লেষণ করবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, করোনার শিকার যে কেউ হাসপাতালে মারা গেলে তার অর্থ এই নয় যে তিনি করোনার কারণে মারা গেছেন। হতে পারে তিনি অন্য কোনও রোগের কারণে মারা গিয়েছেন। এজন্য ডাক্তারদের দল প্রথমে করোনা আক্রান্ত কোনও মৃত্যুর ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করবে এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে মৃত্যুর প্রকৃত কারন সম্পর্কে।

রেশন অমিল, কাঁকসায় পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ি ঘেরাও গ্রামবাসীদের

দুর্গাপুর, ১০ এপ্রিল (হি. স.) : কার্ড না থাকায় রেশন অমিল। আর রেশন না পাওয়ায় পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ি ঘেরাও করল গ্রামবাসীরা। শুক্রবার ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়াল পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার মলানদীঘি পঞ্চায়েতের আড়া-কালীনগর এলাকায়। প্রায় ৪ ঘন্টা পর প্রশাসনের আশ্বাসে বিক্ষোভ ওঠে।

জানা গিয়েছে, আড়া-কালীনগর এলাকার শ''খানেক আদিবাসী পরিবার পঞ্চায়েত সদস্য ফেলারাম গোস্বামী''র বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ শুরু করে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, লকডাউনে কাজ বন্ধ। সরকারের রেশনের বরাদ্দ খাদ্য সামগ্রী-এর পরিমান লকডাউন চলাকালীন পর্যাপ্ত নয়। এমনকি যাদের রেশন কার্ড নেই তাঁরা রেশনে খাদ্য সামগ্রী পাচ্ছে না। ফলে চরম সঙ্কটে দিন কাটছে। বিক্ষোভকারী চম্পা মাড্ডি বলেন, লকডাউন চলছে বলে সব কাজকর্ম আমাদের বন্ধ রয়েছে। যে পরিমাণ রেশন সামগ্রী মিলছে তাতে ক''দিন সংসার চলবে। পরিমাণ বাড়াতে হবে চাল ও গমের। যাদের রেশন কার্ড নেই তাঁদের এখনও রেশন পাইনি। তাই আমরা পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে এসেছি। যাদের কার্ড নেই, তাদের অবিলম্বে রেশন দেওয়ার ব্যাবস্থা করতে হবে। তাছাড়াও রেশনে খাদ্য সামগ্রীর পরিমান বাড়াতে হবে।' বিক্ষোভকারীদের দাবি, অবিলম্বে পর্যাপ্ত পরিমাণে রেশন সামগ্রী প্রতিটি পরিবারে''কে দিতে হবে। পাশাপাশি যাদের রেশন কার্ড নেই তাঁদের রেশন অবিলম্বে চালু করতে হবে।'

ভুক্তভোগী পঞ্চায়েত সদস্য ফেলারাম গোস্বামী বলেন, 'আমার বাড়ি ঘেরাও করে সকাল থেকে চাল গমের জন্য বিক্ষোভ দেখাচ্ছে কয়েকশো মানুষ। আমি বিষয়টি প্রধান ও পুলিস''কে জানিয়েছি। কিন্তু পুলিস না আসায় ভোগান্তি''র মুখে পড়তে হয় আমাকে। আমি আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ উঠে যায়।'শেষমেশ পঞ্চায়েত সদস্যের আশ্বাসে প্রায় ৪ ঘণ্টা পড়ে বিক্ষোভ উঠে যায়। কাঁকসা বিডিও সুদীপ্ত ভট্টাচার্য বলেন, 'যাদের রেশন কার্ড নেই, তাঁরা কুপনের মাধ্যমে রেশন পাবে। বিষয়টি দেখা হচ্ছে।'

কাছাড়ের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় জারি ১৪৪ ধারা

শিলচর (অসম), ১০ এপ্রিল (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে উগ্রপন্থীদের সম্ভাব্য অনুপ্রবেশ, অবৈধ কাজকর্ম, অত্যাবশ্যক সামগ্রী তথা গবাদি পশু ইত্যাদির চোরাচালান রোধে ভারতীয় ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। কাছাড়ের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বর্ণালী শর্মা ভারতীয় ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারার অধীনে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিষেধাজ্ঞায় জানানো হয়েছে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাড় জেলার অংশ দিয়ে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে কেউ চলাফেরা করতে পারবেন না। এছাড়া এই সময়কালে কেউ সুরমা নদী বা এর তীরবর্তী এলাকায় সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত চলাফেরা করতে পারবেন না। মাছ ধরার জন্য সুরমা নদীতে কেউ নৌকা নিয়ে চলাফেরা করেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তবে কেউ মাছ ধরতে চাইলে এর জন্য কাটিগড়া সার্কল অফিসারের অনুমতি নিতে হবে। এই অনুমতি নির্ধারিত নিয়ম নীতির ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক মাছ ধরার লেসি দিতে পারবেন।

বলা হয়েছে, সীমান্তের ৫ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কেউ চাল, চিনি, ভোজ্য তেল, কেরোসিন ইত্যাদি অত্যাবশ্যক সামগ্রী রিকশা বা যে কোনও প্রকারের যানবাহন নিয়ে পরিবহণ করতে পারবেন না। তবে একান্ত প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি নিতে হবে। তবে এই নির্দেশ কেবলমাত্র রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না বলে জানানোর পাশাপাশি গতকাল থেকে কার্যকর এই আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে আগামী দু মাস বলবৎ থাকবে।

হটস্পট এলাকার প্রতিটি ঘরেই হোক-করোনা-পরীক্ষা, আর্জি সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে এবং প্রতিটি হটস্পট শহরের বাড়ি-বাড়িতে পরীক্ষা, আক্রান্ত রোগীকে শনাক্তকরণ ও পরীক্ষা জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হোক, শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে এমনই আবেদন জমা পড়ল।

লকডাউন লাগু থাকা সত্বেও ভারতে দ্রুত গতিতে ছড়াচ্ছে করোনাভাইরাস। প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ ও আক্রান্তের সংখ্যা। করোনার প্রকোপে ত্রস্ত সমগ্র ভারতবাসী। এমতাবস্থায় হটস্পট শহরের বাড়ি-বাড়িতে যাতে পরীক্ষা করা হয়, এমনই আবেদন জমা পড়ল শীর্ষ আদালতে। আবেদন উল্লেখ, কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে এবং প্রতিটি হটস্পট শহরের বাড়ি-বাড়িতে পরীক্ষা, আক্রান্ত রোগীকে শনাক্তকরণ-পরীক্ষা জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হোক।

কঠিন সময়ে ভবঘুরেদের খাবারের দায়িত্ব আরপিএফের

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (হি স): করোনা সংক্রমণ এড়াতে চলছে লকডাউন।আর যার জেরে কলকাতাতেও চলছে লকডাউন। কিন্তু এতে চরম সমস্যায় ভবঘুরে মানুষগুলো।এবার সেইসব ভবঘুরেদের দায়িত্ব নিল রেলের আরপিএফরা। লকডাউনের জেরে বন্ধ রেল।আর যার ফলে বিভিন্ন স্টেশনের কাছে থাকা ভবঘুরেদের বেশিরভাগ দিনই কাটছে উপোস করে।আর তাই এবার তাদের পাশে দাঁড়ালো রেলের আরপিএফরা।এই উদ্যোগে আইআরসিটিসি এবং বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠনকেও পাশে পেয়েছেন তাঁরা।

এ প্রসঙ্গে শিয়ালদহের আরপিএফের সিনিয়র কমান্ড্যান্ট এ ইব্রাহিম শরিফ জানান, ”এক অসম লড়াই চলছে। লকডাউনে সাধারণ মানুষের রোজগার নেই। হাজার হাজার মানুষ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে। সবাইকে নিয়ে বাঁচতে হবে। স্টেশন ফাঁকা। সেখানে ১২ ঘন্টা করে প্রহরা দিচ্ছেন আরপিএফ কর্মীরা। শিয়ালদহের ২০১টি স্টেশন প্রহরার সঙ্গে গরিব মানুষের খাওয়াতে ব্যস্ত ১ হাজার ৭৫০ জন আরপিএফ কর্মী। এ চিত্র সারা দেশের। লড়াইটা বাঁচার জন্য। এজন্য আমরা সবাই এক। সে হোক। দরিদ্র মানুষ বাঁচাতে হবে”।

পরিবহন মন্ত্রী প্রেরিত খাদ্যসামগ্রী বিতরণ পুর এলাকায়

বাঁকুড়া, ১০ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় লকডাউনের জেরে বহু মানুষ পড়ছেন খাদ্য সমস্যায়।এই সব দুর্গত মানুষদের কাছে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দিতে বহু স্বেচ্ছা সেবী সংস্থা, মঠ মিশন ও রাজনৈতিক দলগুলি সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।বাঁকুড়া জেলার তিনটি পুর এলাকার জন্য পরিবহন মন্ত্রী তথা তৃণমূলের জেলা পর্যবেক্ষক শুভেন্দু অধিকারী তিন হাজার প্যাকেট খাদ্যসামগ্রী পাঠিয়েছেন। শুক্রবার সেই সব খাবারের প্যাকেট পুর কাউন্সিলর ও ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত দের হাতে তুলে দেওয়া হয়।তারা নিজ নিজ এলাকার দু:স দের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানান তৃণমূল কংগ্রেসের কো চেয়ারম্যান অরূপ চক্রবর্তী।তিনি জানান বাঁকুড়া পুর এলাকায় ১৩৯ টি বুথে, সোনামুখি পুরসভার ২৯টি বুথে এবং বিষ্ণুপুর পুর এলাকার ৬৯ টি বুথে জন্য খাদ্যসামগ্রীর প্যাকেট বিতরণ করা হয়।এর পূর্বে শুভেন্দু অধিকারী জেলার ২৪ টি ব্লকের জন্য খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেন, দ্বিতীয় দফায় জেলার তিন পুরসভার জন্য ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছেন।তিনি আরও বলেন স্কুলডাঙায় তার কার্যালয়ের সামনে ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে যা দিবারাত্রি খোলা থাকছে পরিষেবা প্রধানের জন্য।

লকডাউনে পর্যাপ্ত যোগান না থাকায় কোচবিহারে ব্যবসা বন্ধ রাখলেন ফুল ব্যবসায়ীরা

কোচবিহার, ১০ এপ্রিল (হি. স.) : লকডাউনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফুলের বাজার খোলার অনুমতি দিলেও সংক্রমণ ছড়ানোর ভয়ে ফুলের ব্যবসা বন্ধ রাখলেন কোচবিহারের ফুল ব্যবসায়ীরা।

তারা জানান, পরিবহন ব্যবস্থা বন্ধ থাকায় শহরে ফুলের পর্যাপ্ত যোগান নেই। অপরদিকে, বেলা ১১টার পর রাস্তাঘাটে লোক তেমন বের হয় না। এতে স্বভাবতই ফুলের ব্যবসায় মার খাওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। এদিকে দোকানের পাশেই রয়েছে কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। সেখানে বিভিন্ন জায়গার মানুষের সমাগম হয়। এতে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা। এইসব বিভিন্ন কারণে কোচবিহার শহরে ফুলের ব্যবসা বন্ধ রাখা হয়েছে।

কোচবিহার শহরে প্রায় কুড়িটি ফুলের দোকান রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন বাজারে ছোটো ব্যবসায়ীরা পুজোর ফুল নিয়ে বসেন। জানা গিয়েছে, কোচবিহার ফুলের চাহিদা থাকলেও বিশেষত কলকাতা থেকেই সেইসব ফুল আনা হয়। বর্তমানে লকডাউন চলাকালীন পরিবহন বন্ধ থাকায় বাইরে থেকে সেভাবে ফুল আসছে না।ফুল ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, এত দাম দিয়ে ফুল কেনার পর রাখবার পর্যাপ্ত পরিকাঠামো না থাকায় সেসব ফুল নষ্ট হবে। লকডাউন থাকায় ক্রেতার দর্শন সেভাবে মেলা ভার। এতে আখেরে পুরো টাকাটাই নষ্ট হচ্ছে তাদের। সেসব কারণেই ব্যবসা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শহরের ফুল ব্যবসায়ীরা।

জরুরী পরিষেবা

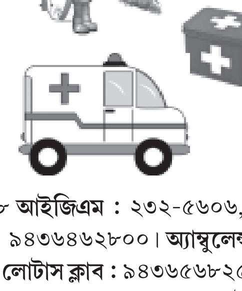

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

লকডাউনে ট্যাক্সির ব্যবস্থা পরিবহণ দফতরের

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (হি স): করোনা কাঁটায় কপালে ভাঁজ পড়েছে শহরবাসীর। করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। কিন্তু এই লকডাউনেও মিলছে জরুরী পরিষেবা। কিন্তু লকডাউনে বন্ধ ট্রেন বাস মেট্রো। তবে এবার মানুষের সুবিধার্থে পথে নামছে ট্যাক্সি ।আপাতত ৩০০ টি ট্যাক্সি পথে নামানোর ব্যবস্থা করল পরিবহন দফতর।

পরিবহণ দফতর সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে শ্যামবাজার, উল্টোডাঙা, এক্সাইড, গড়িয়াহাট ও গড়িয়া, ৫টি জায়গাকে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। লকডাউন চলাকালীন জরুরি প্রয়োজনে শহরের রাস্তায় চলবে ট্যাক্সি। একটি বিশেষ নাম্বারের ব্যবস্থা করছে পরিবহণ দফতর। সেই নাম্বারে ফোন করে আগে কারণ জানাতে হবে ট্যাক্সি বুক করার। কেন প্রয়োজন তা ট্যাক্সিকে জানাতে হবে। জরুরি কারণ ছাড়া মিলবে না ট্যাক্সি। কারণ জানার পরই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে ট্যাক্সি। পরিবহন দফতর সূত্রে আরও খবর, ট্যাক্সিচালককে পড়তে হবে মাক্স এবং পাশাপাশি যে ট্যাক্সি নিয়ে পথে বেরোবে সেটিকে করতে হবে জীবাণুমুক্ত।

লকডাউনে কোনও অস্থায়ী কর্মীকে ছাঁটাই করা যাবেনা, বিজ্ঞপ্তি জারি কলকাতা পুরসভার

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (হি. স.): করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে লক ডাউন জারি হয়েছে গোটা দেশে। এরমধ্যে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ক্রমেই চিন্তা বেড়েছে কলকাতা পুরসভার চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের। তবে এই বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে জানানো হয়েছে এই লক ডাউনের সময় কোনও চুক্তিভিত্তিক কর্মীকে ছাঁটাই করা হবে না।

লকডাউন জারি হওয়ার পর থেকেই প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছিল এই অবস্থায় কোনোভাবেই অস্থায়ী কর্মীদের বা কলকাতা পুরসভার ১০০দিনের কর্মীদের ছাঁটাই করা যাবে না। বরং ১০০ দিনের কর্মীদের বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রশাসনের তরফে। এই অবস্থায় কলকাতা পুরসভার চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা চিন্তায় পড়ে ছিলেন তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল যে চুক্তি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বসিয়ে দেওয়া হবে কিনা তা ভেবে। তবে পুরসভার তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানান হল এই লক ডাউনের সময় কোন চুক্তিভিত্তিক কর্মীকে ছাঁটাই করা হবে না। তবে লকডাউন শেষ হওয়ার পরেই সেই কর্মীদের নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এমনকি এই সময়ে সেই সমস্ত চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের সম্পূর্ণ বেতন দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে ওই বিজ্ঞপ্তিতে।

হরিশ্চন্দ্রপুরে পেট্রোল পাম্পে চুরি, চাঞ্চল্য এলাকায়

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১০ এপ্রিল (হি. স.) : মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে চাঁচল জাতীয় সড়কের ধারে বটতলা এলাকার কাছে থাকা একটি পেট্রোল পাম্পে চুরির ঘটনা ঘটল। শুক্রবার সকালে পাম্প খুলতে এসে বিষয়টি নজরে আসে পাম্প কর্মীর। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

ওই পাম্পের কর্মী বৈদ্যনাথ রাম জানান, এদিন সকালে পাম্প খুলতে এসে তিনি দেখেন অফিসে বিদ্যুৎ নেই। তিনি পিছনে জেনারেটর ঘরটি খুলতে গিয়ে দেখেন ঘরের তালা ভাঙা এবং ঘরের মধ্যে রাখা জেনারেটর ও হাওয়া ভরার মেশিন দুটোই সেখান থেকে চুরি হয়ে গিয়েছে। পাম্প কর্তৃপক্ষের ধারণা, এমনিতেই ফাঁকা জায়গায় ওই পেট্রোল পাম্পটি অবস্থিত। লকডাউনের জেরে বিকেলের পর থেকে এলাকা শুনশান হয়ে যায়। এই সুযোগে চুরির ঘটনা ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি সঞ্জয়কুমার দাস বলেন, ‘আমরা অভিযোগ পেয়েছি। ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

বেড়ে ৬০

আটের পাতার পর

নালন্দায় দু”জন, সরণ-এ একজন, লখীসরাইয়ে একজন, ভাগলপুরে একজন এবং নওয়াদায় একজন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। বিহারে ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে একজনের এবং সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৭ জন।

দাঁড়াল ১৫

পাচের পাতার পর

সেখানেই চিকিৎসকরা গতকাল তাঁর সোয়াবের নমুনা পরীক্ষার জন্য রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরে পাঠান। রিপোর্টে দেখা যায় তিনি কোরোনা আক্রান্ত। ফলে তমলুকের ওই পরিবারের করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৬। এই নিয়ে এলাকায় আক্রান্ত হলেন ৮ জন। সব মিলিয়ে পূর্ব মেদিনীপুরে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৫ জন। এছাড়াও কলকাতার দুই বাসিন্দা পূর্ব মেদিনীপুরের একটি বিয়েবাড়িতে যোগ দিতে এসে কোরোনায় আক্রান্ত হন।

সরকারের সাহায্য

পাচের পাতার পর

অসহায় যুবকদের উদ্ধার করে তামিলনাড়ু সরকারের আশ্রয় শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়।

সর্বশেষ খবরে প্রকাশ, তামিলনাড়ুর সরকারি আশ্রয় শিবিরে ১৪ জন অসহায় যুবকের থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। যুবকদের অভিভাবকগণ করিমগঞ্জ জেলা পরিষদ সভাপতি আশিস নাথ ও জেলাশাসক আনবামুথান এমপির এই পদক্ষেপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

সমস্যায় রোগীরা

পাচের পাতার পর

বিভিন্ন কর্মচারীদের উপর নির্ভরশীল হয়ে প্যাথলজি চালান সেই কর্মচারীদের কাজে যোগ না দিতে পারার জন্য তারা প্যাথলজি বন্ধ রেখেছেন। গাড়ি বন্ধ থাকার কারণে দূরদূরান্ত থেকে প্যাথলজির কর্মচারীরা কাজে যোগ দিতে পারছেন না। আমি নিজেও একটি প্যাথলজির মালিক। সিউড়িতে আমার প্যাথলজি খোলা আছে। তবে কলকাতা থেকে কুরিয়ার বা গাড়ি বন্ধ থাকার কারণে রিজেন্ট সাপ্লাই বন্ধ রয়েছে। তাই রিজেন্ট নিয়ে কিছুটা ঘাটতি আছে। কিন্তু কালোবাজারি কথা বা বেশি দামে রিজেন্ট বিক্রি করার কথা আমি এখনো শুনিনি। আমি এই বিষয়ে খবর নিয়ে দেখবো।’ তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সিউড়ির এবং রামপুরহাটের ২ প্যাথলজির মালিক জানিয়েছেন,‘রিজেন্ট নিয়ে বীরভূমে কালোবাজারি যথেষ্টভাবে চলছে। এটা দ্রুত বন্ধ হওয়া দরকার। কালোবাজারি বন্ধ হলে অনেক প্যাথলজি হয়তো খুলবে।’

বাজেয়াপ্ত ৭০০ গাড়ি

তিনের পাতার পর

তারই মাঝে চলছে লকডাউন না মানা পাবলিকদের ধরপাকড় প্রক্রিয়াও। লকডাউন ইস্তক কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে প্রায় ১০ হাজার আইনভঙ্গকারী। গাড়ি বাজেয়াপ্ত হয়েছে, ৭০০ এরও বেশি। এখন জরুরি প্রয়োজন ছাড়া পথে বার হলেই গাড়ি আর বাইক দুটোই বাজেয়াপ্ত করেছে কলকাতা পুলিশ।

এই ব্যাপারে অবশ্য অধিকাংশ মানুষ লালবাজারের ভূমিকার প্রশংসা করছেন। কলকাতা পুলিশের ফেসবুক পেজ থেকে শুরু করে পুলিশ কমিশনারের টুইট, এমনকি বিভিন্ন থানাতেও টহলদারি বাহিনীর মাধ্যমে আমজনতাকে সতর্ক করা হয়েছে। তাতেও অনেকের চেতনা হয়নি। পুলিশের আশা, এই গ্রেফতারের তথ্য প্রকাশ্যে এলে এই ব্যাপারে অনেকের চোখ খুলতে পারে।

লকডাউনের মধ্যেও বিশেষভাবে গুড ফ্রাইডে পালন করল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (হি.স.) : লকডাউনের মধ্যেও কলকাতায় বিশেষভাবে গুড ফ্রাইডে পালন করল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ।শুক্রবার কলেজের কলকাতা প্রাক্তনী তাঁদের সভাপতি ও কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেন্ড ফাদার ডমিনিক স্যাভিও এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলকাতার সর্বাধ্যক্ষ রেভারেন্ড ফাদার জয়রাজ ভেলুস্বামী ও অন্যান্য ফাদারের নেতৃত্বে কলকাতা পুলিশের সহযোগিতায় এদিনের খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল

ফাদার ডমিনিক স্যাভিও বলেন, ‘আজকের পবিত্র দিনে সবার সঙ্গে দৈনিক আহার ভাগ করে নেবার তাৎপর্যই আলাদা। সেন্ট জেভিয়ার্সে সকলের সংকল্প হচ্ছে অপরের জন্য কিছু করা, আর তার জন্যেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।’ সমস্ত রকম নিরাপত্তা বিধি মেনেই আজকের এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

সেন্ট জেভিয়ার্স কলকাতা এর আগেই মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ করোনা ত্রাণ তহবিলে ৪০ লক্ষ টাকা দান করেছে। এদিনের খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল কলকাতা পুলিশের সহযোগিতায়।

হাইড্রোঅক্সিক্লোরোকুইনের জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা ধনকরের

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (হি. স.) : করোনাভাইরাসের মোকাবিলায় গোটা বিশ্ব হাইড্রোঅক্সিক্লোরোকুইনের ওপর নির্ভর করছে। এটা ভেবে গর্ব অনুভব হচ্ছে। এর আবিষ্কর্তা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন এই বাংলার সন্তান। শুক্রবার টুইটে বিজ্ঞানসাধককে শ্রদ্ধা জানালেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

‘ভারতীয় রসায়নের জনক’ অভিধায় চিহ্নিত করে ধনকর লিখেছেন, এদেশে রসায়নের গবেষণা তিনি শুরু করেছিলেন। ভারতে প্রকাশিত প্রফুল্লচন্দ্রের একটি ডাকটিকিট সহযোগে ধনকর টুইটে লিখেছেন, শিক্ষাগুরু হিসাবেও তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ছিলেন। ১৮৯৬-এ মার্কিউরিয়াস নাইট্রেট আবিষ্কার করেন তিনি। ১৯০১ সালে তৈরি করেন দেশের প্রথম ফার্মাসিউটিক্যাল কারখানা বেঙ্গল কেমিক্যাল।

জওয়ান

● প্রথম পাতার পর

তিনি কর্মরত সেই ক্যাম্পের সকল জওয়ানদের নমুনা পরীক্ষা করা হবে।

সরকারের গাইডলাইন অনুসারে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে। শ্রী দেববর্মা জানান, নতুন আক্রান্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি রাজ্যের অধিবাসী নন। তিনি ত্রিপুরাসুন্দরী এক্সপ্রেসে করে ধর্মনগরে নামেন। ঐ ট্রেনের একই কোচে সফর করা যাত্রীদের মধ্যে যারা আগরতলা ও উদয়পুরের ছিলেন তাদেরও আগেই পরীক্ষা হয়েছে। তারা সকলের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

ডাঃ দীপ দেববর্মার কথায়, প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে রাজ্যে করোনা ভাইরাসে দ্বিতীয় আক্রান্তের মাধ্যমেই ওই মহিলা সংক্রমিত হয়েছিলেন। তবে, করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, ওই মহিলার নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে সংক্রমণ অনেকটাই কমেছে বলে রিপোর্টে এসেছে। তাই আশা করা যাচ্ছে সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন। তিনি জানান, ওই মহিলার আগামীকাল ফের পরীক্ষা করা হবে। পরপর দুটি পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ থাকলেই তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

ভরসা

● প্রথম পাতার পর

প্রশাসনের তরফে উদয়পুর সেন্ট্রাল রোড, চক বাজার এলাকার বাসিন্দাদের জন্য ওই আদেশ বলবৎ করা হয়েছে বলে ঘোষণা দিয়েছে। আজ উদয়পুর মহকুমায় কারফিউ পুরো মাত্রায় সফল হয়েছে। মানুষের অযাচিত ঘোরাফেরা বন্ধ করা যাচ্ছে না বলে সাংবাদিক সম্মেলনে গোমতী জেলা শাসক টি কে দেবনাথ হতাশা ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু, কারফিউ উদয়পুর মহকুমাবাসীকে গৃহবন্দী হতে বাধ্য করেছে। আর তাতে করোনা ভাইরাস ছড়ানোর সম্ভাবনা কম বলেই মনে করা হচ্ছে। ফলে, ওই ভাইরাসের সাথে মোকাবিলায় ভবিষ্যতে কারফিউ একমাত্র মাধ্যম কিনা তা বিবেচনা করার সময় এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

জীবনাবসান

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে তিন জীবন কাটিয়েছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, দুই কন্যা সহ বহু আত্মীয় পরিজন রেখে গিয়েছেন।

তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা রতি মোহন জমাতিয়ার প্রয়াণে আমি গভীর ভাবে মর্মাহত। পার্টির প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হবে। প্রয়াতের পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। রতি মোহন জমাতিয়ার প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক রতন ভৌমিকও। প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে শোক প্রকাশ করেছেন। শোকবার্তায় সুদীপ রায় বর্মন বলেন, বাম বিরোধী লড়াই সংগ্রামের প্রথম সাড়ির রাজ্য নেতৃত্ব ছিলেন রতি মোহন জমাতিয়া।

খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত

আটের পাতার পর

ঘোষণা করায় গরিব অংশের মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। তাদের পরিবারে অনাহার নিত্য সঙ্গী হয়ে দাড়িয়েছে। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগীরাও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে শুরু করেছেন। রাজধানীর নেতাজি প্লে ফোরাম সেন্টারও নেতাজি চৌমুহনি এবং গাঙ্গাইল এলাকার গরিব মানুষের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে শুক্রবার। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিধায়ক আশিস কুমার সাহা এবং নেতাজি প্লে ফোরাম সেন্টারের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করতে গিয়ে বিধায়ক আশিস কুমার সাহা বলেন, নেতাজি প্লে ফোরাম সেন্টার সবসময়ই মানুষের সেবায় ব্রতী হয়েছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণে মানুষ যখন অসহায় হয়ে পড়েছেন তখনও তারা গরিব মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। অন্যান্য সংস্থাগুলিও গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াতে উদ্যোগ নিচ্ছে। সবগুলি ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে এই সঙ্কটময় মুহূর্তে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছেন বিধায়ক আশিস কুমার সাহা। তিনি বলেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিহত করতে হলে সকলকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। নেতাজি প্লে ফোরাম সেন্টার সরকারি নির্দেশ মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই গরিব মানুষের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে চলেছে। প্রত্যেককেই এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। আশিসবাবু বলেন, জাতি, সমাজ ও দেশকে রক্ষা করতে হলে ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী, সমাজসেবী ও হৃদয়বান মানুষজনকে সহযোগিতার হাত আরও সম্প্রসারিত করতে হবে। কেননা সরকারের একার পক্ষে এই সঙ্কট মোকাবিলা করা কোনভাবেই সম্ভব হবে না। সরকার নির্দেশিত নিয়মকানুন মেনে সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। নেতাজি প্লে ফোরাম সেন্টারের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এ ধরনের সামাজিক কাজকর্মে তারা আগামীদিনেও এগিয়ে আসবেন। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে তারা এলাকার সকল জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

রুজির খোঁজে পেশাবদল, চেনা ছকের বাইরে অনেকে

কলকাতা, ১০ এপ্রিল (হি. স.) : লকডাউনের মেয়াদ না কাটতেই রুজির খোঁজে বেড়িয়ে পড়ছেন নানা এলাকার মানুষ। প্রয়োজনে চেনা পেশা বদল করে আয়ের চেষ্টা করছেন।

কলকাতা পুরসভার ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের অধীন সার্ভে পার্কে মাছ বিক্রি করছেন দুলাল সাঁপুই। পেশায় দিনমজুর। ঠিকাদারের কাজ না থাকলে রোজ সকালে নানা রকম শ্রমিক-মজুরের সঙ্গে এসে বসেন জোড়া ব্রিজের ধারে। সেখানে মাঝে মাঝে মেলে কাজের বরাত। কিন্তু বেশ ক’দিন ধরে কাজ নেই। ঘরে কখনও অভূক্ত, কখনও অর্ধভূক্ত তিনটি প্রাণী। তাই বামুনঘাটার পাইকারদের কাছ থেকে মাছ এনে বেচছেন ঘরে ঘরে।

আবার ওয়েডিং ফটোগ্রাফি করেই সংসার চালাচ্ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে ল ডাউনের জেরে জলপাইগুড়ির কয়েকজন এখন চোখে সর্ষে ফুল দেখছেন। কিন্তু এইভাবে পেটে গামছা বেধে আর কতদিন। তাই চক্ষুলজ্জাকে দূরে সরিয়ে বাধ্য হয়ে বাজারে বসে মাছ বিক্রি করতে হচ্ছে তাঁদের।

এলাকারই এক স্টুডিওর মালিক শঙ্কর দাস জানান, “খুব খারপ অবস্থা। দোকান দীর্ঘদিন ধরেই খুলতে পারছি না। কিছু না করে খেলে সংসার নিয়ে অনাহারে মারা যাব। তাই বাধ্য হয়ে কয়েকজন ফোটোগ্রাফার বন্ধু মিলে এলাকায় মাছ বিক্রি করা শুরু করলাম।

যারা ছোটখাট ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তাঁদেরও এখন দৈনদশা। একজন আবার টোটো চালক। নাম ঠাকুর চন্দ্র দাস। টোটো রিক্সা চালিয়েই তাঁর সংসার চলত। কিন্তু বর্তমান তাঁর শোচনীয় অবস্থা। তাই বাধ্য হয়ে টোটো রিক্সোতেই এখন সবজির দোকান বানিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ফেরি করে বেড়াচ্ছেন তিনি। তবে শুধু তিনি নন, জলপাইগুড়ি শহরের অধিকাংশ টোটো চালকই এখন এভাবেই দিন গুজরান করছেন।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ মিলল না উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের সহকারি সুপারের দ্বিতীয় পরীক্ষায়

শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল (হি. স.) : অবশেষে স্বস্তির হাওয়া উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। দ্বিতীয়বারের পরীক্ষায় করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সম্ভাবনা মিলল না সহকারি সুপার সুদীপ্ত মণ্ডলের লালারসের নমুনায়। শুক্রবার পরীক্ষাগারের রিপোর্ট হাতে পেতেই স্বস্তি পেলেন রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের কর্তারা।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এক নার্সের পরে হাসপাতালের সহকারি সুপারের প্রথম পরীক্ষায় করোনা ভাইরাসে থাকার কথা জানা গিয়েছিল। অসুস্থতার জন্য মেডিকেলের সহকারি সুপার সুদীপ্ত মণ্ডলকে মঙ্গলবারই হোম কোয়ারান্টিনে পাঠানো হয়েছিল। সেই রাতেই তাঁর লালারসের নমুনা পরীক্ষার জন্য মেডিকেলের ভাইরাস রিসার্চ অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরিতে (ভিআরডিএল) পাঠানো হয়। বুধবার ভিআরডিএল থেকে সহকারি সুপারের লালারসের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই নিয়ে হাসপাতালে রীতিমতো হইচই পড়ে যায়।

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, নিয়ম মত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সহকারি সুপারের লালারস দ্বিতীয়বারের জন্য পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। এই পরীক্ষাও করা হয়েছে মেডিকেলের ভাইরাস রিসার্চ অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরিতে। দ্বিতীয়বারের পরীক্ষার রিপোর্ট শুক্রবার হাতে পায় কর্তৃপক্ষ। আর তাতেই স্পষ্ট করা হয়েছে যে, সহকারি সুপার করোনায় আক্রান্ত নয়। মনে করা হচ্ছে, আরও সুনিশ্চিত হতে আরও একবার পরীক্ষা হতে পারে। ততদিন তিনি হোম কোয়ারান্টিনেই থাকবেন।

২৪ ঘন্টায়

● প্রথম পাতার পর

এখানে করোনা আক্রান্ত হয়ে ২৫ জন মারা গেছে। করোনা আক্রান্ত রোগীদের সংখ্যাও দ্রুত বাড়ছে। মহারাষ্ট্রে করোনা আক্রান্ত হয়েছে মোট ১৩৬৪ জন। অন্যদিকে, অরুণাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা, মণিপুর, লাদাখ, ছত্তিশগড়, চণ্ডীগড়, গোয়ার মতো দেশের কয়েকটি রাজ্য বাদে অন্যান্য জায়গায় খুব দ্রুত বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। করোনা আক্রান্ত হটস্পটগুলি মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, দিল্লি এবং তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশে দ্রুত তৈরি হতে দেখা যাচ্ছে। সারা দেশের ২৮৪ টি জেলা করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতে, এখন দেশের ৩১ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে করোনার ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রশাসন

● প্রথম পাতার পর

কঠোরভাবে দেখা হবে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রাজ্য সরকারের সাধারন প্রশাসন (এ আর) দপ্তর থেকে এক আদেশে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

উজ্জ্বলা

● প্রথম পাতার পর

ওই গ্রাহকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অগ্রিম ভর্তুকির টাকা জমা করে দেওয়ায় ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সেইসঙ্গে যাতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে রান্নার গ্যাসের সরবরাহ গ্রাহকদের কাছে থাকে তার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এপ্রিল-মে মাসে ৫০ শতাংশ বেশি এলপিজি আমদানি করা হবে। এর জন্য ইন্ডিয়ান অয়েল যা দেশের সর্ববৃহৎ রিফাইনার এবং ফুয়েল রিটেলার বেশ কিছু পদক্ষেপ করেছে এলপিজি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য।পাশাপাশি চাহিদার কথা মাথায় রেখে এপ্রিল-মে মাসে ৫০ শতাংশ এলপিজি আমদানি করার কথা ভাবা হয়েছে। এরজন্য আইওসির বটলিং প্লান্ট বেশি সময় কাজ করছে। চাহিদার কথা মাথায় রেখে নাইট শিফটে এবং ছুটির দিনেও কাজ হচ্ছে।

ম্যানেজারের বিরুদ্ধে

আটের পাতার পর

জানা যায়, বর্তমান লকডাউন চলাকালিন শ্রমিকরা সঠিকভাবে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারছে না। ভাট্টার মালিককে জানিয়েও কাজের কাজ হচ্ছে না। ভাট্টার দুই শ্রমিক সোমবার ভাট্টার ম্যানেজার অভি পাটারির নিকট কাজের টাকা চেয়েছেন। এতে করে অভি পাটারি রেগে এই দুই শ্রমিকদের উপর হামলা শুরু করে। ব্যাপক হারে দুই শ্রমিককে মেরেছে বলে অভিযোগ। ভাট্টার ম্যানাজেরারের আক্রমন সহ্য করতে না পেরে মঙ্গলবার রাত্রে দুই শ্রমিক শঙ্কর প্রধান স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তান নিয়ে ভাট্টা থেকে বের হয়ে যায়। জানা যায় এই শ্রমিকরা ঝাড়খন্ড এর সিন্দেগা এলাকার বাসিন্দা। লকডাউন এর ফলে কোনো প্রকার গনপরিবহণ ব্যাবস্থা না থাকার কারণে সন্তানদের নিয়ে পায়ে হেটে প্রায় ১৫ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রান্ত করে বিলোনিয়া মহকুমার মাইছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পাশে এসে পৌঁছে। এই এলাকায় হঠাৎ করে অন্য রাজ্যের বাসিন্দাদের দেখে এলাকার লোকজনদের মনে করুনা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

এলাকাবাসি এই বিষয়টি বিলোনিয়া প্রসাশনের নিকট জানিয়েও কাজের কাজ কিছু হয়নি। অবশেষে এই শ্রমিকদের কাছ থেকে সমস্ত ঘটনার বিবরণ জানতে পেরে অসহায় পরিবারের পাশে দারিয়েছে এলাকাবাসি। এলাকাবাসি এই অসহায় পরিবারদের হাতে খাবার তুলে দেন। বর্তমানে এই পরিবারের সদস্যরা রাস্তার ধারেই দিন কাটাচ্ছেন। এইসব ব্যাপারে জেনেও প্রসাশনের কোনো প্রকার হেলদোল না থাকার কারণে ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে এলাকাবাসির মনে।

াঙ্গন

‘আমিই সম্ভবত পাকিস্তানের জনপ্রিয়তম ব্যক্তিত্ব’

সেই যে ইউটিউবে একটা চ্যানেল খুলেছেন শোয়েব আখতার, এর পর থেকে সংবাদমাধ্যমে এমন দিন খুব কমই গেছে যেদিন পাকিস্তানের কিংবদন্তি ফাস্ট বোলার শিরোনামে আসেননি। কখনো তাঁর ক্রিকেট বিশ্লেষণ, কখনো বা নিছক কোনো মন্তব্যে নজর কেড়েছেন সবার।

সেই শোয়েবের নতুন উক্তিটাও মানুষের নজর কাড়তে বাধ্য। পাকিস্তান সুপার লিগে আরও দুটি দল বাড়ানোর অনুরোধ করে সেটির একটি কেনার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন ৪৪ বছর বয়সী ‘রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস।’ আর এই দল কেনার পেছনে যুক্তি হিসেবে তাঁর কথা, তিনি পাকিস্তানের অন্যতম জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর মতো একজন জনপ্রিয় ব্যক্তির মালিকানায় দল থাকলে পিএসএলের জনপ্রিয়তা আরও বাড়বে বলেই মনে করেন সাবেক এই ফাস্ট বোলার।

এবার অবশ্য নিজের ইউটিউবে নয়, শোয়েব এ দাবিটা করেছেন টিভি চ্যানেল জিও নিউজে। ২২ গজে বল হাতে যে সদম্ভ শোয়েবের দেখা মিলত, এখানেও তা-ই দেখা গেল, ‘পিসিবির উচিত পাকিস্তান সুপার লিগে আরও দুটি দল বাড়ানো। আর যদি তারা দেখে বিডে আমি বসে আছি, তাদের উচিত হবে এটা নিশ্চিত করা একটা দল যেন আমি পাই।‘

কেন তা করা উচিত পিসিবির, সে ব্যাখ্যায় শোয়েবের কথা, ‘আমিই সম্ভবত পাকিস্তানে সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তি, সীমান্তের ওই পাশেও (ভারতে) আমার জনপ্রিয়তা আছে। মানুষ আমাকে ভালোভাবেই চেনে। আমি থাকলে পিএসএল বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে যাবে, সব জায়গা থেকে বিনিয়োগও আসবে।’

বেশ সহজ সাধারণ বিশ্লেষণ বটে! তবে নিজের যুক্তির পক্ষে উদাহরণ হিসেবে আইপিএলকেও টেনে এনেছেন শোয়েব। সেখানে বলিউড কিংবদন্তি শাহরুখ খানের মতো তারকাদের টেনে এনে টুর্নামেন্টটাকে শুরু থেকেই জমজমাট করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। আইপিএলে যা শাহরুখ খান, পিএসএলে সে রকম কিছুই সম্ভবত হতে চান শোয়েব আখতার। জনপ্রিয়তায় আইপিএলকে ছোঁয়ার সম্ভাবনাও পিএসএলের আছে বলে জানালেন আত্মবিশ্বাসী শোয়েব।

২০১৫ সালে শুরু পিএসএল এবার পঞ্চম সংস্করণে এসে প্রথমবারের মতো পুরো টুর্নামেন্ট আয়োজিত হয়েছে পাকিস্তানের মাটিতে। তবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণের মুখে সেমিফাইনালের আগে টুর্নামেন্ট স্থগিত হয়ে যায়। পাঁচ দল নিয়ে শুরু টুর্নামেন্টটা এখন হয় ছয় দল নিয়ে।

পিএসএল নিয়ে নিজের মনের কথাগুলো বলার পাশাপাশি অনুষ্ঠানে ভারত-পাকিস্তানের মানুষের সম্পর্ক নিয়েও কথা বলেছেন শোয়েব। খেলা ছাড়াও ভারতে এসে কয়েকটি টিভি অনুষ্ঠানেও অংশ নিয়েছিলেন পাকিস্তানের গতিদানব। সে কারণে ভারতে তাঁর জনপ্রিয়তা আরও বেড়েছে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দেশের কূটনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে এখন আর অবশ্য ভারতে যাওয়া হয় না শোয়েবের। ভারতকে মিস করেন কি না, এমন প্রশ্নে তাঁর কথা, ‘দারুণ একটা দেশ। যখন ভক্তদের মাঝে ছিলাম আমি, কখনো মনে হয়নি এই দেশটা পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো লড়াই চায়। কিন্তু যখন ওদের টিভি প্রোগ্রামগুলোতে যাই, মনে হয় কালই বুঝি যুদ্ধ লেগে যাচ্ছে। ভারতের অনেক জায়গায় ঘুরেছি আমি। অনেক কাছ থেকে দেখেছি দেশটাকে। আমার মনে হয় না ইমরান খান বা ওয়াসিম আকরামও ভারতে এতটা ঘুরেছেন। আমি সব সময়ই বলি, ভারতও পাকিস্তানের সঙ্গে কাজ করতে উন্মুখ, কারণ ওদের উন্নতির সড়কটা আমাদের উঠোন দিয়েই যায়।’

বার্সেলোনার ৬ পরিচালকের পদত্যাগ

সম্প্রতি ফুটবলের বাইরের বিভিন্ন ঘটনায় খবরের শিরোনাম হওয়া বার্সেলোনা এবার খেল বড় ধাক্কা। একসঙ্গে ক্লাবটির ছয়জন পরিচালক পদত্যাগ করেছেন।

এই ছয়জন একটি যৌথ সাক্ষরিত পদত্যাগপত্র বৃহস্পতিবার জমা দিয়েছেন বলে জানায় স্প্যানিশ গণমাধ্যম। বিদায়বেলায় তারা একটি বিবৃতিও দিয়েছে।পদত্যাগের কারণ হিসেবে সঙ্কটকালীন সময়ে ক্লাবের দুর্বল ব্যবস্থাপনা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিয়ে তৈরি হওয়া ইস্যু এবং করোনাভাইরাসে সৃষ্টি হওয়া জরুরি অবস্থা পরবর্তী ক্লাবের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা বলা হয়েছে বিবৃতিতে।তারা চলে যাওয়ায় ক্লাবের বোর্ডে সদস্য সংখ্যা এখন ১৩ জন।ক্লাব সভাপতি জোজেপ মারিয়া বার্তোমেউ অবশ্য এর আগেই সহ-সভাপতিসহ চার পরিচালককে পদত্যাগ করার কথা বলেছিলেন। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে শেষ পর্যন্ত ছয় জন সরে দাঁড়ালেন।বার্তোমেউয়ের ভাবমূর্তি বাড়াতে ও যারা তার মতের বিপক্ষে তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে বার্সেলোনা ‘আইথ্রি’ নামের একটি প্রতিষ্ঠান ভাড়া করেছে বলে গত ফেব্রুয়ারিতে খবর বের হয়। তুমুল সমালোচনার মুখে ‘এসব খবর পুরোপুরি ভিত্তিহীন’ বলে বিবৃতিতে জানায় বার্সেলোনা। এর কিছু দিন আগে খবর বের হয় আবিদাল-মেসি বিতর্ক নিয়ে।

ক্লাবের ক্রীড়া পরিচালক এরিক আবিদাল দাবি করেছিলেন, আগের কোচ এরনেস্তো ভালভেরদের সময় ফুটবলারদের অনেকে মাঠে শতভাগ দেননি। এরপর সাবেক সতীর্থ আবিদালের কড়া সমালোচনা করেন মেসি। পরে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি শান্ত করেন ক্লাব সভাপতি বার্তোমেউ।আর বর্তমানের সঙ্কটকালীন এই সময়ে খেলোয়াড়দের বেতন কাটা নিয়েও ওঠে বিভিন্ন গুঞ্জন। সেসব উড়িয়ে দিয়ে নিজেরাই ৭০ শতাংশ বেতন কম নিতে রাজি হওয়ার কথা জানান মেসি।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ইংল্যান্ডের সাবেক ফুটবলার নরম্যান হান্টার। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী এই ডিফেন্ডার। ক্লাব ফুটবলে হান্টার ক্যারিয়ারের বেশিরভাগ সময় খেলেছেন লিডস ইউনাইটেডের হয়ে। ইংলিশ ক্লাবটি শুক্রবার এক বিবৃতিতে ৭৬ বছর বয়সী হান্টারের কোভিড-১৯ পজিটিভ হওয়ার কথা জানায়।

হান্টার ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের হয়ে খেলেন ২৮ ম্যাচ। ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপজয়ী স্কোয়াডের সদস্য ছিলেন তিনি। লিডস ইউনাইটেডের হয়ে ১৫ বছরের ক্যারিয়ারে তিনি খেলেন ৭২৬ ম্যাচ। দুটি লিগ শিরোপা জয়ের পাশাপাশি খেলেন ১৯৭৫ সালের ইউরোপিয়ান কাপের ফাইনালে, যেখানে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে হেরেছিল তার দল।

করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ব্রাজিলের ১৯৮২ বিশ্বকাপ দল

করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আবার এক হলো ১৯৮২ বিশ্বকাপের ব্রাজিল ফুটবল দল। ভুক্তভোগীদের সহায়তার জন্য তহবিল সংগ্রহে নেমেছেন ফালকাও-জিকোরা।

উদ্যোগ নিয়েছেন রবের্তো ফালকাও। পাশে পাচ্ছেন জিকো, জুনিয়র ও লেয়ান্দ্রোসহ সাবেক ১৯ সতীর্থকে। এক ভিডিও বার্তায় মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসার ও অনুদানের আবেদন জানিয়েছেন তারা।

সাড়াও পেয়েছেন বেশ ভালো; এক সপ্তাহের কম সময়ে তহবিল দাঁড়িয়েছে পাঁচ লাখ মার্কিন ডলার। দেশের দুঃসময়ে আবারও তারা এক হয়েছেন বলে জানান রোমার সাবেক মিডফিল্ডার ফালকাও।“১৯৮২ ব্রাজিল দল পরিচিত ছিল এর সৃজনশীল ফুটবল, একতা ও দলগতভাবে কাজ করার নীতির জন্য। আমরা আবার ব্রাজিলের জন্যে সোচ্চার হয়েছি।”কোভিড-১৯ মহামারীতে তৈরি হওয়া জরুরি পরিস্থিতিতে এর আগে দেশটির বর্তমান ও সাবেক ফুটবলারদের অনেকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এই রোগে এখন পর্যন্ত ব্রাজিলে ৯০০ জনের বেশি মারা গেছেন। কার্যকর পদক্ষেপ নিতে না পারলে ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলোয় রোগটি মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

সক্রাতিস, গোলরক্ষক পেরেস ও মিডফিল্ডার বাতিস্তা বাদে ব্রাজিলের ১৯৮২ বিশ্বকাপ দলের সবাই বেঁচে আছেন এবং ফালকাওয়ের উদ্যোগে অংশ নিয়েছেন।

এখনই লিগ চালু করা হবে দায়িত্বজ্ঞানহীন সিদ্ধান্ত: ইনফান্তিনো

একজনেরও জীবন ঝুঁকিতে ফেলার চেয়ে খেলা শুরুর জন্য আরও অপেক্ষা করাকে সঠিক পথ বলে মনে করছেন জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। ফিফা সভাপতির মতে, করোনাভাইরাসের দুর্যোগ কাটার আগেই লিগগুলো চালু করা হবে দায়িত্বজ্ঞানহীনের চেয়েও খারাপ কিছু।

বিশ্বজুড়ে কোভিড-১৯ রোগের প্রকোপ বেড়েই চলছে। ২১০টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়েছে করোনাভাইরাস। আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬ লাখের বেশি, প্রাণ হারিয়েছে ৯৬ হাজারের কাছাকাছি।

মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে গোটা পৃথিবীর সব ক্রীড়া আসরগুলো বন্ধ আছে। কিন্তু এই দুঃসময়ের মাঝেও কিছু কিছু ফুটবল লিগ চালু করার পরিকল্পনা করছে কর্তৃপক্ষ।

বুন্ডেসলিগা আগামী মে মাসে শুরু করার চিন্তা-ভাবনা চলছে, এমনকি মহামারী আতঙ্কের মধ্যেও অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে জার্মান শীর্ষ লিগের ক্লাবগুলো। আগামী ১৯ জুন থেকে ডাচ লিগ শুরু করতে চাইছে নেদারল্যান্ডস।

তবে ফিফা সভাপতির মতে, পরিস্থিতি শতভাগ ঠিক হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো প্রতিযোগিতা মাঠে গড়ানো উচিত হবে না।

“যেহেতু আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার, মূলনীতি, যেটা আমরা প্রতিযোগিতাগুলোতে ব্যবহার করি এবং সবাইকে তা অনুসরণ করার আমন্ত্রণ জানাই, সেটা হলো স্বাস্থ্য সবার আগে।”

“আমি এটাকে যতটুকু গুরুত্ব দিয়েছি, তা যথেষ্ট নয়। কোনো খেলা, প্রতিযোগিতা, লিগের জন্য একজন মানুষের জীবনও ঝুঁকিতে ফেলা ঠিক নয়। সবার এই জিনিসটা পরিষ্কারভাবে মাথায় রাখা উচিত।”

“পরিস্থিতি শতভাগ নিরাপদ না হলে প্রতিযোগিতা পুনরায় শুরু করা হবে দায়িত্বজ্ঞানশূন্যের চেয়ে বেশি কিছু। যদি আমাদের আরও সময় অপেক্ষা করতেই হয়, আমরা অবশ্যই সেটা করব। ঝুঁকি নেওয়ার চেয়ে অপেক্ষা করা উত্তম।”

দীর্ঘদিন খেলা বন্ধ থাকায় আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে ক্লাব, লিগগুলো। ক্ষতি পোষাতে এরই মধ্যে খেলোয়াড়দের সম্মতিতে বেতন কাটার উদ্যোগ নিয়েছে বিভিন্ন ক্লাব।

ইনফান্তিনো জানিয়েছেন, লিগগুলোর সাহায্যে এগিয়ে আসবে ফিফা। জরুরি তহবিলের জন্য ব্যবহার করা হবে দুইশ সত্তর কোটি ডলার।

সতীর্থই বলছেন রিয়ালে ফিরতে পারেন রোনালদো

২০১৮ সালের বিশ্বকাপ চলার মাঝপথেই হঠাৎ ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো জানিয়ে দেন, রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে জুভেন্টাসে যাচ্ছেন। আবার ফিরবেন রিয়ালে? সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।বয়স ৩৫ হয়ে গেছে। এ বয়সে কেউ ক্লাব বদল করলে সাধারণত চীন-যুক্তরাষ্ট্রে যান, কিংবা নিচের স্তরের কোনো ক্লাবই হয়তো হয় ঠিকানা। কিন্তু ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো তো আর সাধারণের মাপকাঠিতে পড়েন না!হঠাৎ করেই জুভেন্টাসের পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডের ক্লাব বদলের গুঞ্জন চাউর হয়েছে কদিন ধরে। ২০১৮ সালে যে রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে জুভেন্টাসে গিয়েছিলেন রোনালদো, সেই রিয়ালেই নাকি আবার ফিরবেন। স্প্যানিশ দৈনিক মার্কা তাঁর রিয়ালে ফেরা-না ফেরা নিয়ে হঠাৎ দু-এক কলাম লেখা শুরু করেছে, যা গুঞ্জনের পালে হাওয়া দিচ্ছে।এবার বুঝি গুঞ্জনটা আরও বাড়ল। জাতীয় দলে রোনালদোর সতীর্থ জোসে ফন্তে বলছেন, রোনালদো রিয়ালে ফিরলে তিনি অবাক হবেন না। রোনালদো নাকি সব সময়ই রিয়ালে ফেরার দরজাটা খুলে রেখেছেন।করোনাভাইরাসের কারণে এখন সব খেলা বন্ধ। এ সময়ে এমন গুঞ্জন চাউর হওয়া হয়তো অলস মস্তিষ্কের কাজও মনে হতে পারে। তারওপর রিয়ালে আলো আর শিরোপায় ঝলমলে নয়টি বছর কাটিয়ে জুভেন্টাসকে চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতানোর চ্যালেঞ্জ নিয়ে ইতালি যাওয়া রোনালদোর তো এখনো সে চ্যালেঞ্জে জয়ী হওয়া হয়নি। তা না জিতেই রোনালদো রিয়ালে ফিরবেন? ফন্তে বলছেন, ফিরতে পারেন রোনালদো, ফিরতে পারেন বন্ধুদের টানে।‘আমি জানি ও (রিয়াল) মাদ্রিদ ওর মনজুড়ে আছে। এটা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। কেউ কেউ হয়তো এটিকে বিশ্বসেরা বলে মানবেন না, তবে ক্লাবটা বিশ্বের সেরাগুলোর একটিই’ক্রীড়া ওয়েবসাইট টকস্পোর্টে বলেছেন ২০১৬ ইউরোতে রোনালদোর সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে পর্তুগালকে প্রথম ইউরো জেতানো ফন্তে। রোনালদো রিয়ালে ফিরতে চাওয়ার আরেকটা বড় কারণও আছে তাঁর চোখে, ‘ও অনেক অনেক বন্ধু রেখে গেছে এই ক্লাবটাতে। আর সব সময়ই ফেরার দরজা খুলে রেখেছে। তাই ও যদি কখনো মাদ্রিদে ফেরে আমি অবাক হব না।’রিয়াল ছেড়ে জুভেন্টাসে অবশ্য মোটেও খারাপ সময় কাটছে না রোনালদোর। ইতালিতে এরই মধ্যে লিগ জেতা হয়ে গেছে তাঁর, এই মৌসুমে করোনা আঘাত হানা।

‘আইপিএলের কথা ভেবে কোহলিকে কেউ ছাড় দেয়নি’

দুদিন আগে মাইকেল ক্লার্ক বলেছিলেন, আইপিএলের খেলার কথা মাথায় রেখেই ২০১৮-১৯ মৌসুমে ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় কোহলিদের তেমন স্লেজিং করেননি অস্ট্রেলিয়ানরা। সেটির জবাব দিয়েছেন টিম পেইন।বড় বোমাই ফাটিয়েছেন মাইকেল ক্লার্ক। ২০১৮-১৯ মৌসুমে নিজেদের মাটিতে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে ভারতের কাছে ২-১ ব্যবধানে হেরেছিল অস্ট্রেলিয়া। ক্লার্কের চোখে, আইপিএলের কারণেই সে সিরিজে বিরাট কোহলিদের খুব বেশি স্লেজিং করেননি অস্ট্রেলিয়ানরা। কোহলিদের খেপালে আইপিএলে দল আর মোটা অঙ্ক পাওয়ার সম্ভাবনা কমতে পারে, এটিই টিম পেইন ও তাঁর দলের ক্রিকেটারদের মনে কাজ করেছে, এমনটাই ভাবনা ক্লার্কের।এমন গুরুতর একটা অভিযোগ কীভাবে বসে বসে হজম করেন পেইন? স্মিথ-ওয়ার্নারদের নিষেধাজ্ঞার পর অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কের দায়িত্ব পাওয়া পেইনের জবাব, আইপিএলের কথা ভেবে কেউই কোহলিকে ছাড় দেয়নি! বরং কোহলিকে স্লেজিং না করাটা নাকি কৌশলগত সিদ্ধান্ত ছিল!‘বিরাটের (কোহলি) বিপক্ষে মাঠে খুব একটা সৌজন্যমূলক আচরণ করতে তো তেমন কাউকে দেখিনি। ওকে আউট না করার চেষ্টা বা তেমন কিছুও কেউ করেনি। আমার তো মনে হয়েছে যাঁর হাতেই বল ছিল, কিংবা যে-ই ব্যাট হাতে নেমেছে, সে-ই অস্ট্রেলিয়াকে ম্যাচ জেতানোর জন্য যা যা করা দরকার, সবটুকু দিয়ে তা-ই করার চেষ্টা করেছে’ক্রিকইনফোতে বলেছেন পেইন। কোহলিকে কিছু বলে খেপানোর চেষ্টা কেন করেননি, সেটির ব্যাখ্যাও দিয়েছেন, ‘আমি জানি না কে ওকে ছাড় দিয়েছে! হ্যাঁ, আমরা ঠিক করে নিয়েছিলাম যে ওকে খেপাব না, কারণ আমাদের মনে হয়েছে খেপলেই ও সবচেয়ে বেশি ভয়ংকর।’

করোনাভাইরাস শেষ পর্যন্ত সূচির কী অবস্থা করে রাখে কে জানে, তবে সূচি অনুযায়ী এই বছরের অক্টোবর থেকে আগামী জানুয়ারির মধ্যে চার টেস্ট, তিন ওয়ানডে ও তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলতে অস্ট্রেলিয়া যাবে ভারত। সম্ভাব্য সেই সিরিজ নিয়ে আলোচনায়ও পেইন ফিরে গেলেন আগের সিরিজে, ‘এই সিরিজে কী হবে কে জানে। (আগের সিরিজের) প্রামাণ্যচিত্রে যা দেখলাম, ম্যাচগুলো অনেক আগুনে ছিল। আমি যা মনে এসেছে বলে ফেলেছি, এটা নিশ্চিত করে বলতে পারি। আর আমার জন্য এই মুহূর্তে আইপিএল তেমন বড় কোনো সুযোগ নয়, তাই আমার কিছু হারানোরও ছিল না।’

সে তো গেল নিজের কথা, দলের অন্যদের নিয়ে ৩৫ বছর বয়সী অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়কের কথা, ‘যখনই কেউ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামে, নিজের সবটুকু নিংড়েই দেয় মাঠে। আমি পুরোপুরি নিশ্চিত বিরাটের বিপক্ষে বল করতে যাওয়ার সময় বা দৌড়ানোর সময় কেউ আইপিএল নিয়ে ভাবেনি।’

ভারত—পাকিস্তান সিরিজ দিয়ে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই ?

করোনার বিরুদ্ধে লড়ছে গোটা পৃথিবী। পাকিস্তানের সাবেক গতি তারকা শোয়েব আখতার এই সময় অর্থ সংগ্রহের জন্য ভারত-পীস্তান সিরিজের প্রস্তাব দিয়েছেনএমন প্রস্তাব বোধ হয় শোয়েব আখতারের মাথা থেকেই এ সময় আসতে পারে। করোনাভাইরাসের আক্রমণে সারা দুনিয়া যখন দিশেহারা। উপমহাদেশের প্রতিটি দেশ যখন সীমিত সম্পদ নিয়ে এই ভয়ংকর সময় মোকাবিলায় ব্যতিব্যস্ত, তখন ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট সিরিজের প্রস্তাব কেমন যেন বেসুরো ঠেকে না! পাকিস্তানের সাবেক গতি তারকা এই সময় তিন ম্যাচের একটি ক্রিকেট সিরিজ আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছেন, যে সিরিজের আয় ব্যয় হবে ভারত ও পাকিস্তানে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে।

ভারতের সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে তিনি বলেছেন, ‘এ সময় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি তিন ম্যাচের ক্রিকেট সিরিজ আয়োজন করা যেতে পারে। করোনা-আতঙ্কে সবাই এখন ঘরে বসে আছে। এর মধ্যে এ সিরিজের টেলিভিশন দর্শকের পরিমাণ কেমন থাকবে, একবার চিন্তা করে দেখুন তো। কোনো নিরপেক্ষ ভেন্যু, সেটি দুবাইও হতে পারে। দুই দল ভাড়া করা উড়োজাহাজে সেখানে যাবে এবং সিরিজটি খেলবে। এ সিরিজ থেকে যে বিপুল অর্থ আয় হবে, সেটা তুলে দেওয়া হবে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করা ভারত ও পাকিস্তান সরকারের হাতে।’

করোনার কারণে সারা দুনিয়াতেই খেলাধুলা এ মুহূর্তে বন্ধ। ইউরোপের শীর্ষ ফুটবল লিগগুলো বন্ধ। বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ বন্ধ। নজিরবিহীনভাবে পিছিয়ে গেছে টোকিও অলিম্পিকের আসর। পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ। ক্রিকেটও বন্ধ গোটা দুনিয়ায়। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড হাজার কোটি রুপির ক্ষতি মাথায় নিয়ে স্থগিত করেছে আইপিএল। সব দেশেরই ঘরোয়া ক্রিকেট বন্ধ। এই সময় শোয়েবের ভারত-পাকিস্তান সিরিজের প্রস্তাব কতটা যুক্তিযুক্ত সে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে!

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

শুক্রবার লকডাউনের দিনে রাজধানীতে চলছে জোড় তল্লাশি। ছবি- নিজস্ব।

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অর্থ দান এবং গরিব মানুষের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল ।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অর্থ দান এবং গরিব মানুষের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রয়েছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই এইসব সামাজিক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা। এটি খুবই ইতিবাচক দিক বলে মনে করছেন তথ্যভিজ্ঞ মহল। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অর্থ দান অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার হাতে আরডি ইঞ্জিনিয়ার এবং স্টাফরা সম্মিলিতভাবে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের উদ্দেশ্যে ১ লক্ষ টাকার চেক তুলে দিয়েছেন।

এছাড়া গরিব মানুষের জন্য খাদ্য সামগ্রী ও চিকিৎসকদের জন্য সার্জিক্যাল গ্লাভস ও মাস্ক প্রদান করা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার ও স্টাফদের পক্ষ থেকে এইসব সামগ্রী ও এক লক্ষ টাকা প্রদানের পাশাপাশি আগামীদিনেও গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াতে অঙ্গিকার ব্যক্ত করা হয়েছে। অপরদিকে শ্রীনথ নামে একটি সংস্থার পক্ষ থেকে উপমুখ্যমন্ত্রীর হাতে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের উদ্দেশ্যে ৭৫ হাজার ১৫০ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়েছে। সংস্থার সম্পাদক চন্দন রায় হালাম এই চেক উপমুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। ত্রাণ তহবিলে অর্থ গ্রহণ করে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, আমাদের দেশ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের অন্যতম পীঠস্থান।

আমাদের রাজ্য ত্রিপুরাতেও মানুষ হৃদয়বান। সে কারণেই যখনই মানুষের কোন বিপদ হয় তখন সামর্থ্য সম্পন্ন লোকজনরা তাদের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে আসেন। কত টাকা দান করবেন সেটা বড় কথা নয়, মানুষের মনুষত্ব বোধই এর মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয় বলে উল্লেখ করেন উপমুখ্যমন্ত্রী। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে অর্থদানের জন্য বিভিন্ন ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী, সমাজসেবী সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তাতে রাজ্যের জনগণ ব্যাপক সাড়া দিচ্ছেন। এটি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের অন্যতম নিদর্শন বলেও আখ্যায়িত করেছেন উপমুখ্যমন্ত্রী। আগামীদিন গুলিতেও এ ধরনের প্রয়াস নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং সামর্থ্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রতিদিনই অর্থ দান অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল স্ফীত হচ্ছে। এর ফলে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা খানিকটা হলেও সম্ভব হবে বলে মনে করছেন বিভিন্ন মহল।

রাজধানী আগরতলা শহরের নেতাজি প্লে ফোরাম সেন্টারের পক্ষ থেকে নেতাজি চৌমুহনি ও গাঙ্গাইল এলাকার গরিব অংশের মানুষের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এ উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক আশিস কুমার সাহা তিনি নিজ হাতে গরিব মানুষের হাতে চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ সহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেন। নেতাজি প্লে ফোরাম সেন্টার এলাকার মানুষের সুখ দুঃখের সবসময়ের সাথি। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে লকডাউন ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্য সরকার জরুরি পরিষেবায় যুক্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের পুরস্কৃত করার উদ্যোগ নিচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল ।। রাজ্য সরকার জরুরি পরিষেবায় যুক্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের পুরস্কৃত করার উদ্যোগ নিচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ শুক্রবার একথা জানান। তিনি বলেন, তাদের জন্য চার লক্ষ টাকা করে বিমার ব্যবস্থাও করেছে সরকার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ব্যাপক সংখ্যায় মানুষজন অর্থদানে এগিয়ে আসতে শুরু করেছেন। শুক্রবারও বেশ কয়েকজন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথের হাতে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের উদ্দেশ্যে অর্থদান করেছেন। শিক্ষামন্ত্রীর বাসভবনে এসে তারা চেক তুলে দেন। শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, শুক্রবার অর্থদান করেছেন বিনয় কুমার রায় ২০ হাজার টাকা, সন্তোষ কুমার রায় ২০ হাজার, রানিরবাজার উৎসব কমিটি ১১ হাজার, গৌতম ঘোষ ৫ হাজার ১০০, কারা দপ্তরের কর্মীরা ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ১৫০ টাকা, টিঙ্কুব্রত দাস ১০ হাজার টাকা, লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ ৫ হাজার টাকা, মানিক দে মজুমদার ২০ হাজার টাকা এবং গৌরাঙ্গ দাস ১৫ হাজার টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে তুলে দিয়েছেন।

ত্রাণ তহবিলে দানের প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে বলেও জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। এ ধরনের কাজে যারা এগিয়ে আসছেন তাদেরকে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ ব্যক্তিগত তরফে এবং রাজ্য সরকারের তরফ থেকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। দেশের সঙ্কটময় মুহূর্তে গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াতে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করতে অন্যান্যদেরকেও এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। রতনবাবু বলেন, জনগণ এগিয়ে না আসলে সরকারের একার পক্ষে পরিস্থিতি শামাল দেওয়া কঠিন হয়ে উঠবে। একমাত্র জনগণই এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ দেখাতে পারেন। যাদের সামর্থ্য রয়েছে তারা এই মুহূর্তে গরিবদের পাশে দাঁড়ালে সমস্যা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হবে। প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার পরিস্থিতি বিবেচনা করে এসমা জারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাশাপাশি জরুরি পরিষেবায় যুক্তদের পুরস্কৃত করারও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

জরুরি সেবায় যুক্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের কাজকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, তারা জীবন বাজি রেখে সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে চলেছেন। এজন্য তিনি তাদের অভিনন্দন জানান। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য ৪ লক্ষ টাকার বিমার সুবিধার পাশাপাশি যারা ভাল কাজ করছেন তাদের পুরস্কৃত করার চিন্তাভাবনাও করছে সরকার। শুধু শিক্ষামন্ত্রীর কাছেই নয় উপমুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রী, বিধায়ক ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের কাছেও মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

মহারাজগঞ্জ বাজারে সামাজিক দূরত্ব লঙ্ঘিত হচ্ছে, পুলিশি হস্তক্ষেপ দাবী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল।। দিন যত গড়াচ্ছে ততই করোনা আক্রমণের সংখ্যা গোটা দেশেই বেড়ে চলেছে। বাড়ছে মৃত্যুর মিছিলও। আমাদের রাজ্যেও করোনা আক্রান্ত রোগীর সন্ধান মিলেছে। আরও বহু মানুষ পরীক্ষানিরীক্ষার আওতায় রয়েছেন। বিষয়টি নিসন্দেহে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার। তা সত্বেও একাংশের মানুষ লকডাউন অমান্য করে দিব্যি বাজারে ভিড় জমাচ্ছেন। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ২১ দিনের লকডাউন কার্যকর করে পরিস্থিতি মোকাবিলার উদ্যোগ নিয়েছে। লকডাউনের সময়সীমা আরও বাড়ানোর সম্ভাবনাও রয়েছে। লকডাউন ঘোষনার ফলে সংক্রমণ অনেকটাই হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। গোটা বিশ্বের দিকে ফিরে তাঁকালে ভারতবর্ষের চিত্র অনেকটাই ভিন্নতর।

এটি নিসন্দেহে জনগনের সচেতনতার পরিচয় বহন করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো একাংশের মানুষ লকডাউনের নিয়মকানুন চূড়ান্তভাবে অমান্য করে ঘর ছেড়ে জরুরি প্রয়োজন ছাড়াও রাস্তায় বের হচ্ছেন। ভোজনরসনা পরিতৃপ্ত করার জন্য বাজারে ভিড় জমাচ্ছেন। এক্ষেত্রে প্রশাসনের আরোপিত সামাজিক দূরত্ব কোনভাবেই মান্য করা হচ্ছে না। প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজধানী আগরতলা শহর সহর অন্যান্য স্থানের বিশেষ করে সবজি বাজার বর্তমান স্থান থেকে অন্যত্র খোলামেলা জায়গায় স্থানান্তর করেছে। সেক্ষেত্রেও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য লক্ষ্যণরেখা টেনে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কে শোনে কার কথা? রাজধানী আগরতলা শহরের মহারাজগঞ্জ বাজারে শুক্রবার সকালে গিয়ে যে চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে, তা রীতিমতো উদ্বেগ জনক। সবজি বাজারে এবং মুদি-দোকানগুলিতে কোনধরনের সামাজিক দূরত্ব মানা হচ্ছে না।

এর ফলে সংক্রমণ প্রতিহত করা কতখানি সম্ভব হবে তা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এই রাজ্যের মানুষের সচেতনতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। লকডাউনের নিয়মকানুন মানতে বাধ্য করতে আরক্ষা প্রশাসনকে আরও কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। অন্যথায় আরও কঠোর আইন প্রয়োগ করা জরুরী হয়ে উঠতে পারে।

করোনা যুদ্ধে জয় ইতালির ১০৩ বছরের বৃদ্ধার

রোম, ১০ এপ্রিল (হি. স.) : করোনাকে হারিয়ে জীবনযুদ্ধে জয়ী হলে ইটালির ১০৩ বছরের এক বৃদ্ধা। তাঁর নাম আদা জানুসো।

আদার চিকিৎসক ফার্নো মার্চিসি জানিয়েছেন, আচমকাই জ্বরে পড়েছিলেন তিনি। কিছুতেই তাঁর জ্বর কমছিল না। ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন তিনি। ঠিক মতো খাওয়াদাওয়াও করছিলেন না। তাঁকে বিশ্রাম নিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হচ্ছিল না। অবশেষে করোনা পরীক্ষায় তাঁর শরীরে প্রাণঘাতী ভাইরাসের সন্ধান মেলে। ফার্নো আরও জানিয়েছেন, তাঁর শরীরে করোনার উপসর্গ ছিল খুব কম। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বয়সে এমন এক মারণ ভাইরাসের সঙ্গে যুদ্ধ করা সহজ কথা নয়। স্রেফ সাহসের জোরেই আদা আজ সুস্থ।

আদা জানিয়েছেন, করোনা মুক্ত হয়ে তিনি এখন কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রয়েছেন। সেখান থেকেই বললেন, "আমি ভাল আছি"। গোটা বিশ্বের পরিস্থিতি নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন। রোজই নিয়ম করে টেলিভিশনের সামনে বসছেন তিনি। খবর দেখছেন। খবরের কাগজ পড়ছেন। কবে পৃথিবীর আকাশ থেকে এই কালো মেঘ কাটবে, সেই আশায় দিন গুনছেন তিনি।

করোনা : দ্বিগুণ বেতন নিতে নারাজ হরিয়ানার চিকিৎসকরা

চণ্ডীগড়, ১০ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা যুদ্ধে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের বেতন দ্বিগুণ করার ঘোষণা করেছিলেন হরিয়ানা মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার। কিন্তু, ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে চিকিৎসকরা জানালেন, এখন পরিস্থিতি অতিরিক্ত বেতনের নয়। এখন কোনওভাবেই বেশি টাকা তাঁরা নিতে পারবেন না। গতকালই হরিয়ানা মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার জানিয়েছেন,যতদিন এই করোনা-যুদ্ধ চলবে, সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীরা দ্বিগুণ বেতন পাবেন। করোনা সংক্রমণ রুখতে যে পুলিশকর্মীরা মোতায়েন হয়েছেন, তাঁদের কারও যদি কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যু হয়, তবে ৩০ লাখ টাকার বিমা দেওয়া হবে তাঁর পরিবারকে। যা নিতে অস্বিকার করেন কর্তব্যরত চিকিৎসকরা। মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে চিকিৎসকরা জানালেন, এখন পরিস্থিতি অতিরিক্ত বেতনের নয়। এখন কোনওভাবেই বেশি টাকা তাঁরা নিতে পারবেন না।

উল্লেখ্য, এখনও পর্যন্ত হরিয়ানার ১৬৯ জন বাসিন্দা করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে তিনজনের।

বন্ধুদের সহায়তা প্রদানের জন্য সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে ভারত প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল (হি.স.): মারণ করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অসহায় হয়ে পড়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। মানবতা যখন সঙ্কটাপন্ন, এই সঙ্কটের মুহূর্তে বন্ধু দেশগুলির প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে ভারত। আগামী দিনেও বন্ধুদের সহায়তা প্রদানের জন্য প্রস্তুত রয়েছে ভারত, শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই টুইট করে এ কথা জানিয়েছেন।

মারণ ভাইরাসের হানায় মানবতা এখন সঙ্কটের মুখে, প্রতিদিনই মৃত্যু ও সংক্রমণ বাড়লেও এই ভাইরাসের এখনও কোনও প্রতিষেধক নেই। ফলে, ম্যালেরিয়ার ওষুধ হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন দিয়েই আক্রান্তদের সুস্থ করার চেষ্টা চালাচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। পৃথিবীতে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনের সর্ববৃহৎ প্রস্তুতকারক দেশ হল ভারত। তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভারতের শরণাপন্ন হচ্ছে। ভারত থেকে এবার হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন গেল ইজরায়েলে। তারপরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। টুইট করে বেঞ্জামিন লিখেছেন, "ইজরায়েলে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ, আমার প্রিয় বন্ধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইজরায়েলের প্রতিটি নাগরিক আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে।" বেঞ্জামিনকে পাল্টা সৌজন্য জ্ঞাপন করে মোদী টুইটারে লিখেছেন, "এই মহামারীর বিরুদ্ধে আমাদের যৌথভাবে লড়াই করতে হবে। বন্ধুদের সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের সহায়তা প্রদানের জন্য প্রস্তুত রয়েছে ভারত।" টুইটারে প্রধানমন্ত্রী আরও লিখেছেন, "ইজরায়েলের নাগরিকের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি।"

করোনার-প্রকোপ জরুরি সামগ্রী নিয়ে জম্মু পৌঁছল বিশেষ ট্রেন

জম্মু, ১০ এপ্রিল (হি.স.): দেশজুড়ে করোনাভাইরাসের প্রকোপের মধ্যেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে দিল্লি থেমে জম্মুতে পৌঁছল ভারতীয় রেলের বিশেষ ট্রেন। রাজধানী দিল্লি থেকে মাস্ক, স্যানিটাইজার এবং ওষুধ-সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে শুক্রবার জম্মুতে পৌঁছয় ওই বিশেষ ট্রেন।

রেলের পদস্থ এক কর্তা জানিয়েছেন, দিল্লি থেকে জম্মু আসার মাঝে পানিপত, আম্বালা, লুধিয়ানা এবং পাঠানকোটে প্রয়োজনীয় সামগ্রী নামানোর পর জম্মুতে এসে পৌঁছয় ওই ট্রেন। এটি একটি বিশেষ ট্রেন। শুধুমাত্র জরুরি ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে আসা হয়েছে ওই ট্রেনে।

করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু রাজস্থানে, সংক্রমিত বেড়ে ৪৮৯

জয়পুর, ১০ এপ্রিল (হি.স.): রাজস্থানে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন বছর ৬৫-র একজন বৃদ্ধা। করোনা-আক্রান্ত ওই বৃদ্ধা জয়পুরের এসএমএস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন, বৃহস্পতিবার রাতে ওই বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। ওই বৃদ্ধার মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৮।

মৃত্যুর পাশাপাশি রাজস্থানে দ্রুত বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ১২ ঘন্টায় নতুন করে ২৬ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪৮৯। রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, করোনা-আক্রান্তদের সংস্পর্শে এসে ২৬ জনের মধ্যে ২৫ জন সংক্রমিত হয়েছেন।

বাংলাদেশে বিশেষ কোয়ারেন্টাইনে ভারতীয় নাগরিক ৭ তাবলীগ জামাতের সদস্য, করোনা আতঙ্কে গ্রামবাসী

ঢাকা, ১০ এপ্রিল (হি. স.) : বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণ সমুদ্র উপকূলের পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালী উপজেলায় ৮এপ্রিল সন্ধ্যায় ভারতীয় নাগরিক সাত তাবলীগ জামাতের সদস্যকে বিশেষ কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে।

তিন মাস আগে তারা ভারত থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন। এদের প্রাথমিক কোয়ারেন্টিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে গ্রামের মসজিদ সংলগ্ন মারকাস বা তালিম ঘরে বিশেষ কোয়ারেন্টাইনে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনর তরফ থেকে এই খবর পাওয়া গেছে।

ভারতীয় এই সাত নাগরিক এই বছরের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে তাবলীগ জামাতের সদস্য ইসলাম প্রচারের জন্য বাংলাদেশে আসেন। এর আগে তারা পটুয়াখালী সদরে ৩৩ দিন, কলাপাড়া উপজেলায় ১৮ দিন ও গলাচিপা উপজেলায় ৮ দিন অবস্থান করে রাঙ্গাবালী উপজেলার চরমোন্তাজ ইউনিয়নের প্রত্যন্ত সাগরপাড়ের চরআন্ডা গ্রামে আসেন।

৮ এপ্রিল বিকেলে উপজেলার ছোটবাইশদিয়া ইউনিয়নের ফুলতলা গ্রামে আসেন। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে তাবলীগ জামাত থেকে ফিরে আসা বেশ কয়েকজন সদস্যের করোনাভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে। তাই ভারত থেকে আসা তাবলীগ জামাতের সদস্যদের দেখে এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায় এবং এলাকাবাসী উপজেলা প্রশাসনকে খবর দেন।

বাংলাদেশের তাবলীগের কেন্দ্রীয় অফিস কাকরাইর থেকেও করোনাভাইরাসের প্রদুর্ভাব না কমা পর্যন্ত প্রচার বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাঙ্গাবালী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মাশফাকুর রহমান জানান, খাবারসহ নানা সমস্যার কারণে তাবলীগের সদস্যরা চরআন্ডা থেকে এখানে চলে এসেছেন বলে জানিয়েছেন। যেহেতু এই তাবলীগ সদস্যদের কোয়ারেন্টাইন অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে।

তারপরও তারা বিদেশি নাগরিক। তারা যাতে বাইরের অন্য কারও দ্বারা করোনা সংক্রামিত না হন, এজন্য গ্রামের মসজিদ সংলগ্ন মারকাস ঘরে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া তাবলীগ জামাতের ভারতীয় সদস্যদের আপাতত প্রচার না চালাতে বলা হয়েছে। বিষয়টি উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। জানা গেছে, তাবলিগ জামাতের এই সদস্যরা ভারতের বিহার রাজ্যের বাসিন্দা।

কৈলাসহরে লকডাউনে প্রশাসনের পাসের অপব্যবহার কঠোর হল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল।। করোনা ভাইরাস আতঙ্কে সারা দেশের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরেও চলছে লকডাউন এবং কার্ফু। এই লকডাউন এবং কার্ফুর ফলে সাধারণ মানুষ যেখানে গৃহবন্দি এবং আরক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে থেকে পুলিশ কম দিনরাত্র যেখানে চেষ্টা করছেন সমাজের সব অংশের মানুষকে ঘরবন্দি রাখার তখন কিছু অতি উৎসাহী বখাটে যুবকরা পুলিশের দাপাদাপিকেও পাত্তা দিতে চাইছে না। এই বখাটে করা কেউ কেউ ফেইক পাস তৈরি করে বিরুচ্ছে, আবার এবং বখাটে যুবকদের মধ্যে কেউ কেউ প্রশাসনের পাস নিয়ে কাজে কাজে ব্যবহার করছে।

এসব ছাড়াও কিছু কিছু বখাটে যুবকরা রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে থেকে নিজেকে রাজনৈতিক নেতা পরিচয় দিয়ে অর্থাৎ রাজনীতির বাহুবল দেখিয়ে পুলিশকে পাত্তা না দিয়ে কৈলাসহরে মূল রাজপথে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। পুলিশ এসব জেনে এবং দেখেও কিছু করতে পারছে না রাজনৈতিক দলের প্রেসারে। অবশেষে পুলিশের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পাবার পর কৈলাসহর থানার ওসি পার্থ মুন্ডা এবং কৈলাসহরের এসডিপিও চন্দন সাহা সেইসব রাজনৈতিক দলের বখাটে যুবকদের শায়েস্তা করছে মাঠে নেমে পড়েছে। পুলিশ মাঠে নেমেই কৈলাসহর নেতাজী কর্নারে পায় শাসক দলের ছাত্র সংগঠন এভিবিপি-এর ঊনকোটি জেলা কমিটির সক্রিয় সদস্য প্রণব পুরকায়স্তকে। লকডাউন চলাকালীন শাসক দলের এই ছাত্র নেতা আইন লঙ্ঘন করে বাইক নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে। টি আর ০৫ এ ৭৪৩০ এই নম্বরের বাইক নিয়ে ছাত্র নেতা প্রণব পুরকায়স্থ সঙ্গে বাইকে আরেক যুবককেও তোলে বাইক চালিয়ে শহরের নেতাজি কর্নারে আসতেই ওসি পার্থ মুন্ডা এবং এসডিপিও চন্দন সাহা বাইকটি আটকালে প্রণব প্রশাসনের একটি পাস দেখানো মাত্রই পুলিশ পাসটি সিজ করে সঙ্গে প্রণবের বাইকটিও সিজ করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। লকডাউনের আইন লঙ্ঘন করায় ছাত্র নেতা তথা কৈলাসহর কলেজ ইউনিটের দলীয় সভাপতি প্রণব পুরকায়স্থকে পুলিশ তাদের করে শহরের মূল রাজপথে কুঁড়ি বার কানে ধরে উঠায় বসায় ছাত্র নেতার এহেন কান্ড দেখে শহরবাসীরা ছিঃ ছিঃ জানাচ্ছে এই ছাত্র নেতাকে। তবে রাজপথে ছাত্র নেতা ছাড়া সাধারণ মানুষ যারা লকডাউনের আইন লঙ্ঘন করে বেরিয়েছি তাদেরকেও পুলিশ লাঠি দিয়ে পেটায় এবং কান ধরে উঠায় বসায়। শাসক দলের ছাত্র সংগঠন এভিবিপি-এর ছাত্র নেতা প্রণব পুরকায়স্থ এবং সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পুলিশের খপ্পরে পড়ে কৈলাসহর শহর উত্তরাঞ্চল বাবুর বাজারের সিপিআইএম দলের সক্রিয় কর্মী তথা রেশন ডিলার বাদশা এবং বাবুরবাজারের ট্যাবলেট বিক্রেতা মহরম আলী, বাবুরবাজারের সিপিআইএম দলের ঘনিষ্ঠ এবং সক্রিয় কর্মী এমনকি সিপিআইএম সরকারের আমলের নেওয়া এমন অব্দি এলাকার রেশন ডিলার বাদশা এবং ট্যাবলেট বিক্রেতা মহরম লকডাউনের আইন লঙ্ঘন করায় মূল শহরের রাজপথের নেতাজী কর্নারে পুলিশ বাদশাকে এবং মহরমকে একসাথে কুঁড়িবার কানে ধরে উঠায় বসায়। শহরের মানুষ শাসক দলের এভিবিপি-এর ছাত্র নেতা প্রণব পুরকায়স্তের এবং সিপিআইএম দলের সক্রিয় কর্মী তথা লোকার রেশন ডিলার বাদশার এই দৃশ্য দেখে সবাই ছি ঃ ছি ঃ করছে।

তবে এক সাক্ষাতে কৈলাসহরে এসডিপিও চন্দন সাহা জানান, লকডাউনকে কেন্দ্র করে কৈলাসহরে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। শান্তিপূর্ণভাবেই চলছে। যারা ঘরে না থেকে নির্দিষ্ট সময়ের পরে ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন তাদের উপর রূপ পাল্টাচ্ছে বলে জানান চন্দন সাহা।

ইট ভাট্টার শ্রমিকদের মেরে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ ম্যানেজারের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ এপ্রিল।। ভাট্টা থেকে শ্রমিকদের মেরে তাড়িয়ে দেবার অভিযোগ উঠলো এসবিআই ভাট্টার ম্যানেজারের বিরুদ্ধে। ঘটনার বিবরনে জানা যায় বিলোনিয়া মহকুমার অন্তর্গত দক্ষিণ সোনাইছড়ি এলাকায় এসবিআই (স্বরূপানন্দ ব্রিক্স ইন্ডাস্ট্রি) অবস্থিত। বর্তমানে লকডাউন চলার কারণে ভাট্টার কাজ স্থগিত রাখা হয়েছে। কিন্তু ভাট্টার মালিকের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ তুলছে বহির্রাজ্য থেকে আগত শ্রমিকরা। ছয়ের পাতায় দেখুন

মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীর, কম্পাঙ্ক ৩.০

শ্রীনগর, ১০ এপ্রিল (হি.স.): ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীর। শুক্রবার মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্ত। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.০। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর নেইঊ তবে, ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায় ভূস্বর্গের মানুষজনের মধ্যে।

জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসন সূত্রের খবর, জানিয়েছে, শুক্রবার বেলা ১১.৫১ মিনিট নাগাদ ৩.০ তীব্রতার মৃদু ভূকম্পন কম্পন অনুভূত হয় জম্মু ও কাশ্মীরে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ৩৩.৩ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭৬.৬ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে (জম্মু রিজিওন)। করোনাভাইরাস আতঙ্কের মধ্যেই, আচমকা মাটি কেঁপে ওঠায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় মানুষজন। উল্লেখ্য, জম্মু-কাশ্মীরে মাঝেমধ্যেই মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয়। ২০০৫ সালের ৮ অক্টোবর কাশ্মীরে ৭.৬ তীব্রতার ভূমিকম্পে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

২৪ ঘন্টায় মৃত ১ ৭৮৩ জন আমেরিকায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১৬,৪০০

ওয়াশিংটন, ১০ এপ্রিল (হি.স.): মার্কিন মুলুকে কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রকোপে মৃত্যু ও সংক্রমণ থামছেই না। শেষ ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় করোনাভাইরাস সংক্রমণে মৃত্যু হয়েছে ১,৭৮৩ জনের, ফলে মার্কিন মুকুকে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১৬,৪০০।

করোনা-সংক্রমণে মৃত্যুর নিরিখে এই মুহূর্তে সর্বাগ্রে ইতালি। ইতালিতে ইতিমধ্যেই ১৮,২৭৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। ইতালির পরই আমেরিকা। আমেরিকায় প্রতিদিন যেভাবে মৃত্যু বাড়ছে, তা সত্যিই উদ্বেগজনক। মারণ এই ভাইরাসের হানায় বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশও এখন অসহায়। আমেরিকায় নতুন করে ২৭,০০০ আক্রান্তের পর সংক্রমণের সংখ্যা ৪,৫৯,০০০-তে পৌঁছেছে।

আইসিইউ ছাড়লেন করোনা-সংক্রমিত বরিস জনসন রয়েছেন পর্যবেক্ষনেই

লন্ডন, ১০ এপ্রিল (হি.স.): ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (আইসিইউ) থেকে বেরোলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, করোনাভাইরাস আক্রান্ত বরিস জনসন। করোনাকে পরাজিত করে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন বরিস। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আইসিইউ ছাড়েন বরিস। তবে, এখনই হাসপাতাল থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না তিনি। আপাতত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে পর্যবেক্ষনে রাখা হবে।

জ্বর, কাশি-সহ করোনাভাইরাসের লক্ষণ দেখা দেওয়ায় গত রবিবার সন্ধ্যায় সেন্ট থমাস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল বরিসকে। সোমবার তাঁকে আইসিইউ-তে নিয়ে যাওয়া হয়। তিন-রাত আইসিইউ-তে চিকিৎসা হয়েছে ৫৫ বছর বয়সী বরিসের। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর দফতরের মুখপাত্র জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আইসিইউ থেকে বের করে আনা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। এখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। তবে, আপাতত চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে থাকবেন তিনি।

বিহারে ২৪ ঘন্টায় করোনা-আক্রান্ত ১৭ জন, সংক্রমিত বেড়ে ৬০

পাটনা, ১০ এপ্রিল (হি.স.): বিহারে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন আরও ১৭ জন। বিগত ২৪ ঘন্টাতেই বিহারে আক্রান্ত হয়েছেন ১৭ জন, ফলে বিহারে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৬০। শুধুমাত্র সিওয়ান জেলাতেই আক্রান্ত হয়েছেন ২৯ জন।

শুক্রবার বিহারের স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, সিওয়ান জেলায় ২৯ জন, মুঙ্গেরে ৭ জন, পাটনায় ৫ জন, গয়ায় ৫ জন, বেগুসরাইয়ে ৫ জন, গোপালগঞ্জে ৩ জন, ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।